www.bhraman.com Subscribe Online: www.swarnakshar.in ISSN 0971-8885 সেপ্টেম্বর ২০১২ □ ২০ টাকা

বেরিয়ে পড়ার আসল গাইড
ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

ভ্রমণ

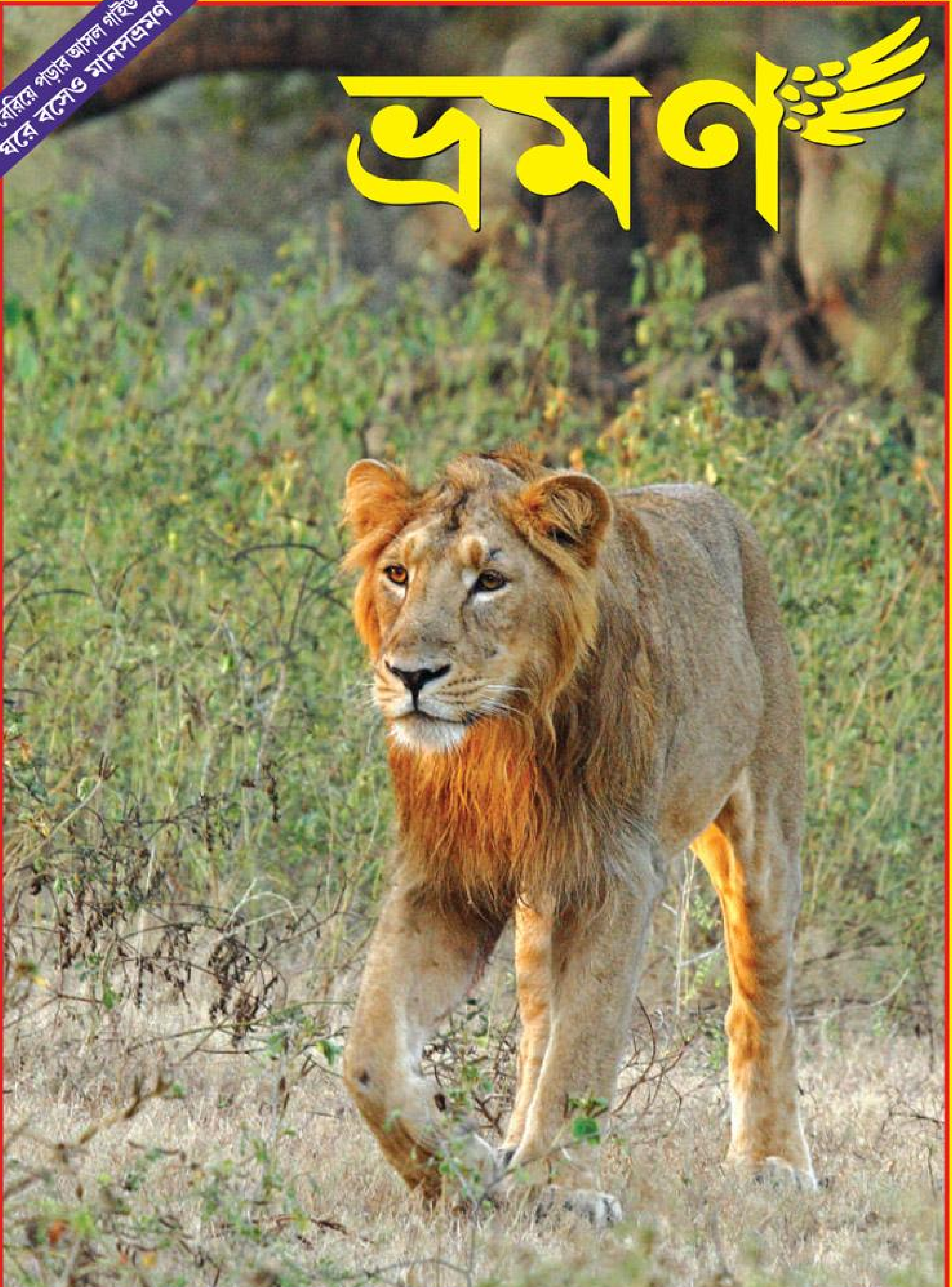

গির অরণ্যে

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড ও স্ক্যান : নেট থেকে প্রাপ্ত

এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

ছোটদের জন্মদিনে শ্রেষ্ঠ উপহার

ছেলেবেলা

- বাড়ির ছোটদের বা তাদের বন্ধুদের সামনের জন্মদিনেই আগামী একবছরের জন্য প্রতি মাসের 'ছেলেবেলা' উপহার দিতে পারেন।
- একবছরের গ্রাহকমূল্য (ডাকব্যয় সহ) ১৫০ টাকা (ক্যুরিয়ারে পেতে চাইলে ২৬০ টাকা) চেকে বা মানি অর্ডারে Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে আমরাই উপহার প্রাপকের নাম লেখা গিফট কার্ড সহ 'ছেলেবেলা' পাঠাবার ব্যবস্থা করব।
- চেকের সঙ্গের চিঠিতে বা মানি অর্ডার ফর্মের একেবারে নীচের দিকে আপনার নাম-ঠিকানা আর উপহার প্রাপকের নাম ও জন্মতারিখ অবশ্যই লিখে দেবেন। উপহার প্রাপকের ঠিকানা অন্য হলে তার ঠিকানাও লিখতে হবে।
- যে মাসে জন্মদিন তার অন্তত একমাস আগে আমাদের দপ্তরে টাকা পৌঁছতে হবে। চেক বা মানি অর্ডার পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

Subscribe online: www.swarnakshar.in

ফোন: ২২৮০ ৮৮১৮ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭ ৬৪৪৮ **ই-মেল:** kashtipathar@swarnakshar.in

অনলাইন গ্রাহক হতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

বাংলার নতুন পাক্ষিক • বাঙালিমননে নবতরঙ্গ

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বইয়ের দোকানে
এবং পত্রিকাস্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

এখন কলকাতায়ও সর্বত্র পাবেন
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রিকা
পেতে অনলাইন গ্রাহক হোন
www.swarnakshar.in

এক বছরের ২৪টি সংখ্যার গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা চেকেও পাঠাতে পারেন। এই নামে, এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

ভ্রমণ

সূ চি প ত্র

বিংশ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১২ আশ্বিন ১৪১৯

8 অন্নপূর্ণার অঙ্গনে
তুষারকান্তি দাস

54 গুজরাট আর দিউ
মধুমিতা দাশগুপ্ত

50 কর্ণাবতীর কাছে
শংকরলাল সরকার

38 মায়াবী মারায়ুর
সুমিত চক্রবর্তী

60 পলিনেশিয়ার সামোয়া দ্বীপে
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

30 পেরিয়ারের জলে-জঙ্গলে
মিতা দত্ত

47 ন্যোশাতেলে একদিন
স্বপ্না দত্ত

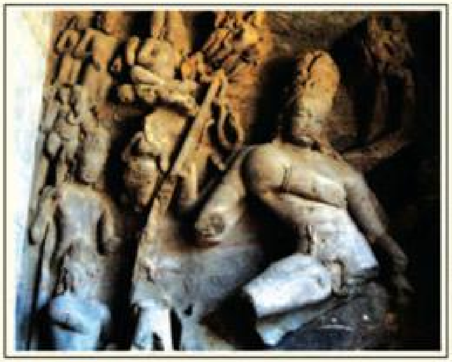

34 এলিফ্যান্টা
শৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়

76 তথ্যেচিত্রে দশঘরা

75 বনের পাতা

পাঠকের প্রতি

গত মাসে 'ভ্রমণ'-এর পুজোর ভ্রমণগাইড সংখ্যা বেরনোর তিনদিনের মধ্যেই সব কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় অসংখ্য পাঠক টেলিফোনে, ই-মেলে, চিঠিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অত্যধিক চাহিদার চাপে আমাদের সিটি এজেন্ট ও বাইরের কয়েকজন এজেন্ট ওই সংখ্যাটি পুনর্মুদ্রণের অনুরোধ করা সত্ত্বেও সেই অনুরোধ রাখা সম্ভব হয়নি।
এজন্য আমরা খুবই দুঃখিত ও পত্রিকার এজেন্ট, পাঠক, নিরাশ ক্রেতা— সকলের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।
এই প্রসঙ্গে সবিনয়ে একটা তথ্য উল্লেখ করতে চাই। এই সংখ্যা প্রকাশিত হবার অনেক আগে থেকেই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন মারফত একাধিকবার জানানো হয়েছিল যে সংখ্যাটি গতবারের মতো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে গেলে কোনওক্রমেই আর পুনর্মুদ্রণ করা সম্ভব হবে না। দূরের পাঠকদের জন্য চেক পাঠিয়ে বা অনলাইন গ্রাহক হয়ে ঘরে বসেই নিশ্চিত পত্রিকা পাবার ব্যবস্থার কথাও জানানো হয়েছিল।
যাই হোক, পত্রিকা না পেয়ে যাঁরা দুঃখ পেয়েছেন তাঁদের সঙ্গে আমরাও সমান দুঃখী।

প্রোডাকশন ও সার্কুলেশন বিভাগ, 'ভ্রমণ'

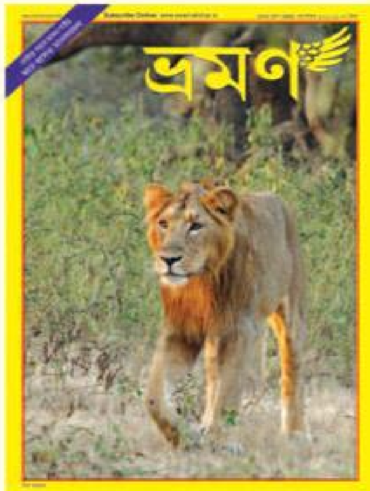

*প্রচ্ছদ পরিচিতি: গির অরণ্যে এশিয়াটিক সিংহের ছবিটি তুলেছেন **অরিন্দম ভট্টাচার্য***

*সম্পাদকীয় পাতার ছবি: **অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়***

ফেসবুকেও এখন
ভ্রমণ
Bhraman Travel Magazine

নিয়মিত বিভাগ

6 প্রধান সম্পাদকের কথা
15 একনজরে ছয় ভ্রমণ
19 পাঠকের পাতা
28 ভ্রমণজিজ্ঞাসা 45 ফিরে দেখা
65 কোথায় যাবেন, শুধু জানান
71 হলিডে হোম
73 রেলের সময়সূচি
75 বনের পাতা
76 তথ্যেচিত্রে দশঘরা
78 নোটবই
81 আমার দেখা ভারত

প্রধান সম্পাদক **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**
সম্পাদক **মহাশ্বেতা সমাজদার**

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে প্রকাশিত।

Published for Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. by Amarendra Chakravorty at 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed by him at Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.

দাম ২০ টাকা

BHRAMAN
A Bengali Monthly on Travel & Tourism
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Telephone: 2283 2320, 2280 8818
Fax: 2287 6448
E-mail: bhraman@swarnakshar.in
www.bhraman.com www.ebhraman.com

কপিরাইট © স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ ২০১২
ভ্রমণ-এ প্রকাশিত কোনও লেখা ও তার কোনও অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া মূলে বা অনুবাদে প্রকাশ করা যাবে না।

প্রধান সম্পাদকের কথা

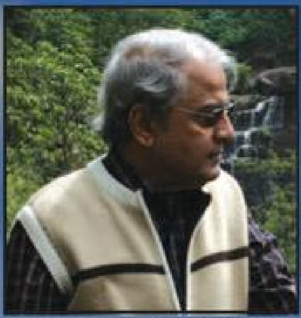

ভাগ্যিস, শরৎকালের আকাশ এখনও সিপিএম-তৃণমূলে ভাগ হয়নি! কিংবা বৈদ্যুতিন বিনোদনে ভরে যায়নি। দেশজোড়া দুর্নীতির পূতিগন্ধ এখনও শরতের আকাশে পৌঁছয়নি। এ যেন ভাগ্যেরই কথা, চিরকালীন নীলের গায়ে শাশ্বত সাদা আজও স্বার্থমূল মিথ্যার মেঘে ঢাকা পড়েনি!

আজও তাই চারদিকে চেয়ে যতই আমার মন পুড়ুক, মাথার ওপর শরৎকালের সেই আলো, সেই আশা, কিশোরবেলার সেই ভালোবাসা।

শরতের আকাশ আমার কাছে সুদূরের সাকার রূপও। শরতের আকাশে আমি চিরকাল শুনেছি সুদূরের ডাক। সুদূর ছাড়া মনের কথা আর কোথায়ই বা বলা যায়। সুদূর ছাড়া মনের ব্যথা আর কার হাতে রাখা যায়! মনের সুখ, মনের আনন্দ আমূল উপলব্ধির জন্যও আমাদের দূরে যেতে হয়।

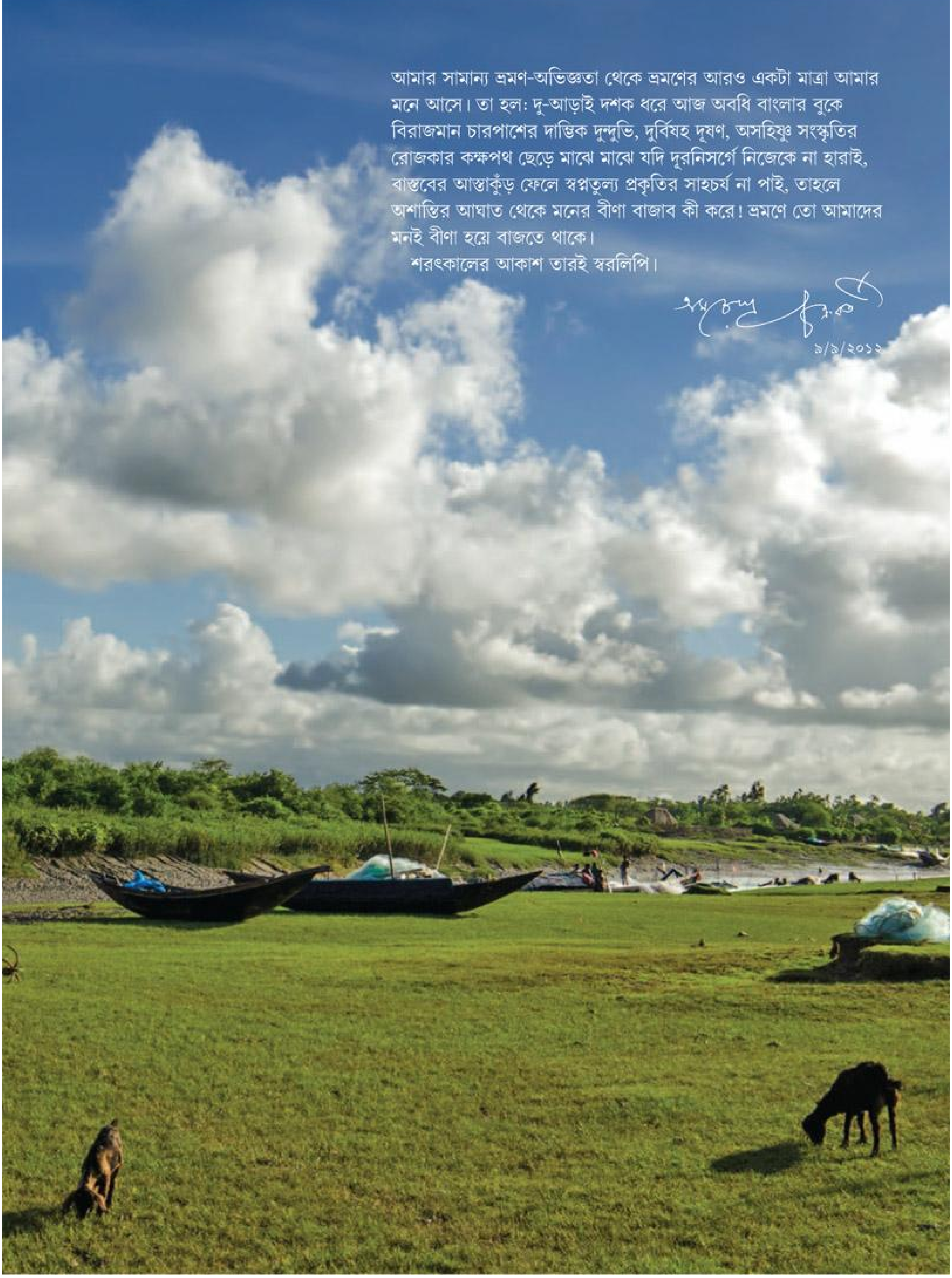

আমার সামান্য ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা থেকে ভ্রমণের আরও একটা মাত্রা আমার মনে আসে। তা হল: দু-আড়াই দশক ধরে আজ অবধি বাংলার বুকে বিরাজমান চারপাশের দাম্ভিক দুন্দুভি, দুর্বিষহ দূষণ, অসহিষ্ণু সংস্কৃতির রোজকার কক্ষপথ ছেড়ে মাঝে মাঝে যদি দূরনিসর্গে নিজেকে না হারাই, বাস্তবের আস্তাকুঁড় ফেলে স্বপ্নতুল্য প্রকৃতির সাহচর্য না পাই, তাহলে অশান্তির আঘাত থেকে মনের বীণা বাজাব কী করে! ভ্রমণে তো আমাদের মনই বীণা হয়ে বাজতে থাকে।

শরৎকালের আকাশ তারই স্বরলিপি।

৯/৯/২০১২

দোভান থেকে দেখা মাচ্ছপুছারে শৃঙ্গ

অন্নপূর্ণার অঙ্গনে

লেখা ও ছবি: তুষারকান্তি দাস

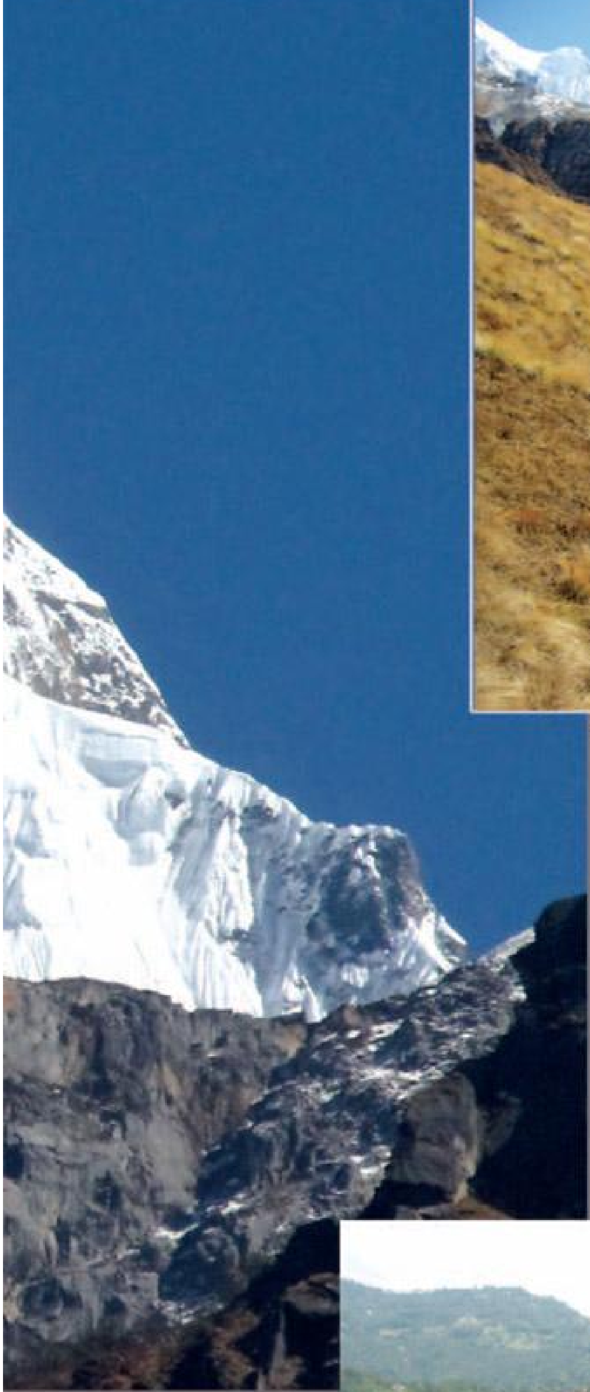

অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প থেকে ফেরার পথে

পোখরা থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে নয়াপুল থেকে হাঁটা শুরু। পথে পড়ে লান্দ্রুক, ঘান্দ্রুক আর ছোমরং গ্রাম। সারা পথেই আকাশ জুড়ে সঙ্গ দেয় অন্নপূর্ণা শৃঙ্গশ্রেণী।

ফেওয়া লেকে নৌকোবিহার

আমরা ন'জনের দল চলেছি নেপাল হিমালয়ের অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প। যাত্রা শুরু হল ১৫ অক্টোবর ২০১১। শনিবার মিথিলা এক্সপ্রেস রাতভর পশ্চিমবঙ্গ, বিহারের ছোট-বড় স্টেশন, মাঠঘাট, গাঁ-গঞ্জ পেরিয়ে ১৬ অক্টোবর সকাল আটটায় উত্তর বিহারের প্রান্তিক স্টেশন রক্সৌল-এ এসে থামল।

স্টেশনের বাইরে এসে দুটো টাঙায় বসে, গঞ্জে এসে গাড়ি থামল দ্বিপ্রাহরিক আহারের জন্য। তারপর আবার চরৈবেতি। বাসের মধ্যে দুই নেপালি যুবকের সারেঙ্গির মতো বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান, এযাত্রায় এক বাড়তি পাওনা। সন্ধে সাড়ে সাতটায় এসে নামলাম পোখরা বাসস্ট্যান্ডে। আর পাঁচটা পাহাড়ি শহরের মতোই এরই মধ্যে দোকানপাট সব বন্ধ হতে শুরু করেছে। জায়গাটা ফাঁকা ফাঁকা। ফেওয়া লেকের ধারে, হোটেল পোখরা ইউনাইটেডের নেপালে স্বাভাবিকের থেকে কমই মনে হল।

১৭ অক্টোবর ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙে হোটেলের ছাদে উঠে মুগ্ধ হলাম। চারপাশে সুন্দর দৃশ্য— পিছনেই সবুজ পাহাড়ের ঢেউ। অদূরে দেখা যাচ্ছে সুবিশাল ফেওয়া লেকের নীল জলরাশি, তার ঠিক পরেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তুষারাবৃত মচ্ছপুছারে শৃঙ্গ। সকালবেলাতেই মনটা আনন্দে ভরে গেল। একটু বেলায় চা-জলখাবার খেয়ে গেলাম

বেসক্যাম্পের হোটেলে

এগিয়ে চললাম ভারত-নেপাল সীমান্ত শহর নেপালের বীরগঞ্জের বাসস্ট্যান্ডের দিকে। পোখরা যাওয়ার বাস ছাড়ল বেলা সাড়ে দশটায়।

কিছুক্ষণ চলার পর শহরের কোলাহল ছেড়ে, বাস ছুটে চলল পাহাড়-জঙ্গল ভেদ করে। বেলা একটায় হেতাউড়া বলে একটা বড় দোতলার তিনটি পছন্দসই ঘরে আশ্রয় জুটে গেল। অফ সিজন বলে দুজনের ঘরে তিনজনকে থাকতে দিতেও ওদের আপত্তি হল না। খাবারের দামও খুব বাড়াবাড়ি মনে হল না। পেটচুক্তি নিরামিষ থালি— ভাত/রুটি, ভাজা, ডাল, সবজি, পাঁপড়, স্যালাড ইত্যাদি ১৬০ নেপালি টাকায়। চা-ও ১০ টাকা কাপ, যা পোখরার ফেওয়া লেকের ড্যাম-সাইডে এ সি এ পি অর্থাৎ অন্নপূর্ণা কনজারভেশন এরিয়া প্রোজেক্টের অফিসে, আগামী যাত্রাপথের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে। এখানে দু'কপি ফটো, ভোটার আই কার্ডের জেরক্স এবং মাথাপিছু ২৫০ টাকা জমা দিয়ে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করা হল। বাড়তি মালপত্র হোটেলের

জিম্মায় রেখে, দুটো ট্যাক্সি নিয়ে বেলা একটায় পৌঁছলাম নয়াপুল। পোখরা থেকে নয়াপুলের দূরত্ব ৪৫ কিলোমিটার। নয়াপুলের হোটেলে লাঞ্চ সেরে আমরা পথে নামলাম দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। শুরু হল আমাদের প্রথম দিনের পদযাত্রা। এখানে পোর্টার-কাম-গাইড হিসেবে বীরেথান্টির আইটম বাহাদুর গুরুং আমাদের দলে যোগ দিল। দৈনিক আটশো নেপালি টাকা, খাওয়াদাওয়া বাদে। যদিও চলার পথে রোজই আমাদের সঙ্গে নেওয়া শুকনো খাবার আমরা সকলেই ভাগাভাগি করে খেয়েছি। প্রথমে মোদিখোলার ওপর তারের ঝোলা পুল পেরিয়ে পথ শুরু হল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছলাম বীরেথান্টির চেকপোস্টে। এখানে আমাদের অনুমতিপত্রের এককপি জমা রাখতে হল। বীরেথান্টিতে আইটমের বাড়ি কাম চায়ের দোকান থেকে ওর প্রয়োজনীয় পোশাক, জুতো, ব্যাগ ইত্যাদি নিল। আমরাও আলাপ করলাম ওর স্ত্রী, কন্যা ও বৃদ্ধ বাবার সঙ্গে। বীরেথান্টির পর মোদিখোলার ওপর লোহার চওড়া পুল পেরিয়ে আমরা ডানদিকের পথ ধরলাম। বেশ চওড়া সমতল পথ, নদী ও খেতের মাঝ বরাবর। আগামীদিনে পুলটা ঠিকঠাক চালু হলে, গাড়ি অনেকদূর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। শিউলিবাজার ছাড়িয়ে হয়তো ঘান্দ্রুক পর্যন্ত। এখন বীরেথান্টি পর্যন্ত ছোট গাড়ি চলাচল করে। এখানে মোদিখোলা অনেক চওড়া—কল্লোলিনী। নেপালে নদীকে বলা হয় 'খোলা'। পায়ে-পায়ে বেলা চারটে নাগাদ পৌঁছলাম লোয়ার শিউলিবাজার। আমাদের আজকের চলার এখানেই ইতি। রাতের আশ্রয় জুটল হাংরি আইলজের ছোট্ট কুটিরে। জায়গাটা একদম নদীর কিনারা বরাবর, শান্ত, নিরিবিলি। মোদিখোলার নেশা-ধরানো সঙ্গীত ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। রাতের খাওয়া সেরে নদীর গান শুনতে শুনতে দু'চোখের পাতা এক হয়ে এল।

১৮ অক্টোবর ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। দরজা খুলে অবাক হওয়ার পালা। মোদিখোলার নদীখাত বরাবর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অন্নপূর্ণা সাউথ, হিউন চুল্লি ও মচ্ছপুচ্ছারে শৃঙ্গ। প্রথম উষালোকে ঝকঝক করছে সেইসব তুষার মুকুট। এই পথে এটাই বিরাট পাওনা। সেই পোখরা বাসস্ট্যান্ড থেকেই দেখা যায় অন্নপূর্ণা রেঞ্জের অনেক শৃঙ্গমালা, এবং তা পাশে পাশেই চলে একদম শেষ পর্যন্ত। ক্যামেরা হাতে নেমে পড়লাম একদম নদীর কিনারায়। একটু পরে চা-বিস্কুট খেয়ে, পিঠে ব্যাগ তুলে পথে নামি দ্বিতীয় দিনের পদযাত্রায়। আজ খুব পরিশ্রমের দিন। পুরো পথটাই চড়াই। এখন ঘড়িতে সকাল ৭টা ১০ মিনিট। কয়েকটা লম্বা লম্বা ঝরনা পেরিয়ে শিউলিবাজারের ঘরবাড়ি পিছনে ফেলে, ঘণ্টা তিনেকে এসে পৌঁছলাম কিমচে। পুরো পথটাই সবুজ জঙ্গল আর পাহাড়, আর আছে উপত্যকা জুড়ে সবুজ ধাপচাষের খেত। তার মাঝখান দিয়ে পায়ে-চলা পথ। কোথাও কোথাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পাহাড়ের ঢালে শ্লেট পাথরের ঢালু চালের ঘরবাড়ি। সবুজেরও কত বৈচিত্র্য! কিমচেতে খানিক বিশ্রাম নিয়ে আহারপর্ব সেরে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করি ঘান্দ্রুকের পথে। বেলা বারোটা নাগাদ হাঁফাতে হাঁফাতে এসে গেলাম ঘান্দ্রুক গ্রামে। গ্রামে ঢোকার মুখে পাথরের তৈরি ছোট্ট একটা তোরণ। তারই একটু আগে যে পথটা ফেদি থেকে লান্দ্রুক হয়ে এই ঘান্দ্রুকে এসে মিশেছে, দেখা যাচ্ছে তা। দেখে বুক শুকিয়ে যায়। কী ভীষণ চড়াই সে পথ! অনেক দূরে নীচে দেখা যাচ্ছে লান্দ্রুক গ্রামের ঘরবাড়ি। বেশ বড় গ্রাম। ঘান্দ্রুক গ্রামটাও বেশ বড়। এপথের সবচেয়ে

> নীচের দিকে তাকালে ভয়ে বুক হিম হয়ে যায়। তুষার ফাটলগুলো যেন হাঁ করে গিলতে আসছে। সেই ক্রিভাসের ছবি তুলতে তুলতে ক্যামেরা জুম করতে নজরে আসে একদল মানুষ পিঠে বোঝা নিয়ে সেই ফুটিফাটা হিমবাহ পেরিয়ে চলেছেন। এমনভাবে বরফ আর পাথরের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে মিশে গিয়েছে যে, খালি চোখে নজরেই আসে না। হয়তো কোনও অভিযাত্রী দল।

গরমে আমরা ফুল বিক্রি করি
শীতে করি বরফ

Endeavour TOURS

Authorised booking Agent of Sikkim Govt. Hotel

'সিকিম নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন সিকিম পর্যটনের প্রাক্তন অফিসার শ্যামলকুমার ভৌমিক। তাঁর সংস্থা 'এন্ডেভার ট্যুরস' সিকিম স্পেশ্যালিস্ট'

NORTH SIKKIM PACKAGES

1N /2 Days (Yumthang) - 1500/- per head.
2N /3 Days (Yumthang, G-Dongmar) - 3000/- per head.
3N /4 Days Available for exclusive package only.

Hotel & Resort of Sikkim

Gangtok	600/-	7000/-
Ravangla	600/-	2500/-
Pelling	600/-	5000/-
Rumtek	1800/-	3500/-
Borong	1000/-	3200/-
Namchi	800/-	3900/-
Biksthang	1600/-	2500/-
Rinchenpong	800/-	1500/-
Kaluk-Hotel	600/-	1500/-
Kaluk-Resort	1200/-	3500/-
Hee	1200/-	1500/-
Bermiok	800/-	1800/-
Chayataal	1000/-	1500/-
Uttarey	800/-	2500/-
Yoksom	1150/-	2500/-
Okhrey	550/-	1200/-
Versay	770/-	2200/-

BHUTAN Phuntsholing, Thimpu, Paro, Punakha
ANDHRA Vizag, Araku, Hyderabad
ORISSA Puri, Bhubaneshwar
WEST BENGAL Darjeeling, Kalimpong, Lava, Lolegaon, Rishyap, Dooars
Weekend Tours Mandarmoni, Bakkhali, Sundarban, Digha, Sankarpur, Tajpur.
Contact for: Family Packages, Transport, Sikkim Silk Route Tour.

Contact:
TAAB Member TAAB

S. K. Bhaumik
Swati Bhaumik
1, Indra Roy Road, Bhawanipur
Opp. Indira Cinema, Kol-700 025.
Ph: (033) 2486-0583, 98364 64632
98311 07246, 98303 06159
Email: endeavourtour@yahoo.co.in
Website: www.endeavourtour.net

উল্লেখযোগ্য তিনটি গ্রাম-লান্দ্রুক, ঘান্দ্রুক ও ছোমরং। এর মধ্যে ছোমরং বেশ সাজানো-গোছানো। স্কুল, দোকান, বাজার, হোটেল সবই আছে। ঘান্দ্রুকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার পথে নামা কিমরং দাঁড়া বা কিমরং ডাণ্ডার উদ্দেশে। ঘান্দ্রুক পেরিয়ে একটা লম্বা তারের ঝোলা পুল পেরিয়ে, অনেক চড়াই-উতরাই ভেঙে বেলা তিনটেয় পৌঁছলাম কিমরং দাঁড়ায়। আজকের রাতের আস্তানা অন্নপূর্ণা ভিউ লজের দোতলার ছোট তিনটি ঘরে।

১৯ তারিখ কিমরং দাঁড়ার সকাল মন ভরিয়ে দিল। উত্তর-পূর্বদিক জুড়ে মাথা উঁচু করে নেপাল হিমালয়ের রথী-মহারথীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। চা-বিস্কুট খেয়ে পথে নামলাম সকাল সাড়ে সাতটায়। আমাদের হাঁটাপথের আজ তৃতীয় দিন। প্রথমে লজের পাশ দিয়ে সরু পায়ে-চলা জঙ্গলে পথ ধরে নেমে এলাম দুই পাহাড়ের সংযোগস্থলে। একটা ঝরনা টপকে চলে এলাম অন্য পাহাড়ের গায়ে। শুরু হল চড়াই ভাঙা ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে, বসে জঙ্গলের মধ্যে আধ ঘণ্টার আহারপর্ব সেরে, বেলা দশটা নাগাদ ঘুরজুং গ্রামের একটা বাড়ির সামনে সাইনবোর্ডে 'গ্রিন ভিউ লজ' লেখা দেখে থামা হল। সাইনবোর্ড ছাড়া লজের আর বিশেষ কোনও বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ল না। আসলে এপথে গ্রামবাসীরা নিজেদের বাড়িগুলিকেই লজ বানিয়ে রেখেছে ট্রেকারদের জন্য। নিজেদের ব্যবহারের জন্য দু-একটা ঘর রেখে দিয়ে বাকি ঘরগুলিকে যথাসম্ভব সাজিয়ে-গুছিয়ে আরামদায়ক করে রাখা হয়েছে। চা খেতে খেতে লক্ষ করি মাটির লম্বা সরু বারান্দায় নিজেদের হাতে তৈরি বাঁশ ও বেতের দোলনায় দোল খাচ্ছে ছোট্ট শিশু। সবে হাঁটতে শেখা আরও দুটো ছেলেমেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সামনের একচিলতে উঠোনে। মাথায় না-আঁচড়ানো জট পড়া চুল, তাতে আবার ফিতে দিয়ে ফুল করা। দারিদ্রের চিহ্ন সর্বত্র, তবু মুখে হাসি লেগে আছে। মাঝবয়সের এক প্রৌঢ় এসে আলাপ জমায়। সম্ভবত বাচ্চাগুলির দাদু। গর্বের সঙ্গে বলতে থাকে অতীতে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তার যোগদানের কাহিনী। মাথায় শনের মতো জটপড়া সাদাচুলের এক বৃদ্ধা হাত নেড়ে, নানা মুখভঙ্গি করে কী সব অভিযোগ জানায়। আরেক মাঝবয়েসি শক্তসমর্থ মহিলা পিঠে এক শিশুকে বেঁধে নিয়ে এগিয়ে যায় ছোমরং-এর পথে। বাক্য বিনিময় হয় বৃদ্ধা ও মহিলার মধ্যে নিজেদের ভাষায়। এইসব খণ্ডচিত্র মনে গেঁথে নিয়ে বেলা বারোটায় এসে গেলাম ছোমরং। ছোমরং বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। অনেক ঘরবাড়ি, হোটেল, সাইবার কাফে, দোকান, স্কুল সবই আছে। বেশ সাজানো-গোছানো, কেক, প্যাস্ট্রি ও কোল্ড ড্রিংকসের দোকানও মজুত। তিব্বতি হস্তশিল্প যেমন— মুখোশ, পাথরের গহনা, থাংকা, মনিচক্র ইত্যাদিও মজুত সেইসব বিপণিতে। ছোমরংয়ের প্রতিটি হোটেল, ঘরবাড়ি, দোকানের সামনে রঙিন নানা ফুলের বাগান। কোথাও টবে, কোথাও মাটিতে। আর শুধু ছোমরংই বা বলি কেন, এপথের সমস্ত ঘরবাড়ির সামনেই রঙিন ফুলের সমাহার। সেইসব ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে দেখা না-দেখা প্রজাপতির দল।

ছোমরংয়ের পর নামতে থাকি কয়েক হাজার পাথর বাঁধানো সিঁড়ি। নামছি তো নামছিই, যেন পাতালের পথ। নদী পর্যন্ত নেমে নদী পেরিয়ে একইভাবে শুরু হল স্বর্গের সিঁড়ি ভাঙা। এপথে বড় সিঁড়ি ভাঙতে হয়। হাঁটু খুলে যাওয়ার জোগাড়। এইভাবে হাজার হাজার সিঁড়ি ভেঙে নদী, জঙ্গল পেরিয়ে বেলা তিনটেয় এসে পৌঁছই সিনুয়ায়। আজকের চলার পথে ছেদ পড়ে। রাতের আশ্রয় জোটে লোয়ার সিনুয়ার হোটেল হিমালে।

২০ তারিখ সকালে আমরা পথে নামলাম আটটায়। লোয়ার সিনুয়া থেকে ৪৫ মিনিটে উঠে এলাম সিনুয়াটপে। সিনুয়াটপ থেকে মচ্ছপুছারে শৃঙ্গ আরও কাছে। বাম্বু এসে গেলাম বেলা সাড়ে দশটায়। এ অঞ্চলের অনেক মাইল জুড়ে ঘন কাঁটাবাঁশের জঙ্গল। সেই বাঁশের জঙ্গল ভেদ করেই শুঁড়িপথ। পথে নদী, ঝরনা সবসময়ের সঙ্গী। হয়তো বাঁশের জঙ্গলের কারণেই এই জায়গার নাম বাম্বু। বাম্বুতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, আলুসেদ্ধ আর কফি খেয়ে আবার পথে নামা এবং বেলা একটায় পৌঁছলাম দোভান। দোভানের হোটেলের পাশের পাহাড়টা থেকে একটা ঝরনা রুপোলি জরির ধারা হয়ে গড়িয়ে নামছে অনেক নীচে মোদিখোলার খাদে। দোভান থেকে বেরনোর পরই হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে শুরু হল। আস্তে আস্তে মেঘ জমতে শুরু করল নীল আকাশের বুকে। একটু পরেই শুরু হল টিপটিপ বৃষ্টি ও সাবুদানার মতো বরফ পড়া। উইন্ডচিটারে মাথা ঢেকে বৃষ্টির মধ্যেই বেলা তিনটেয় হোটেলে এলাম। সন্ধে থেকে সারারাত টিপটিপ করে বৃষ্টি হয়েই চলল। আমাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ— পাহাড়ে আবহাওয়া খারাপ হলে কী পরিমাণ দুর্ভোগ হয় তা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে হাড়ে হাড়ে শিক্ষা পেয়েছি। যাই হোক, সব অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে, এইরকম মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে, খাওয়াদাওয়া সেরে শুতে গেলাম।

২১ অক্টোবর ঘুম ভেঙে দেখি আকাশের মুখ গোমড়া। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে সকাল আটটায় হোটেল ছেড়ে পথে নামলাম। জলকাদায় পা হড়কাচ্ছে, সাবধানে পথ চলতে হচ্ছে। ধীর পায়ে বেলা ৯টা ৪৫ মিনিটে এসে পৌঁছলাম দেউরালির সাংগ্রিলা গেস্ট হাউসে। দেউরালি জায়গাটা একটা পাহাড়ের ঢালে। নীচে থেকে পরপর ধাপে ধাপে উঁচুতে হোটেল ও লজগুলোর অবস্থান। এই সাংগ্রিলা গেস্ট হাউসটা একদম ওপরে। এখানে প্রায় ১ ঘণ্টার মতো বিশ্রামের ফাঁকে চা-মুড়ি-চানাচুর সহযোগে টিফিন হল। এদিকে আবহাওয়ারও উন্নতি হতে লাগল আস্তে আস্তে। আমাদের উদ্দীপনাও দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আবার পথে নামলাম। গাছের পাতায় ছোট ছোট জলকণা জমে তার ওপর সকালের রোদ পড়ে হীরের দ্যুতি ঠিকরোচ্ছে। আজকের হাঁটা কম, তাই প্রকৃতিকে উপভোগ করতে করতে দুলকি চালে হাঁটছি, থামছি, ছবি তুলছি। বেলা একটা নাগাদ এম বি সি অর্থাৎ মচ্ছপুছারে বেসক্যাম্পে এসে পৌঁছলাম হাঁফাতে হাঁফাতে। কারণ শেষটায় বেশ লম্বা খাড়া চড়াই। এখানে বড় গাছ খুব একটা নেই। পাহাড়ের গায়ে পাথরের ফাটলে গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। অক্সিজেনের স্বল্পতাও অনুভূত হচ্ছে। অনেক আগে থেকেই মোদিখোলাও ক্ষীণতনু হয়ে গিয়েছে। বিশাল সরীসৃপের মতো এঁকেবেঁকে নেমে গিয়েছে নীচে। আজ এই এম বি সি-তেই চলার ইতি। সময় যা ছিল তাতে হয়তো অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প পর্যন্ত চলে যাওয়া যেত। কিন্তু ওখানে হোটেল ও লজের সংখ্যা কম। এবং সাহেব-মেমদের উপস্থিতিও বেশি। আর ডলারের কল্যাণে হোটেল মালিকদের সাদা চামড়ার প্রতি প্রীতিও বেশি। তাই গাইড আইটমের পরামর্শে এখানেই রাত্রিবাসের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে আবার গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ওষুধের দানার মতো বরফ পড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। সামনে উত্তর-পূর্ব দিকে দেখা যাচ্ছে মচ্ছপুছারে হিমবাহের সাদা বরফের বিস্তীর্ণ ঢাল। ঠান্ডা হাওয়া হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে। আমরা এখন প্রায় ১২,০০০ ফুটের ওপরে। হাওয়ার দাপটে বাইরে বেশিক্ষণ থাকা গেল না। ঘরের মধ্যেটা বেশ আরামদায়ক। অনেক বেলাবেলি পৌঁছে যাওয়াতে ঘরের মধ্যে চা ও নিমকি সহযোগে জমে গেল বৈকালিক আড্ডা।

২২ অক্টোবর আমাদের পদযাত্রার ষষ্ঠদিনে ঘুম ভাঙল ভোর পাঁচটায়। তৈরি হয়ে সকলে পথে নামলাম ৫টা ৪৫ মিনিটে। আজই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যের পথে এগিয়ে চলা। প্রচণ্ড হাওয়ার দাপটে জবুথবু হয়ে পথ চলছি। ভেতরে উলিকট, তার ওপর উইন্ডচিটার। তারপর মোটা জ্যাকেট, হাতে উলেন গ্লাভস। তাও ঠান্ডায় হাত ও পায়ের আঙুলগুলো জ্বালা করছে। ক্যামেরার শাটার টেপা যাচ্ছে না। হাত কেঁপে যাচ্ছে। গত রাতে প্রচুর বরফ পড়েছে।

সমস্ত রাস্তাটাই বোল্ডারের ওপর বরফ মাড়িয়ে পথ চলতে হচ্ছে। পা হড়কাচ্ছে। একটু অসাবধান হলেই পা হড়কে আছাড় খাওয়ার ভয়। নদীর জলের ওপর স্বচ্ছ বরফের আস্তরণ। তলা দিয়ে কুলকুল করে জল বয়ে চলেছে। প্রথমে বেশ কিছুটা চলার পর একটা হাম্প পেরিয়ে উঁচু জায়গাটায় আসতেই, দিনমণি উদয় হলেন স্ব-মহিমায়। অন্নপূর্ণা সাউথের মাথায় কেউ যেন গলানো সোনা ঢেলে দিচ্ছে। সে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করি সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তকে। ক্যামেরাবন্দি করি সেই স্বর্গীয় ছবি। এবার অনেকটা খোলা ময়দানের ওপর দিয়ে পথচলা। যত সামনের দিকে এগোচ্ছি, বরফের প্রাচুর্যও ততই বেড়ে চলেছে। পথের ডানপাশে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে হাতখানেকের মতো শুকনো সরু সরু গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের মাথায় তুলোর মতো ফুল ফুটে আছে। অবশেষে বেলা ৭টা ৪৫ মিনিটে এসে পৌঁছলাম অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্পের দ্বারপ্রান্তে। কাঠের দুটো খুঁটির মাথায় ইংরিজি সাইনবোর্ডে জায়গাটার সীমানা নির্দেশ করে লেখা আছে। এখান থেকে একটু ওপরে বেসক্যাম্পের হোটেল ও লজগুলো। সেই লজের টিনের চালে বরফ, সামনের অঙ্গনে বরফ। চাল থেকে বরফ চুঁইয়ে জল ঝরে পড়ছে টপটপ করে। সামনেই ৩৬০ ডিগ্রি দিগন্তব্যাপী বরফ-প্রাচীর, অন্নপূর্ণা রেঞ্জের সব রথী-মহারথীরা। আমরা এসে পৌঁছলাম হিমবাহের জিরো পয়েন্টে। একটু উঁচুতে একটা ঢিবিমতো রিজের মাথায় পূজাপাঠের স্থান। রঙিন বৌদ্ধ পতাকা উড়ছে হাওয়ায়। এক পাথরের মাথা থেকে লম্বা চেনের মতো করে লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, সাদা পতাকা অন্য পাথরের মাথায় বাঁধা। আমরা উঠে এলাম রিজের মাথায়। রিজের ঢাল শুরু হয়ে নেমে গিয়েছে অনেক নীচে হিমবাহের ফুটিফাটা অঞ্চলে। বিস্তৃতি কয়েক কিলোমিটার। নীচের দিকে তাকালে ভয়ে বুক হিম হয়ে যায়। তুষার ফাটলগুলো যেন হাঁ করে গিলতে আসছে। সেই ক্রিভাসের ছবি তুলতে তুলতে ক্যামেরা জুম করতে নজরে আসে একদল মানুষ পিঠে বোঝা নিয়ে সেই ফুটিফাটা হিমবাহ পেরিয়ে চলেছেন। তারা এমনভাবে বরফ আর পাথরের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে মিশে গিয়েছে যে, খালি চোখে নজরেই আসে না। হয়তো কোনও অভিযাত্রী দল। উঁচু ঢিবির মতো জায়গাটায় প্রার্থনা পতাকা বাঁধা। সেখানে পুজো দেওয়া হল মা অন্নপূর্ণা ও দেবাদিদেবের উদ্দেশে। বিস্কুট, কাজু, কিসমিস ও নারকেল নাড়ু দিয়ে। সমবেত জয়ধ্বনি দেওয়া হল মা অন্নপূর্ণা ও কৈলাসপতি মহাদেবের নামে। দলবদ্ধভাবে ছবি তোলা হল অনেক। এখান থেকে দেখা যায়, অন্নপূর্ণা সাউথ, হিউনচুল্লি, অন্নপূর্ণা দুই, তিন, চার, গঙ্গাপূর্ণা, মাচ্ছপুছারে। এছাড়াও অনেক জানা-অজানা শৃঙ্গ। এ যেন শৃঙ্গমালার চাঁদের হাট। অনেকটা সময় এখানে কাটিয়ে নেমে এলাম বেসক্যাম্পের হোটেলে। জলযোগ সারা হল ইয়াকের চিজ দিয়ে আলুসেদ্ধ ও চা সহযোগে। এবার ফেরার পালা, একরাশ স্মৃতি মনে নিয়ে, বেলা সাড়ে দশটায় এম বি সি এবং দুপুর বারোটার মধ্যে দেউরালি। আজকের রাতের আস্তানা দেউরালির সাংগ্রিলা গেস্টহাউস।

২৩ অক্টোবর একরাত সিনুয়ার হিলটপ লজে কাটিয়ে, ২৪ অক্টোবর সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যেই নেমে এলাম ছোমরং। এবার এই ছোমরং থেকে আমরা নীচে বাঁদিকে ঝিনুদাঁড়ার পথ ধরি। ডানহাতি যে পথে উঠে এসেছিলাম ঘান্দ্রুক হয়ে, সে পথ ছেড়ে দিই। এই ঝিনুদাঁড়ার পথটা খাড়া সিঁড়ি, নেমে গিয়েছে কয়েক কিলোমিটার। ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে গ্রামের ঘরবাড়ি ও হোটেলের টিনের চাল। কিন্তু পথ যেন আর শেষ হতে চায় না। একটা ধসের এলাকা পা হড়কে হড়কে নেমে, ঝিনু, নিউ ব্রিজ হয়ে কিউমি গ্রামে এসে পৌঁছলাম বেলা তিনটেয়। সুন্দর সবুজে মোড়া মোদিখোলার তীরে শান্ত কিউমি গ্রাম। ততোধিক আন্তরিক এই কিউমি গ্রামের অধিবাসীরা। আজকের রাতের আশ্রয় কিউমির বি-হাইভ লজে। এই হোটেলের পালিশ করা বাঁশের দেওয়ালে সত্যিই একটা বড়সড় মৌচাক টাঙানো। হোটেলের নামটা আক্ষরিক অর্থেই সার্থক।

২৫ অক্টোবর কিউমি গ্রামকে বিদায় জানিয়ে সকাল সাতটায় আবার চলা শুরু। চলতি পথের ধারে দেখি গ্রামের একটি লোক, একটা কাঠের তৈরি অদ্ভুত পেষাইযন্ত্রে বালতি ভরে মুসুম্বি লেবুর মতো দেখতে একপ্রকার লেবুর খোসাসমেত রস বার করছেন। টাটকা লেবুর গন্ধে ম-ম করছে চারদিক। মোদিখোলার তীর ধরে, ধাপচাষের খেত ছুঁয়ে, নির্মল প্রকৃতির গন্ধ নিতে নিতে, পায়ে পায়ে বেলা সাড়ে ন'টায় শিউলিবাজার হয়ে, বেলা এগারোটায় বীরেথান্টি। এখান থেকে একটা টাটা সুমোয় চড়ে, একই পথে নয়াপুল হয়ে বেলা একটায় সেই পোখরার হোটেল ইউনাইটেডে। ততক্ষণে পোখরা দীপাবলি ও ভাইটীকা উৎসবে মাতোয়ারা। হোটেলে হোটেলে ঘুরে ফিরে স্থানীয় যুবক-যুবতীদের নাচ-গান যেমন আছে এ উৎসবে, তেমনি সন্ধ্যায় গিটার, ড্রামসেট বাজিয়ে পপগানের আসরও বসে গিয়েছে মোড়ে মোড়ে। আর রয়েছে দোকানগুলোর সামনের ফুটপাতে রঙিন আলপনা, মোমবাতির আলোকমালা। অন্নপূর্ণার এই পদযাত্রায় প্রকৃতি আর মানুষের উৎসব আমাদের মন ভরিয়ে দিল।

Teetas Holidays

Global Business Hub Room No.-113
7A, Rani Rashmoni Road, Kol-13.
(Near Joti Cinema Hall)
e-mail: teetasholidays12@gmail.com
Ph No.-(033) 3376 0197, Mob: 90511 72482

Package tour, Hotel booking, Office conference, Educational tour, One day picnic, Tailor made Package, Event management, Train ticket-Air-Bus tickets booking.

শীতের প্যাকেজ

- ☐ Vizag-Araku-Hyderabad- 4/11, 23/12
- ☐ Rajasthan- 24/11, 22/12
- ☐ Nepal- 3/11
- ☐ Arunachal Pradesh- 3/11
- ☐ Goa- 22/12, 29/12
- ☐ Mumbai-Goa-22/12, 29/12

হোটেল বুকিং

পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, সিমলা, মানালি, দিল্লি, আগ্রা, হরিদ্বার, মুসৌরি, কাশ্মীর, রাজস্থান, মুম্বই, গোয়া, কেরালা, ভাইজ্যাগ, আরাকু, হায়দ্রাবাদ।

Weekend Package

পুরী, ডুয়ার্স, ভুটান, সিল্ক রুট, দার্জিলিং, গ্যাংটক, দিঘা, মন্দারমণি, মুর্শিদাবাদ, শান্তিনিকেতন, আন্দামান।

দেখবো এবার জগৎটাকে

২৩এ, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯
Ph: 22192253 / 9433456266 / 9831809491
E-mail: dekhbo.ebar.jagat.taake@gmail.com

Hotel Booking

সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, সাংলা, সারাহান, কল্পা, নৈনিতাল, কৌশানি, আলমোড়া, চৌকরি, মুন্সিয়ারি, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, তাওয়াং, দিরাং, বমডিলা, ডুয়ার্স, শ্রীনগর, পহেলগাঁও, সিকিম, ভুটান, নেপাল, রাজস্থান, ভাইজ্যাগ ইত্যাদি।

শীতের প্যাকেজ

- মধ্যপ্রদেশ-1/12
- হায়দ্রাবাদ-16/12
- গুজরাট-25/12

Short Holiday Package

- অমরকন্টক-26/11, 21/12
- তাড়োবা-26/11, 21/12
- ভিতরকণিকা-26/11, 21/12

Puja Parikrama

- ★ সপ্তমী-বনেদি বাড়ির পূজা
- ★ অষ্টমী-বাংলার পূজা
- ★ নবমী-গুপ্তিপাড়া, কালনা ও বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট

(A.C. Coach with Breakfast, Lunch & Eve. snacks)
Pick up & Drop - Shyambazar 5 Points & Golpark R.K. Mission)

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনী

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

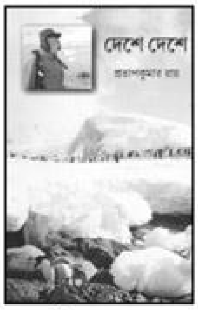

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা। ₹৭৫

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹১৫০

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।
সঙ্গে রঙিন ছবি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত।
দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।
₹১৫০

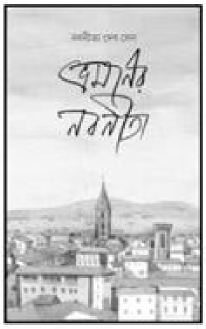

ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

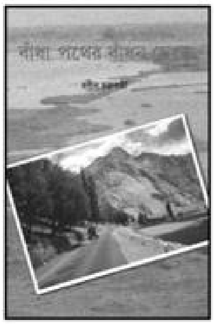

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।
₹৬০

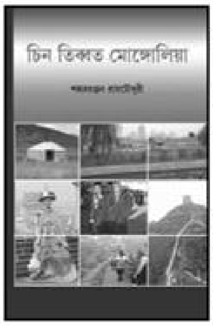

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া—ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। ₹৬০

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

একনজরে ছয় ভ্রমণ

✓গাদিয়াড়া ✓দেউল পার্ক ✓তিলাইয়া ✓শীতলাখেত ✓হর্সলে হিলস ✓জুনপুট

	গাদিয়াড়া	দেউল পার্ক	তিলাইয়া
কেন যাবেন	হুগলি, রূপনারায়ণ ও দামোদরের সঙ্গমে এক মনোরম পর্যটন কেন্দ্র গাদিয়াড়া। রূপনারায়ণ ও দামোদর নদের মিলনে এখানে হুগলি নদীর জলরাশি দিগন্তবিস্তৃত। এখান থেকে দেখা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অপরূপ শোভা অনেকদিন মনে থাকবে। সপ্তাহশেষের অবকাশযাপনের ফাঁকে বেরিয়ে নিতে পারেন ক্লাইভের দুর্গ এবং লাইটহাউসটি। গাদিয়াড়া থেকে লঞ্চে বেরিয়ে নিন নূরপুর, গেঁওখালি।	বর্ধমান জেলার দেউল পার্ক। স্থানীয় লোকেদের কাছে ইছাই ঘোষের দেউল নামে পরিচিত। এখানে রয়েছে বহু প্রাচীন একটি মন্দির। একপাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে অজয় নদ। দেউল থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে কেন্দুলি গ্রাম। এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 'গীতগোবিন্দ' রচয়িতা কবি জয়দেব। এখানকার রাধাগোবিন্দ মন্দিরটি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে। প্রতিবছর এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে পৌষ সংক্রান্তিতে এখানে অনুষ্ঠিত হয় জয়দেবের মেলা।	ঝাড়খণ্ড রাজ্যের কোডারমা জেলার স্নিগ্ধ, সুন্দর গন্তব্য তিলাইয়া। বরাকর নদে বাঁধ দিয়ে তৈরি হয়েছে জলাশয়। শান্ত পরিবেশে কানে আসে শুধু পাখির কূজন। ইচ্ছে হলে নদের বুকে ভেসে বেড়ান। অনতিদূরে আছে নেহরু দ্বীপ।
কীভাবে যাবেন	কলকাতা থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরের গাদিয়াড়া যেতে হলে হাওড়া থেকে ট্রেনে বাগনান পৌঁছে, সেখান থেকে শ্যামপুর হয়ে গাদিয়াড়া চলে আসতে পারেন। এপথে অটো বা শেয়ার ট্যাক্সিও পেয়ে যাবেন। ধর্মতলা বা হাওড়া থেকে প্রচুর বাসও আসছে গাদিয়াড়া। আবার বাসে নূরপুর গিয়ে সেখান থেকে লঞ্চেও চলে আসা যায় গাদিয়াড়া।	দেউল পার্কের নিকটতম রেলস্টেশন পানাগড়, দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার। হাওড়া, শিয়ালদা বা কলকাতা টার্মিনাল থেকে পানাগড় যায় ১৩০৫১ হুল এক্সপ্রেস, ১৩৩১৭ ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস, ১৩১৫১ জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস, ১৩০০৭ তুফান এক্সপ্রেস, ১৩০৪৯ অমৃতসর এক্সপ্রেস, ১২৩৩৯ কোলফিল্ড এক্সপ্রেস, ১২৩৪১ অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস ছাড়াও নানা ট্রেন। গাড়িতে এলে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে প্রথমে পৌঁছতে হবে পানাগড়-দার্জিলিং মোড়। এখান থেকে ডানহাতে ধরতে হবে ইলামবাজার অভিমুখী রাস্তা। ১৯ কিলোমিটার দূরে ১১ মাইল থেকে বাঁহাতি রাস্তা ধরতে হবে। এখান থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে দেউল পার্ক। পানাগড় স্টেশন থেকে দেউল পার্ক পর্যন্ত গাড়িভাড়া পড়বে ৬০০ টাকা।	ট্রেনে হাওড়া থেকে কোডারমার দূরত্ব ১৩৮২ কিলোমিটার। হাওড়া থেকে আসুন ১২৩৮১ পূর্বা এক্সপ্রেস (বুধ, বৃহস্পতি, রবি), ১২৩২১ মুম্বই মেল, ১২৩১১ কালকা মেল ধরে। কলকাতা টার্মিনাল থেকে ধরতে পারেন ১৩১৫১ জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস। নামতে হবে কোডারমা স্টেশনে। এখান থেকে তিলাইয়ার দূরত্ব ১৬ কিলোমিটার।
কোথায় থাকবেন	থাকার জন্য রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের 'রূপনারায়ণ ট্যুরিস্ট লজ' (☎২৬৩১২৫) নন-এ সি ঘরের ভাড়া ৬৩০ টাকা। এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯০০ টাকা। প্রাইভেট হোটেল: নিউ চলন্তিকা ট্যুরিস্ট লজ (☎৯৭৪৮১-১৪৬৬৭) নন-এ সি ঘরের ভাড়া ৪০০-৮০০ টাকা, এ সি ঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা। গাদিয়াড়া লজ অ্যান্ড রিসর্ট (☎২৬৩১০৬) নন-এ সি ঘরের ভাড়া ৪০০-৬০০ টাকা। এ সি ঘরের ভাড়া ১,০০০ টাকা।	দেউল পার্কে রয়েছে একটি রিসর্ট। সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা, এ সি কটেজের ভাড়া ১,২০০ টাকা, ছয়শয্যার ডর্মিটরির ভাড়া ২,০০০ টাকা, পাঁচশয্যার ডর্মিটরি ভাড়া ১,০০০ টাকা।	ঝাড়খন্ড ট্যুরিজমের উর্বান ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স, নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৩৫০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা (ট্যাক্স অতিরিক্ত)। এছাড়াও এখানে ডি ভি সি-র গেস্টহাউস রয়েছে। বর্তমানে মেরামতির কাজ চলছে।
জরুরি ঠিকানা	পর্যটন উন্নয়ন নিগমের ট্যুরিস্ট লজ বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: রূপনারায়ণ ট্যুরিস্ট লজ দক্ষিণ শিবপুর, গাদিয়াড়া হাওড়া-৭১১ ৩১৪ গাদিয়াড়ার এস টি ডি কোড: ০৩২১৪	বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ: এক্সিম ইন্ডিয়া কৃষি বিকাশ লিমিটেড ☎(০৩৩) ২৪২৯-৮৫৯২, ৯৩৩১১-৩৫৩৩৬	বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ: ঝাড়খন্ড পর্যটন উষাকিরণ বিল্ডিং ১২ এ, ক্যামাক স্ট্রিট, ফ্ল্যাট নং-৮ বি কলকাতা-৭০০ ০১৭ ☎২২৮২-০৬০১

	শীতলাখেত	হর্সলে হিলস	জুনপুট
কেন যাবেন	কুমায়ুনের একটি ছোট্ট শান্ত পাহাড়ি জনপদ শীতলাখেত। উচ্চতা ১৮২৯ মিটার। এখান থেকে হিমালয়ের শোভা অসাধারণ। আকাশ পরিষ্কার থাকলে দেখতে পারেন ত্রিশূল, নন্দাদেবী, চৌখাম্বা সহ অন্যান্য গিরিশিখর। পাহাড়ের ঢালে ধাপে ধাপে নেমে গিয়েছে আপেল, নাসপাতি আর খোবানির বাগান। কোলাহলহীন নির্জন পরিবেশে চির-পাইনের বনের ভেতর দিয়ে পথ চলার আনন্দই আলাদা।	অন্ধ্রপ্রদেশের শৈলাবাস হর্সলে হিলস। সারাবছর এখানে আসা যেতে পারে। তবে সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ এখানকার আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম। এখানে আছে পলাশ, দেবদারু, সেগুন, আম, ইউক্যালিপটাস ছাড়াও বহু গাছ। পাহাড়ের ওপর থেকে চারদিকের দৃশ্যাবলি মনোমুগ্ধকর। দেখে আসা যায় ঋষিকোন্ডা পাহাড়। ঢেউ খেলানো সবুজ প্রকৃতি নজর কাড়বে। হর্সলে হিলসে আসার পথটি জ্যাকারান্ডা, আলামান্ডা, গুলমোহর গাছে ভরা।	জুনপুটের শান্ত সমুদ্রের তীরে ঝাউবনের সারি। ঘুরে দেখতে পারেন মৎস্য দপ্তরের সংগ্রহশালা। কিছুদূরে দরিয়াপুরে আছে একটি বাতিঘর ও কপালকুণ্ডলা মন্দির। কাছেই দেখা যায় রসুলপুর নদী ও সাগরের সঙ্গমস্থল।
কীভাবে যাবেন	হাওড়া থেকে ট্রেনে প্রথমে কাঠগোদাম পৌঁছন। কাঠগোদাম থেকে রানিখেত ৮০ কিলোমিটার। এপথে বাস বা প্রাইভেট গাড়ি পাবেন। রানিখেত থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে শীতলাখেত। রানিখেত থেকে আলমোড়া যাওয়ার পথে ২২ কিলোমিটার দূরে কাঠপুরিয়া। এখান থেকে ডানদিকের পথ ধরে ১০ কিলোমিটার গেলেই শীতলাখেত।	হর্সলে পাহাড়ে আসা যায় দু'ভাবে। বেঙ্গালুরু বা যশবন্তপুর হয়ে অথবা তিরুপতি হয়ে। হাওড়া থেকে তিরুপতি হয়ে যশবন্তপুর যায় ১২৮৬৩ যশবন্তপুর এক্সপ্রেস। এছাড়া যশবন্তপুর যাওয়ার ভালো ট্রেন ১২২৪৫ দুরন্ত এক্সপ্রেস (মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি, রবি)। হাওড়া থেকে তিরুপতি যায় ১২৮৬৭ পুডুচেরি এক্সপ্রেস (রবি)। সাঁতরাগাছি থেকে তিরুপতি যায় ২২৮৫৫ তিরুপতি এক্সপ্রেস (রবি)। তিরুপতি থেকে হর্সলে হিলসের দূরত্ব ১২৩ কিলোমিটার এবং বেঙ্গালুরু থেকে ১৩৬ কিলোমিটার।	কলকাতা থেকে দিঘাগামী বাসে বা ট্রেনে আসুন কাঁথি। কাঁথি থেকে জুনপুটের দূরত্ব ৯ কিলোমিটার। পৌঁছতে হবে ট্রেকার ধরে। কলকাতা থেকে সড়কপথে সরাসরি জুনপুট ১৪৫ কিলোমিটার পথ।
কোথায় থাকবেন	কুমায়ুন মন্ডল বিকাশ নিগমের ট্যুরিস্ট রেস্টহাউস (☎০৫৯৬২-২৪৪০০৫), ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৩২০ টাকা। দ্বিশয্যার সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৬০০ টাকা। চারশয্যার সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,০০০ টাকা। ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি ১৫০ টাকা (১৬ নভেম্বর থেকে ভাড়া কমবে)।	অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটনের পুণ্যামি হিল রিসর্ট (☎২২৮১-৩৬৭৯), নন-এ সি গভর্নর বাংলোর ভাড়া ১,৮০০ টাকা, ছোট কটেজের ভাড়া ৮০০ টাকা, চারশয্যার কটেজের ভাড়া ১,৬০০ টাকা, ওয়াইল্ড উইন্ড ১,৭০০ টাকা, উইন্ড হল ২,৫০০ টাকা, লুইসপার উইন্ডস ১,৫০০ টাকা, হর্সলে স্যুইটের ভাড়া ৬,০০০ টাকা (সঙ্গে সাউথ ইন্ডিয়ান ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে ট্যাক্স অতিরিক্ত)।	জুনপুট রিসর্ট (☎৯৯৩২৬-৭৭২৫৮/ ৯৮৩১১-৬৭৫৩৭), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫৫০ টাকা এবং এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,০০০ টাকা।
জরুরি ঠিকানা	বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ: কুমায়ুন মন্ডল বিকাশ নিগম ৭/২ সি, চক্রবেড়িয়া রোড (দক্ষিণ) ভবানীপুর, দেশবন্ধু মার্কেটের কাছে কলকাতা- ৭০০ ০২৫ ☎২৪৮৬- ৮২৯৫	বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ: অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটন সিকিম কমার্স হাউস ৪/১, মিডলটন স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০ ০৭১ ☎২২৮১-৩৬৭৯	বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ: পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম ট্যুরিজম সেন্টার ৩/২, বি বা দী বাগ পূর্ব কলকাতা- ৭০০ ০০১ ☎২২৪৩-৭২৬০, ৪৪০১-২৬৫৯

ভ্রমণবার্তা

প্যাকেজ ট্যুর

Itinerary Planner

For Gangtok, Ravangla, Pelling, Rinchenpong, Kaluk, Juluk, Uttarey, Hilley-Versay, North Sikkim, Darjeeling, Kalimpong, Lava, Loleygaon, Rishyap, Dooars, Bhutan, Himachal, Uttarakhand and Kerala-Hotel Booking and Family Package available. Contact: 98303 06159/(033)2486 0583. www.itineraryplanner.net

NORTH EAST TRAVEL

রিশপ, লাভা, লোলেগাঁও, কোলাখাম, রিশি, চারখোল, কালুক, হিবারমিওক, রিনচেনপং, ওখরে, উত্তরে, পেলিং, কানহা, বান্ধবগড়, তাড়োবা, গরুমারা, হলং। ইয়ুমথাং, গ্যাংটক, শিলং, চেরাপুঞ্জি, মাওলিনং। কাজিরাঙা, কল্পা, কিন্নর, মানালি, কাশ্মীর, হানিমুনে কেরল, সিকিম, উত্তরবঙ্গের যে-কোনও জায়গা। হোটেল বুকিং ও প্যাকেজ ট্যুর। যোগাযোগ: ১১ই, ডোভার লেন, কলকাতা-১৯। ফোন: 4004-5082/94745-94446.

স্পা ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

সমগ্র হিমাচল এবং লে-লাদাখ। যাত্রার তারিখ আপনার। নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের। ন্যূনতম ২ জন। Mobile: 94748-00233/97325-45923. E-mail: spatourandtravels@gmail.com

কনকাঞ্জলি ট্যুরিজম

মধ্যপ্রদেশ, নৈনিতাল, হরিদ্বার, দিল্লি, আগ্রা, বেনারস, হিমাচল, কাশ্মীর, গ্যাংটক, ডুয়ার্স, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, চাঁদিপুর, বকখালি, গোপালপুরের সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, আন্দামান ও অরুণাচল হোটেল ও প্যাকেজ। 98304-32868. www.kanakanjalitourism.com, 7, B. B. Ganguly St.

ক্লাসিক ট্যুরিজম

সুকান্ত ভট্টাচার্যের পরিচালনায় নানাবিধ প্যাকেজ ও হোটেল। দঃ ভারত, উঃ ভারত, গোয়া-মহারাষ্ট্র, হিমাচল, কুমায়ুন, নেপাল, মেঘালয়, অরুণাচল, সিকিম, ডুয়ার্স, লে-লাদাখ, অমরনাথ, আন্দামান, সুন্দরবন। Ph: 2227-1850/2725-8860, 94331- 86406. info@classictourism.com

কুমায়ুনে একমাত্র বাঙালি ট্রাভেল এজেন্সি

Nainital (2N), Jaggeswar (1N), Chaukori (1N), Munsiary (2N), Kausani (1N), Covering Almora, Patalbhu-baneswar, Ranikhet, Baijnath, Bagesh-war. Kol to Kol. Train-fare, Fooding, Lodging. All sight seeing. DBR 9,800/- (2 sharing), DBR 8,800 (3 sharing) Child 7,500/- (5 to 10 yrs) Child 2,000/- (2 to 4 yrs). 30/10, 23/12. সমগ্র কুমায়ুনে হোটেল, গাড়ি/বাস ও Corbett সাফারি বুকিং করা হয়। SUNITI TOUR & TRAVELS, AD 287, Rabindra Pally, Kestopur, Kol-101 (M): 98301-10177, 98745-26617. www.sunititravels.com H.O. The Mall, Nainital, 05942-220402, (M) 98972-09933, 94519-45541. web:www.sunititravels.com E-mail: little_sparrow 88@yahoo.com

সুগম ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস

বিকানির সহ রাজস্থান 21/12, 18, 22/1, ভাইজ্যাগ-আরাকু-হায়দ্রাবাদ 21, 24/12, 18, 22/1, মুম্বই, গোয়া 18, 22/1, গুয়াহাটি-শিলং-কাজিরাঙা 21, 24/12, 18, 22/1, দার্জিলিং-গ্যাংটক-পেলিং, ডুয়ার্স 21, 24/12, 18, 22/1, সুন্দরবন 1, 9, 16, 23/12. ১৫৫ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩। (033) 6415-1332, 98740-22606, 98740-22577, 98305-88129. পুরীতে স্বর্গদ্বারে আমাদের নিজস্ব গেস্টহাউস।

প্যাকেজ ট্যুর

ডুয়ার্স

naturecamp travels

গরুমারা, জলদাপাড়া, চিলাপাতা, বক্সা, রায়মাটাং, জয়ন্তী, বিন্দু, ঝালং, রবি-আইল্যান্ড, সামসের সহ সমগ্র ডুয়ার্সে হোটেল, গাড়ি ও প্যাকেজ। গরুমারাতে নিজস্ব রিসর্ট। Call : 98744-39571, 84204-63611.

S S Travel Wings

ডুয়ার্স 17/12, ভাইজ্যাগ, হায়দ্রাবাদ 22/1/2013, রাজস্থান 8/12, কেরালা কন্যাকুমারী সহ 14/11, 22/12, 12/1/2013, উত্তর ভারত 12/12, দঃ ভারত 21/12, গুজরাট 27/12, যে-কোনও দিন গ্যাংটক, পেলিং, ইউমথাং, ছাঙ্গু, সিঙ্করুট, শিলং, চেরাপুঞ্জি, আন্দামান প্যাকেজ। 96740-28866.

শান্তিনিকেতন ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস

সুন্দরবন প্যাকেজ IN/2D@2,500/- 2N/3D@3,500/-. ডিলাক্স প্যাকেজ 2N/3D@ 4,500/-, শর্তাবলী প্রযোজ্য। দার্জিলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, চারখোল, পেডং, বিন্দু, ঝালং, মূর্তি, লাটাগুড়ি সহ ডুয়ার্স। 98305-29628/99030-64928.

New Eye India Travels

রাজস্থান/কেরালা/ বম্বে-গোয়া/ আন্দামান/ ডুয়ার্স নভেম্বর 2012 থেকে মার্চ 2013 পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহের শুক্র ও শনিবার যাত্রা। কমপক্ষে ৮ জন হলে যে-কোনওদিন যে-কোনও প্যাকেজ। 6, C R Avenue, Kol-72, (033) 6459-7052, 97487-56954, 98365-84017, 99034-16136.

SYLVAN TOURS & TRAVELS

হোটেল /প্যাকেজ /গাড়ি বুকিং: দিঘা, পুরী, দার্জিলিং, সিকিম, কাশ্মীর, হিমাচল, রাজস্থান, কুমায়ুন /গাড়োয়াল, নেপাল, দঃ ভারত, কেরালা, ভাইজ্যাগ, হায়দ্রাবাদ, মুম্বই-গোয়া। বুকিং: 98301-56212/ 94334-09706.

পরিযায়ী ট্যুরস এন ট্রাভেলস

ভাইজ্যাগ-আরাকু, ভুটান, মধ্যপ্রদেশ, উঃ ভারত, কাশ্মীর, হিমাচল, সিকিম, রাজস্থান, দার্জিলিং-টেলরমেড প্যাকেজ, সুন্দরবন (every weekend) রিশপ। 60, Chowringee Rd, 4th Floor, Kol-20. (033) 3262-5588, 99036-93756, 84201-96053. web: parijayeetnt.com

কাশ্মীর মাত্র ১১৫০ টাকা

সিমলা, মানালি, কিন্নর, কল্পা, শিলং, গুয়াহাটি, কাজিরাঙা, সমগ্র ডুয়ার্স, মুন্নার, থেকাডি, কোভালাম, কন্যাকুমারী, ভাইজ্যাগ, আরাকু, নৈনিতাল, গ্যাংটক, পেলিং সহ সিল্করুট, উত্তর ভারত, রাজস্থান, নেপাল, আন্দামান। হোটেল, গাড়ি প্যাকেজ। S. S. Travel Wings, 96740-28866.

শান্তিনিকেতন ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস

নিজস্ব প্যাকেজ— গ্যাংটক পেলিং ইউমথাং- 9 দিন 1-3-2013@9,000. কাশ্মীর 14 দিন 28-3-2013 @13,500/-. সারা ভারত হোটেল বুকিং। প্রত্যহ ইউমথাং ও গুরুদোংমার প্যাকেজ। 98305-29628/99030-64928.

Club Destiny-র প্যাকেজ

কেরালা 18/12, দঃ ভারত 18/12, ভাইজ্যাগ 24/12, 31/12, রাজস্থান 20/12, নর্থ ইন্ডিয়া 5/12, নেপাল 23/12, কাশ্মীর 20/12. যোগাযোগ: 8, Lenin Sarani, Kol-13. 98315-40968, 98315-34747.

হোটেল রিসর্ট

HOTEL THE TOURISTO

Welcome at Pelling, West Sikkim. Well decorated rooms, TV, Carpet, Geyser, Restaurant, Sight Seeing. Call: (033) 2262-1849/98303-01879. www.hotelatpelling.com

দীপ রিসর্ট, পুরী

সি-বিচ রোডে সি ফেসিং এ সি রুম, রেস্টুরেন্ট, কনফারেন্স হল, বুকিংয়ের জন্য: (033) 2262-2820/98308-52068-এ Call করুন।

Villa-র নিজস্ব হোটেল

সাংলা— লেক ভিউ রিসর্ট, কল্পা— রয়্যাল রিসর্ট, হোটেল বাসাল— সারাহান, মানালী— পুজারা সিরাজ ও হাইওয়ে। সারা ভারতের সর্বত্র হোটেল, গাড়ি ও প্যাকেজ ট্যুর। 7A, Dacres Lane, Kol-69, Ph: 2231-8019/98303-71744. www.villatourism.com

Shilavilla Resort Pvt Ltd

কলকাতা থেকে ১ ঘণ্টায় সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশে বিলাসবহুল রিসর্টে ছোট্ট ছুটি কাটাতে সপরিবারে আসুন। সুবিধা-এ সি/নন-এ সি, সুইমিং পুল, ইন্ডোর গেম, গার্ডেন। www.shilavillaresort.com, E-mail: malaysarkar 5a@gmail.com 98301-63896/98362-29187.

PANCHAK RESORT

লাটাগুড়িতে নিজস্ব কটেজ (A C, Non-A C)। বাঙালি খাবারের আস্বাদ, মনোরম পরিবেশ। গাড়ির ব্যবস্থাও করা হয়। এলিফ্যান্ট রাইডিং, বনবাংলো বুকিং। সঙ্গে গ্যাংটক, পেলিং, ইউমথাং সহ সমগ্র সিকিমের হোটেল, গাড়ি বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: 97330-64334.

গোবিন্দ রিসর্ট (পুরী)

পুরীর সমুদ্র থেকে ১ মিনিট দূরে, মার্বেলে মোড়া, বাঙালি খাবার, সঙ্গে কর্মীদের আতিথেয়তা। ডবল বেড 800/- থেকে 1,000/-, A. C. 1,500/-, Colour T.V, Balcony, ব্যানার্জিদা: 98310-39240, মানব: 98043-29990.

হাবিব গেস্টহাউস, শ্রীনগর নেহরু পার্ক

ডাল লেকে বাঙালি পরিচালিত হোটেল। বাঙালি খাবার। আমাদের অন্যান্য হোটেল— প্রেস (জম্মু), লিডার প্যালেস (পহেলগাঁও), হোটেল ডিপ্লোম্যাট (শ্রীনগর), কাশী বিশ্বনাথ, হীরা হেরিটেজ (কাটরা)। Club Desting তমাল পোদ্দার (M): 98313-60282, বাপ্পা অধিকারী 98303-84279.

হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা-পেলিং

নিউ হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডের কাছে বাঙালি পরিচালিত হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা। ঘরে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে অনুভব করুন। উপভোগ করুন বাঙালি আতিথেয়তা ও বাঙালি খাবার। রুম ভাড়া ৭০০-১,২০০ টাকা। পেলিং থেকে অন্য জায়গায় থাকা ও sight seeing করা হয়। 93397-30148.

সোনালী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, সিকিম, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচলের হোটেল ও প্যাকেজ। ৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলকাতা-১। Ph: (033) 2262-2820, 98308-52068, 99033-11361. www.sonalitourntravels.net

HOTEL ZODIAC, DARJEELING

5 minutes from Mall, All rooms are Dlx View, Geyser, TV, Telephone, Carpet, Restaurant. Booking: (033) 2262-2820/99033-11361.

ভ্রমণবার্তা

হোটেল রিসর্ট

সোনালী ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

Sonali tt

পুরী, দিঘা, মন্দারমনি, শংকরপুর, গোপালপুর, চাঁদিপুর, লাটাগুড়ি, মূর্তি, জয়ন্তী, জলদাপাড়া, দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, চারখোল, পেডং, অরিতার, উত্তরে, রিনচেনপং, পেলিং, গ্যাংটক, লাচুং, লাচেন, হোটেল ও প্যাকেজ। Ph: 033 2262-1849/2262-2820, Helpline: 98308-50105, 98310-37788. www.hotelatpuri.com

কনকাঞ্জলি ট্যুরিজম

নিজস্ব হোটেল নিউ দিঘা Sonali bela guest house, গ্যাংটক Cannon lodge. শিলং Payel Hotel, কাজিরাঙা Santi Lodge. সারা ভারতের হোটেল, টেলরমেড প্যাকেজ। 98304-32868, www.kanakanjalitourism.com, 7 B. B. Ganguly St. (Near Lalbazar Xing).

হিন্দুস্থান গেস্টহাউস ও রৌনক হোটেল

দার্জিলিং ম্যালের কাছে হিন্দুস্থান গেস্টহাউস এবং ক্লাব স্ট্যান্ড থেকে ওঠার পথে রৌনক হোটেল। লোলেগাঁওতে হোটেল লালিগুরাস ও রিশপে Eco Resort. 700/- থেকে শুরু। কোল বুকিং: Club Destiny, 8 Lenin Sarani, Kol-13. 2228-3246, 98044-00261, 89026-76740.

LIV SEA VALLY RESORT

মন্দারমণির সমুদ্রসৈকতে স্বাগত জানাই এ সি/নন-এ সি কটেজ, বাগান, রেস্টুরেন্ট, পার্কিং। Call: 2262-1849/ 99033-11361.

হোটেল রিসর্ট

HOTEL MUKTANGAN চাঁদিপুর

চাঁদিপুরে সি-বিচের ওপর হোটেল মুক্তাঙ্গন। অ্যাটাচড বাথ, জেনারেটর, কালার টিভি, রেস্টুরেন্ট সহ। Non-AC ও AC Room. Dormatory-র ব্যবস্থা আছে। চাঁদিপুর: (06782) 270027, (M) 098617-81083. কলকাতা- (033) 6533-0194/95, 99034-30911.

Nayek Palace

পুরীর সমুদ্র থেকে সামান্য দূরত্বে, মার্বেলে মোড়া, বাঙালি খাবার, সঙ্গে কর্মীদের আতিথেয়তা। ডবল বেড 800/- – 1,200/-. A C 1,500/-, Colour TV, Balcony. ব্যানার্জিদা 98310-39240, মানব- 98043-29990.

Parijayee Tours 'N' Travels

পুরীতে-আমাদের নিজস্ব হোটেল Blue Sea. ডুয়ার্স-Taskers Den, Green Touch Resort (Gorumara) (Jaldapara) Acacia Eco-Resort. দার্জিলিং-Hotel Zodiac গ্যাংটক- Hotel Green Park. সারা ভারতে Hotel Booking করা হয়। আমাদের Offbeat প্যাকেজ- Kolakham, Charkhole, Pedong, Rishi, Aritar, Silarigaon, Zuluk, Singtam, Kaffer, Rikkisum, Damsang, Fagu Tea estate, Tinchule. 60B, Chowringee Road, Kol-20, 033 3262-5588, 99036-93756, 84201-96053. Web: parijayeetnt.com

বিবেকানন্দ ট্র্যাভেলস

হিমাচলে একমাত্র বাঙালি ট্র্যাভেল এজেন্সি। গাড়ি ও হোটেল বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। ফোন: 98303-75262, 97483-78157. E-mail: travelvivekananda @yahoo.in

হোটেল রিসর্ট

মধ্যপ্রদেশে হোটেল ও গাড়ি বুকিং

জব্বলপুর, বান্ধবগড়, অমরকণ্টক, ভূপাল, উজ্জয়িনী, পাঁচমারি, খাজুরাহো, কানহা সহ সর্বত্র Deluxe ও Standard হোটেল ও ছোট-বড় সবরকম গাড়ির বুকিং করা হয়। 98744-22811, 98315-40968.

কেরালা ও দক্ষিণ ভারতে হোটেল

কোচিন, মুন্নার, পেরিয়ার, আলেপ্পি, ত্রিবান্দ্রম, কন্যাকুমারী, কোভালাম, চেন্নাই, তিরুপতি, মাদুরাই, মাইশোর সহ বিভিন্ন জায়গার বাজেট ও Deluxe ক্যাটাগরির হোটেল ও গাড়ির জন্য যোগাযোগ: 98744-22811, 98315-40968.

গোয়ায় হোটেল-কোলভা বীচে

কোলভা বীচে অত্যাধুনিক সুবিধা সহ হোটেল। 15 Dec–10 Jan পর্যন্ত 1,800/- থেকে 2,500/-. এছাড়া অন্য সময় 1,400/-. গোয়ায় অন্যান্য হোটেল বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: 98744-22811, 98510-00092.

বিদেশ ট্যুর

SYLVAN TOURS & TRAVELS

সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া ৬ দিন 25/10, 18/12, ব্যাংকক-পাট্টায়া ৫ দিন 15/12, 14/2, 21/3, শ্রীলঙ্কা T-20 World Cup প্যাকেজ ৫ দিন 30/9, বাংলাদেশ ৭ দিন 10/12,থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া ৮ দিন 20/2. Sujit- 98301-56212, 94334-09706.

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

গৌর যাযাবর

১৯৯২-এর ছোটদের শ্রেষ্ঠ বই হিসাবে
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত।
বোর্ড বাঁধাই শোভন সংস্করণ।
যুধাজিৎ সেনগুপ্তের পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি ও বহুবর্ণ প্রচ্ছদ।

₹৪০

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর **স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড,** ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলি-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

কোকলাসের খোঁজে প্যাংগট

কোকলাস ◻ সুমিত দাস (ফাইল চিত্র)

আমি 'ভ্রমণ' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। 'ভ্রমণ' জুলাই, ২০১২ সংখ্যাটি আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফুল, গান, পাখি আমাকে মুগ্ধ ও আপ্লুত করে। এই সংখ্যায় 'কোকলাসের খোঁজে প্যাংগট' লেখাটি ফুল আর সঙ্গীতের মতোই হৃদয়গ্রাহী। সেই সঙ্গে স্বীকার করতে হয় ফটোগ্রাফিতে লেখক খুব দক্ষ। অন্যান্য লেখা ও ছবির পাশাপাশি সুমিতের কোকলাস ছবিটির প্রশংসা না করে পারি না। কোকলাসের মতো 'চির' ও 'কালিজ' নামের আরও দুটি পাখি যদি কখনও আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশ পায় তাহলে এরাজ্যের পাখি ও ভ্রমণ-পিপাসুরা আনন্দিত ও উপকৃত হবেন।

কৌশিক বর্মণ

ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর

<u>বেড়িয়ে এসে</u>

যুসমার্গের সৌন্দর্যের টানে

এবছর ১০ জুলাই অমরনাথ ভ্রমণ শেষ করে চারদিনের জন্য শ্রীনগর ঘুরে এলাম আমি ও আমার স্ত্রী। দেখলাম বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলো যেমন— ডাললেক, গুলমার্গ, সোনামার্গ, উলার লেক প্রভৃতি। এইস্থান আমি আগেও দেখেছি, যা আগে দেখিনি কিন্তু 'ভ্রমণ'-এ পড়েছি, তা হল যুসমার্গ। তাই এবারের নতুন গন্তব্যস্থল যুসমার্গ তৎসহ দুধগঙ্গা। এই পথেই আরেক দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করলাম। 'সুফি সাধক নুরউদ্দিন নুরানির পবিত্র সমাধি চারার-এ-শরিফ। যুসমার্গের দূরত্ব শ্রীনগর থেকে ৪৭ কিলোমিটার, আড়াই ঘণ্টার রাস্তা। মোহময়ী পাহাড়ের কোলে দিগন্তবিস্তৃত এই সবুজ উপত্যকা শ্রীনগরের পশ্চিম-প্রান্তে অবস্থিত। সকাল নটায় আমরা যাত্রা শুরু করলাম। শহর ছাড়িয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে। শুরু হল পাইন, দেওদার দিয়ে ঘেরা রাস্তা। রাস্তার দুধারের নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম। মন আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠছে, জানি না এরপর আর কী দেখব, আর কী অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। আকাশে একটু মেঘ। একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। বৃষ্টির পর কিছুক্ষণ পরেই কখন যে এসে পড়লাম এই অসামান্য সবুজ গালিচায় মোড়া সুন্দর উপত্যকায় বুঝতেই পারলাম না। ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। যেদিকে চোখ যায় শুধু ঘন সবুজ পাইনের জঙ্গল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঠিক তারই পিছনে সাদা বরফঢাকা পাহাড়গুলো অদ্ভুত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে সবুজ ও সাদায় মিলেমিশে। ওপরে নীল আকাশ। রংবেরঙের বাহারি ফুল আর সবুজ ঘাসে ঢাকা এই উপত্যকা যেন এক অপরূপ সাজে সেজে উঠেছে। মনে হয় ঈশ্বর যেন তাঁর সৌন্দর্যের ভাণ্ডার এখানে উজাড় করে দিয়েছেন। দেওদার, পাইনে ছাওয়া আর বরফের পাহাড়ে ঘেরা এ যেন এক স্বর্গভূমি। যুসমার্গ উপত্যকা থেকে উত্তর দিক বরাবর সোজা পথ চলে গিয়েছে দুধগঙ্গার দিকে। কিছুটা সোজা রাস্তা অতিক্রম করার পর চলে এল পাইনের বন। বনকে ডানদিকে রেখে শুরু হল চড়াই আর উতরাইয়ের খেলা। পুরো রাস্তাটাই বোল্ডারে ভরা। প্রচুর খানা-খন্দ পাথরখণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে। সাবধানে পাথরখণ্ডের ওপর পা-ফেলে এগোতে হবে। হড়কালেই মুশকিল। এরপর রাস্তা বলতে আর কিছু নেই, শুধুই প্রস্তরখণ্ড। প্রায় শ-তিনেক ফুট নেমে গিয়েছে এই পথ দুধগঙ্গার দিকে। আড়াই কিলোমিটার পথ একবার ডানদিকে, একটু বাদে বাঁদিকে কখনও-বা পাকদণ্ডি কেটে নীচে নেমে চলেছি। সবুজ ঘন পাইনের আড়ালে কোথাও আবার সূর্যালোকের প্রবেশ বন্ধ। এই আলো-আঁধারি পথে আরও কিছুটা পাড়ি দিতেই কানে ভেসে এল অস্ফুট জলের শব্দ। আরও খানিকটা যেতেই দৃশ্যমান হল উন্মত্ত খরস্রোতা জলের ধারা প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসছে পাহাড়ের গা-বেয়ে। কী তার গর্জন! সেই জলস্রোত পাথরের ঘায়ে এতটাই ফেনিল, মনে হয় সত্যিই যেন দুধের নদী। তীব্রবেগে বয়ে যাওয়া জলের স্রোত আর গর্জনের মধ্যে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। উপভোগ করলাম প্রকৃতির আশ্চর্য রূপ। ভারী চমৎকার রূপের সমাহার এই দুধগঙ্গায়, যা দেখে মন চায় না চলে আসতে। পাইন, আখরোট আর কাঠবাদাম গাছে ছাওয়া এই পথ সত্যিই মুগ্ধ করে প্রতি পদে-পদে। ফেরার সময় হল। বিকেলের পড়ন্ত বেলায় দুধগঙ্গাকে পিছনে ফেলে যুসমার্গকে বিদায় জানিয়ে ফিরে চললাম শ্রীনগরের দিকে। মনের স্মৃতিপটে চিরকাল আঁকা হয়ে থাকবে যুসমার্গ ও দুধগঙ্গার স্বর্গসম দৃশ্য।

দুধগঙ্গা পরিভ্রমণ করতে হাঁটাপথ ছাড়াও ঘোড়া পাওয়া যায়, ভাড়া জনপ্রতি ১২০ টাকা।

কান্তি মিত্র

৫বি, চন্দ্রমণ্ডল লেন, কলকাতা-৭০০ ০২৬

<u>বেড়িয়ে এসে</u>

নেতারহাটের চিঠি

'ভ্রমণ' পত্রিকার দৌলতে সারাবছরই চলে মানসভ্রমণ। তবু বছরে দুয়েকবার বেরিয়ে পড়তেই হয়। তা কাছে হোক বা দূরে। 'ভ্রমণ' ডিসেম্বর, ২০০৮ সংখ্যায় 'রাঁচি-নেতারহাট-বেতলা' নিয়ে একটি লেখা পড়ে, নেতারহাট ভ্রমণের ইচ্ছা জাগে। সে ইচ্ছাপূরণ হয় এবছর এপ্রিল মাসে। ৫ এপ্রিল, মহাবীর জয়ন্তীর দিন রাঁচি পৌঁছই এবং একটি গাড়ি ভাড়া করে নেতারহাটের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় কুমলা-বেরো-লোহারদাগা-ঘাঘরা-বানারি হয়ে নেতারহাট পৌঁছই। মুণ্ডারি ভাষায় 'নেতার' শব্দের অর্থ বাঁশ। বর্তমানে বাঁশগাছের আধিক্য সেভাবে না থাকলেও, নেতারহাট তার

যুসমার্গ (ফাইল চিত্র)

আঁকাবাঁকা শালজঙ্গল পরিবেষ্টিত পথে শালফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে ও তার সুবাসে আমাদের স্বাগত জানায়। নির্জন শান্ত জায়গাটিতে যখন পৌঁছলাম তখন সূর্যাস্ত হতে কিছুক্ষণ বাকি ছিল। তাই সময় নষ্ট না করে পাইন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আরও ১০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে ম্যাগোলিয়া পয়েন্টে গেলাম সূর্যাস্ত দেখতে। আকাশে তখন চলছে মেঘ-রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা। আশা যখন নেই এবং দিনও ফুরিয়ে আসছে তখন ঘটল একটি বিস্ময়। মেঘ সরে গেল, আকাশে ছড়াল গেরুয়ারঙের আলো, আর শালবীথির মধ্য দিয়ে দূরে পাহাড়ের ওদিকে নেমে গেলেন সূর্যদেব। তন্ময় হয়ে রইলাম। প্রত্যক্ষ করলাম একটি অসাধারণ সূর্যাস্ত। সূর্যাস্ত দেখে ফিরে এলাম আমাদের রাতের আস্তানা শালজঙ্গলের মধ্যে ঝাড়খণ্ড সরকারের 'প্রভাত বিহার' হোটেলে। হোটেলটা সূর্যোদয় পয়েন্টে। ফলে ঘরে ঢোকার আগে প্রত্যক্ষ করলাম পূর্ণিমা সন্ধ্যায় চন্দ্রোদয়। আঁধার যত নামল, জ্যোৎস্না তত ছড়িয়ে পড়তে লাগল শাল-শিমূল-পাইন-জাকরাণ্ডা গাছের মাথায় আর তার তলায় তৈরি হল আলো-আঁধারি মায়াজাল। চারপাশে এক হিমেল ভাব অনুভূত হতে লাগল আর তার সঙ্গে যোগ দিল শালফুল আর হাসনুহানার মিষ্টি গন্ধ। এককথায় জ্যোৎস্নারাতে নেতারহাট অনবদ্য।
পরদিন সকালে ঘরে বসেই দেখলাম সূর্যোদয়। তারপর পাইন-জাকরাণ্ডাশোভিত পথে দেখে এলাম নেতারহাট লেক, স্কুল, আপার ঘাঘরি ও নাশপাতি বাগান। নীল আকাশের নীচে নীল জাকরাণ্ডা ফুলের শোভা নির্জন পরিবেশে অপার্থিব বলে মনে হচ্ছিল। এরপর মহুয়াটাঁড় হয়ে গেলাম লোধ জলপ্রপাত দেখতে। প্রায় ৬৫ কিলোমিটার পথ। দুপাশে মহুয়াগাছের জঙ্গল, বাতাসে মহুয়ার সুবাস আর মহুয়াবিছোনো পথে আমাদের গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল 'বুঢ়াঘাঘ'-এর পাদদেশে। খানিকটা পথ পায়ে হেঁটে তবে পৌঁছনো গেল বুঢ়াঘাঘের কাছে। লোধ জলপ্রপাতের স্থানীয় নাম 'বুঢ়াঘাঘ'। বুঢ়ানদী ৪৭০ ফুট ওপর থেকে নেমে এসে সৃষ্টি করেছে একটি বহুধারার জলপ্রপাত। নির্জন আরণ্যক পরিবেশে এর সৌন্দর্য মনকে ভরিয়ে দিল।
বর্তমানে আঞ্চলিক অস্থিরতার জন্য নেতারহাটে ভ্রমণার্থীর সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। স্থানীয় মানুষদের একান্ত অনুরোধ— এখানে লোকজনদের আসতে বলুন, ভয়ের কোনও কারণ নেই। তাদের রুজি-রোজগার তো এই ট্যুরিজমের ওপরেই। কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয়, এমন এক আরণ্যক শান্ত পরিবেশ তার অকৃত্রিম সৌন্দর্য নিয়ে অপেক্ষা করে আছে ভ্রমণপিয়াসীদের জন্য।

অভিজিৎ ঘোষ
চন্দননগর, হুগলি, পিন-৭১২ ১৩৬

কৈলাস-মানস পরিক্রমা

'ভ্রমণ' মে, ২০১২ সংখ্যায় প্রকাশিত অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কৈলাস-মানস পরিক্রমা পড়েছি। খুব ভালো লাগল। আমি এবছর ২৮ জুন থেকে ১০ জুলাই রুদ্র ট্রেকস অ্যান্ড এক্সপিডিশন সংস্থার সঙ্গে কৈলাস- মানস সরোবর গিয়েছিলাম। অঞ্জনার লেখা একটি লাইনের ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি— 'রুদ্র ট্রেকস পর্যটন সংস্থার আন্তরিক সাহায্যলাভ এপথের উপরি পাওনা।'

কৈলাস শৃঙ্গ □ অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল চিত্র)

এবিষয়ে বলি রুদ্র ট্রেকসের সঙ্গে আমাদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিক্ত। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এদের কথা ও কাজের বিস্তর ফারাক দেখেছি। যে হোটেলে রাখার কথা ছিল, সেখানে রাখেনি। কাঠমান্ডুতে যা যা দেখানোর কথা ছিল দেখায়নি। কোনও সময়-নির্ঘণ্ট ছিল না। ল্যান্ডক্রুজারের পরিবর্তে ভলভো বাসে যাত্রা করিয়েছে। আমাদের সঙ্গে এমন একজনকে পাঠিয়েছিল যে রাস্তার কোনও দ্রষ্টব্য আমাদের দেখাতে পারেনি। কোনওরকম ডাক্তারি পরীক্ষা ছাড়াই কৈলাস পরিক্রমায় নিয়ে গিয়েছে। যার ফলস্বরূপ দুজন ভ্রমণার্থী প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন।
অঞ্জনার লেখা আরেকটি লাইনের ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি— 'চিনা সরকার অসাধারণ রাস্তা তৈরি করলেও টয়লেট তৈরিতে তাদের যত কার্পণ্য।' অঞ্জনা ও পাঠকসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানাই আমি নিজে দেখে এসেছি, সর্বত্র এখন পরিস্কার বাথরুম-সংলগ্ন ঘর পাওয়া যাচ্ছে।

শিখা চ্যাটার্জি
দানেশ শেখ লেন, বকুলতলা
হাওড়া-৭১১ ১০৯

বেড়িয়ে এসে

সৈকতময় বিশাখাপত্তনম

অর্কর স্কুলে বড়দিনের ছুটি পড়তেই বেরিয়ে পড়লাম ভাইজ্যাগের উদ্দেশে। পোশাকি নাম বিশাখাপত্তনম। 'পুজোর ভ্রমণ গাইড' ২০১১-র অন্ধ্রপ্রদেশ-পর্বে বিশাখাপত্তনমের বিবরণ পড়ে মনে মনে পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম ভাইজ্যাগ বেড়ানোর। আমার আট বছরের ছেলে অর্কর সমুদ্রপ্রীতির জন্য এতদিন শুধু পুরী আর দীঘা ঘুরে বেড়িয়েছি। কলকাতা থেকে খুব দূরে নয় অথচ সমুদ্রকে নানারূপে, নানাভাবে কাছে পেতে 'ভ্রমণ' পড়ে মনে হল ভাইজ্যাগই উপযুক্ত ঠিকানা। শালিমার স্টেশন থেকে বিশাখাপত্তনম সাপ্তাহিক ট্রেন পরিষেবা চালু হওয়ায় পর্যটকদের খুব সুবিধে হয়েছে। দূরপাল্লার ট্রেন এড়িয়ে বিশাখাপত্তনম এক্সপ্রেসে চেপে সরাসরি পৌঁছে গেলাম ভাইজ্যাগ ২৮ ডিসেম্বর সকালে। আমাদের অগ্রিম বুকিং ছিল রামকৃষ্ণ বিচ থেকে ২ কিলোমিটার দূরের হোটেল বিজয়ভানুতে। দোতলার দুটি ঘর। একটিতে অর্ক সহ আমরা তিন জন। অন্যটিতে আমার ষাটোর্ধ্ব বাবা-মা। হোটেলে যখন পৌঁছলাম তখন চলছে সমুদ্র উপকূলে অসময়ের নিম্নচাপ। তাই দুপুরটা রইলাম হোটেলবন্দি। বিকেল হতেই চলে এলাম রামকৃষ্ণ বিচে। কালো মেঘে ঢাকা আকাশ। কখনও হালকা আবার কখনও তেড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। এরই মধ্যে আমার হাত ধরে অর্কর সমুদ্র অভিমুখে এগিয়ে চলা। বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় আলো ঝলমলে সমুদ্রতট তখন জনারণ্য। স্থানীয় মানুষ আর পর্যটকদের ভিড়। বঙ্গোপসাগর ক্লান্তিহীনভাবে ঢেউ ভাঙছে সৈকতে। আজ শুধু পায়ের পাতা ভেজানো। প্রচণ্ড হাওয়া বইছে, তাই সমুদ্র খুব উত্তাল। নিম্নচাপের ভ্রূকুটি ক্রমশ শক্তিশালী। নিরাপত্তার কারণেই চলে এলাম সমুদ্রের কোল ছেড়ে। অর্কর মন খারাপ। মন খারাপ আমারও। একটু পরেই মুষলধারে বৃষ্টি এল। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিলাম বিচের উল্টোদিকের কালীমন্দিরে। মাতৃদর্শন শেষে ফিরে এলাম হোটেলে। পরদিন শুধু সমুদ্রস্নান হল। চারশো টাকায় চার ঘণ্টার জন্য অটো ভাড়া করে চলে গিয়েছিলাম ঋষিকোণ্ডা বিচে। রামকৃষ্ণ বিচ একটু অপরিচ্ছন্ন এবং বোল্ডার বেশি, কিন্তু সরগরম। তুলনায় ঋষিকোণ্ডা বিচ শান্ত নির্জন এবং স্নানোপযোগী। নিম্নচাপ এখানে যতই প্রতাপ জাহির করুক আমরা স্থির করেছি এক মুহূর্তের জন্যও সমুদ্রস্নানের আনন্দকে নষ্ট হতে দেব না। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম সমুদ্রের ধারে। তট বরাবর বিভিন্ন পসরার সঙ্গে বিক্রি হচ্ছে ডাব এবং ভুট্টা ভাজা। কলকাতার কড়া শীতের আমেজ উধাও এখানে। বোল্ডারহীন এমন স্নানোপযোগী পরিবেশে সমুদ্রের জলে লুটোপুটি করার মজাই আলাদা। পূর্বঘাট পাহাড়ের সবুজ ঢাল এখানে সাগরে এসে

সবে যারা অক্ষর চিনেছে তাদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পাতায় পাতায় রঘুনাথ গোস্বামী ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি।

দাম ২০ টাকা

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

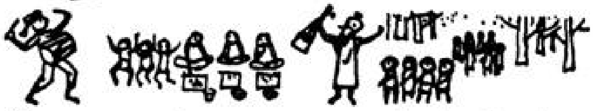

'চলো দেখে আসি' বলে বাংলা প্রথম পাঠের বইখানি এরই মধ্যে বহু যশ অর্জন করেছে। প্রথম ভাগ 'সহজ পাঠে'র চাইতেও সহজ পাঠ এ বই। মোট তিনটি অধ্যায়ে লেখক স্বরবর্ণযোগের যাবতীয় বৈচিত্র্য পরিক্রমা করে নিয়ে গেছেন যুক্তবর্ণের সীমানা অবধি, ওপরে ওপরে গাঁ আর গ্রামজীবনের ছবি দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন সারা পথ।

আনন্দবাজার পত্রিকা □ ১৮-৯-১৯৮৮

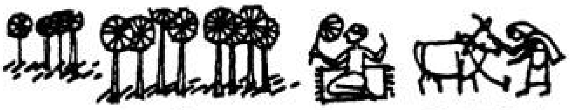

একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে? চলো দেখে আসি।

হঠাৎ মেঘ ডাকল না? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয়! চলো দেখে আসি।

ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্য এরকম কত কথাই যে তিনি লিখেছেন তার শেষ নেই। এরকম কিছু কথার পিঠে ছবি আঁকলেন শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী আর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— তাই নিয়ে হল একটা ছোটদের বই— 'চলো দেখে আসি।'

যুগান্তর, ছোটদের পাততাড়ি □ ১১-৬-৮৫

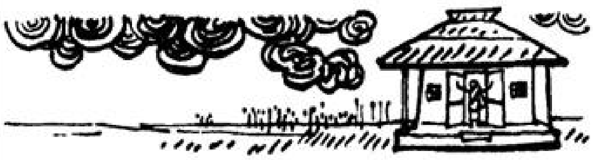

বইটি শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এটি লেখা হয়েছে শিশুদের জন্যে যত্ন করে ও যুক্তাক্ষরবর্জিত করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ প্রথম ভাগের পর, সদ্য অক্ষর পরিচয় হয়েছে যাদের তাদের জন্যে এরকম বই বেশি লেখা হয়নি। 'এস, এস। চটপট কর। সময় কম।' এইরকম ছোট ছোট সরল বাক্য দিয়ে পাঠ শুরু হয়েছে।

ছোট-ছোট বর্ণনাগুলি ক্রমশ সুন্দর ছবির রূপ নিয়েছে।

আনন্দমেলা □ ১৬-৩-১৯৮৮

সদ্য বর্ণ-পরিচিতদের কাছে এক বিশ্বাস্য, প্রামাণিক আর ব্যক্তিগত পৃথিবীর দরজা খুলে দিয়ে কানাইলাল চক্রবর্তী ডাক দিয়েছেন: চলো দেখে আসি।

মিনিমাসী আর তার গাভী মালিনী, লালু-ভুলু আর তাদের

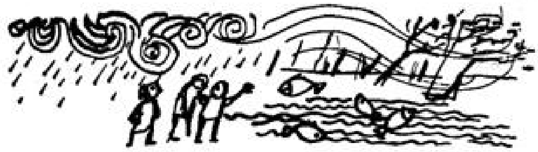

কুকুর ভুকু, চূড়ামণি ঠাকুর, ভূষণমালী, ঋষি দাশ, শৈল, ভোলা, গৌরময়রা, কংসারিবেদে— এই বইতে এরা শুধু বর্ণ-পরম্পরাতেই ধরা পড়েনি, অপত্য স্নেহের এক অকৃপণ ফল্গুধারায় বাঁধা পড়ে এরা সবাই মিলেমিশে হয়ে উঠেছে প্রাক্-বিভাজন বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠান।

একুশ বছর আগে লেখা 'চলো দেখে আসি' ছোট্টদের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৭০ সালে।

আজকাল □ ২৩-৮-১৯৮৮

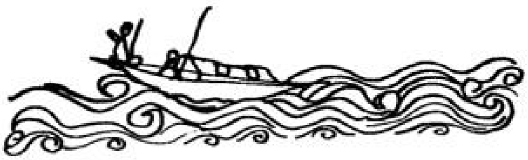

কানাইলাল চক্রবর্তী সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা ছোটদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করেন।... এই বইতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি অ-কার, আ-কার ইত্যাদির পরিচয় করিয়েছেন সেইসব শিশুদের যাদের সদ্য অক্ষরপরিচয় হয়েছে। যুক্তাক্ষরবিহীন প্রতিটি ছত্র। প্রতিটি কাহিনী শিশুদের কাছে মেলে ধরেছে প্রকৃতি এবং জীবনের অপরূপ রূপচ্ছবিকে।

বর্তমান □ ১১-২-১৯৯০

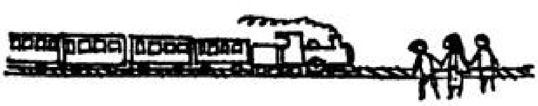

স্বর্ণাক্ষর **Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320, 2283-5526 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

বিশাখাপত্তনমের ঋষিকোণ্ডা বিচ ◻ অতনু পাল (ফাইল চিত্র)

মিশেছে। নীল আকাশ আর সবুজ পাহাড় মিলেমিশে একাকার। ভারি মনকাড়া নিসর্গ। ঘণ্টাদুয়েক কাটিয়ে দিলাম সমুদ্রস্নানে। হোটেলে যখন ফিরলাম ততক্ষণে বেশ গভীর হয়েছে নিম্নচাপ। টিভির পর্দায় ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস।

পরদিন সকাল আটটা। বেরিয়ে পড়লাম লোকাল সাইট সিয়িংয়ে। ভাড়া সারাদিনের জন্য ২,৪০০ টাকা। শহরের এক নামী রেস্তোরাঁয় স্পঞ্জ ধোসা আর ইডলি সহযোগে প্রাতরাশ সারলাম। তারপর 'সর্বাণী সুইটস' থেকে মনের মতো মিষ্টি কিনে যাত্রা শুরু হল আমাদের। সীমাচলম, ইন্দিরা গান্ধি জু দেখে আরও একবার ঋষিকোণ্ডা বিচ। 'সন্ধ্যা' হোটেলে বাঙালিখানা খেয়ে রওনা দিলাম প্রধান দ্রষ্টব্য কৈলাসগিরির পথে। টাইটানিক ভিউপয়েন্ট এবং হরপার্বতীর সুবিশাল মূর্তি দেখে চললাম রেল স্টেশনে। টয়ট্রেনের টিকিট কাটলাম। দুটো এ সি, আরেকটা সাধারণ কামরা। ট্রেন চলতে শুরু করল। এই চক্ররেলের বেশিরভাগ যাত্রীই বাঙালি। পুরো পাহাড়টাকে ঘুরে এল ট্রেনটি। ভাইজ্যাগ শহরের চোখ জুড়ানো রূপ দেখা যায় ট্রেন থেকে।

রোপওয়েতে উঠিনি আমরা। সবাই ক্লান্ত, অতএব ফিরে চলা পরবর্তী দ্রষ্টব্যে। টেনেটি পার্ক, বিশাখা মিউজিয়াম দেখে সমুদ্রের ধারে সাবমেরিন মিউজিয়াম। নৌবাহিনীর কুসুরা সাবমেরিনটি ৩০ বছর দেশকে সেবা করে বর্তমানে মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। ধীরে ধীরে নেমে এল সন্ধ্যা। বিচ রোডে জ্বলে উঠেছে আলো। আমাদের সর্বশেষ গন্তব্য ফিশিং হারবার। প্রচুর মাছ বন্দরে। আঁশটে গন্ধে টেকা দায়! অবশেষে ফিরে আসা হোটেলে।

শেষদিনে দুপুর দুটো নাগাদ বেরিয়ে প্রথমে গেলাম ডলফিন নোজ। দুটি স্পটের জন্য স্করপিও ভাড়া ১,৫০০ টাকা। ১৭৪ মিটার উঁচু লাইট হাউসের মাথায় চড়ে দেখলাম নীচে বঙ্গোপসাগরের অপরূপ সৌন্দর্য। জানলাম লাইট হাউসের কার্যপ্রণালী। এরপরে গন্তব্য ইয়ারাডা বিচ পার্ক। ভাইজ্যাগের অন্যান্য সৈকতের তুলনায় ইয়ারাডা সৈকত এখনও অনেকটাই অচেনা। ইংরিজি বছরের শেষদিন অথচ সাগরপাড় পর্যটকবিহীন। প্রবেশপথে নানা ধরণের ফুলের গাছ সহ প্রচুর গাছগাছালির সমাবেশ। সিমেন্ট বাঁধানো কুটিরে বিশ্রামের ব্যবস্থাও আছে। পার্কে আছে শিশুদের বিনোদনের আয়োজন। খাবারের স্টলও আছে কয়েকটি। আমরা চলে এলাম ইয়ারাডা সৈকতে। বেলা তখন চারটে। ইয়ারাডা পাহাড় ডলফিন-এর আকারে সমুদ্রে পৌঁছেছে। এখানকার অন্যতম আকর্ষণ নারকেল ও ঝাউগাছে ঘেরা সমুদ্র বেলাভূমি। পায়ের নীচে সাদা বালির সৈকতে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। সাগর এখানে বেশ গভীর এবং অশান্ত। স্নান করা, সাঁতার কাটা বিপজ্জনক। নিরাপত্তারক্ষীর কঠোর নজরদারি। এর মধ্যেও জলের ঢেউয়ে দাপাদাপি, কখনওবা বাবু হয়ে বসে থেকে শুধু সর্বাঙ্গে ঢেউ ভাঙার অনুভূতি নিয়ে খুশি মনে ফিরে এলাম আমি আর অর্ক। ছবি তোলার জন্য দাঁড়ালাম নানা ভঙ্গিমায়। সন্ধে ছটার পর বিচে থাকা নিষেধ। তাই ফিরে এলাম অমন সুন্দর পরিবেশ ছেড়ে। গরমের ছুটিতে অর্ককে আবার দেখাতে হবে সমুদ্র। প্রশ্ন একটাই, সেটা কোথায়? হদিশের আশায় 'ভ্রমণ'-এর পাতায় চোখ বুলিয়ে যাব ততদিন।

অনিন্দিতা ভট্টাচার্য
১২৫, আর এন টেগোর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৬৩

বেড়িয়ে এসে

গাদিয়াড়া ভ্রমণ

কলকাতার উপকণ্ঠে হাওড়া জেলায় হুগলি নদীর তীরে মনোরম পর্যটনকেন্দ্র গাদিয়াড়া। 'ভ্রমণ'-এ বহুবার গাদিয়াড়ার কথা পড়লেও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এখানে রূপনারায়ণ নদ মিলেছে হুগলি নদীতে। আবার গড়চুমুকের দিক থেকে দামোদর নদ এসে মিলেছে হুগলি নদীতে। চতুর্দিকে জলরাশি, দেখে মনে হয় ছোট সমুদ্র। শান্ত-স্নিগ্ধ-গাদিয়াড়া কোলাহলের জীবন থেকে দুদিনের ছুটি কাটানোর আদর্শ জায়গা। তাই এবছর ১৮ জুন ছোটবোন ও ওর দুই ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মারুতি অল্টো নিয়ে সকাল সকাল বেড়িয়ে পড়ি।

ঠিক সাড়ে ছটায় রওনা হলাম। সকালেই দুই বোন মিলে জলখাবারটা তৈরি করে গাড়িতে উঠলাম। খুব সকালে রওনা হওয়ায় হুগলি সেতুর ওপর দিয়ে বোম্বে রোড ধরে আটটার মধ্যে বাগনান পৌঁছে যাই, কিন্তু বাগনান থেকে গাদিয়াড়া পৌঁছনোর রাস্তা এত ভাঙাচোরা যে পৌঁছতে সাড়ে নটা বেজে যায়। বাসস্ট্যান্ডের ডানদিকে প্রথম হোটেলটি গাদিয়াড়া ট্যুরিস্ট লজ বুক করাই ছিল। চারতলা হোটেলটির সামনে প্রশস্ত সাজানো বাগান, দোলনা, স্লিপ সবকিছুর সুন্দর ব্যবস্থা আছে, গাড়ি রাখার কোনও অসুবিধে নেই। পাশাপাশি দুটো ঘর দোতলায় ঠিক করা ছিল ৪০০ টাকা করে। ঘরে ঢুকেই কফির অর্ডার দিলাম। যেহেতু জলখাবার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম তাই কফি সহযোগে প্রাতরাশ শেষ করলাম।

ঘরের ব্যবস্থাপনাও ভালো। বৃষ্টি ছিল বলে এ সি রুম নিইনি। তিনতলায় এ সি রুমের ব্যবস্থা ছিল। যাই হোক বিশ্রাম নিয়ে সবাই মিলে পায়ে-পায়ে নদীর পাড় ঘেঁসে অনেকদূর গেলাম; আবার একটার মধ্যে ফিরে এলাম। এখানকার গ্রামের মানুষজন এখনও খুব সরল ও সাদাসিধে। হোটেলের সবাই খুবই ভালো। খুশি করতেই ব্যস্ত সবসময়। একতলায় বড় ডাইনিং হলে খাবারের ব্যবস্থা। নিরামিষ থালি ৪০ টাকা, মাছ খেলে ৫০ টাকা আর চিকেন খেলে ৫৫ টাকা। খুব ভালো খাওয়া হয়েছিল। মধ্যাহ্নভোজন সেরে একটু বিশ্রাম নিলাম। সাড়ে পাঁচটায় রোদ পড়ে এলে সবাই মিলে আবার নদীর পাড়ে ঘুরতে গেলাম। নীচে জলে নামলাম, পরে লঞ্চে চেপে নুরপুর গেলাম, আবার কিছুক্ষণ পর ফিরে এলাম। অস্তমিত সূর্যের আভায় জল যেন আরও রঞ্জিত ও সুন্দর হয়ে উঠল। লাল আকাশ, তার সঙ্গে লাল জল— সবকিছু লঞ্চ থেকে দেখতে দারুণ ভালো লাগছিল। সাড়ে সাতটা নাগাদ হোটেলে ফিরে আসি। সারারাত অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল। সকাল সকাল উঠে আবার নদীর ধারে বসলাম। তিন নদীর মিলন মোহনায় দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি, দূরে লঞ্চ আর তারই মধ্যে নৌকা, জেলেদের জাল ফেলে মাছ ধরা, সবকিছু নিয়ে একটা ভালোলাগার অনুভূতি মনকে আচ্ছন্ন করে। যেহেতু আজ বাড়ি ফেরার পালা, তাই এগারোটার মধ্যে নদীর তীর থেকে হোটেলে ঢুকে পড়তে হল। স্নান ও খাওয়াদাওয়া সেরে ১টা ৩০ মিনিটে গাড়িতে উঠে বসলাম। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল বলে আরও ভালো লাগছিল। একবার গাড়ি নিয়ে সবাই মিলে নদীর পাড় ধরে ঘুরে গাদিয়াড়াকে বিদায় জানিয়ে বাড়ির পথে এগোলাম।

চিনু ভট্টাচার্য
৩৫/১, পি মজুমদার রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭৮

বেড়িয়ে এসে

বেলুড়ের চিঠি

'পুজোর ভ্রমণগাইড ২০১১' পড়ে এবছর ফেব্রুয়ারিতে গিয়েছিলাম বেলুড় দেখতে। বেঙ্গালুরু থেকে গাড়িতে যেতে সময় লাগে ৪ ঘণ্টা। কর্নাটকের হাসান জেলার ছোট্ট জনপদ বেলুড়। বেলুড়কে বলা হয় দক্ষিণের বেনারস। তাই দক্ষিণ বারাণসী নামে খ্যাত।

চেন্নাকেশব মন্দির বেলুড়ের প্রধান আকর্ষণ। হয়সালা সাম্রাজ্যের সম্রাট বিষ্ণুবর্ধন ১১১৬

বেলুড় মন্দিরে □ অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায় (ফাইল চিত্র)

খ্রিস্টাব্দে মন্দির তৈরি শুরু করেন। ১০৩ বছর লেগেছিল মন্দিরটি তৈরি হতে। চোল রাজাদের পরাজিত করে যুদ্ধজয়কে স্মরণীয় করার জন্য এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। আবার কথিত আছে রাজা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার জন্য এই মন্দির নির্মাণ শুরু করেন। এই মন্দিরে এখনও নিত্যপূজা হয়ে থাকে। মন্দিরটি হয়সালা শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিশাল গোপুরম দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। মন্দিরটি চতুষ্কোণ নয়। মন্দিরটি তারকার আকারে গঠিত। মন্দিরের দরজার দুপাশে আছে দ্বারপালের মূর্তি। মন্দিরের সমস্ত দেওয়াল কারুকার্যময়। মন্দিরের ভাস্কর্যে উঠে এসেছে অসংখ্য মূর্তি, পশুপাখি, নৃত্যরতা নর্তকী ইত্যাদি। এদের ভঙ্গিগুলি এত জীবন্ত যে দর্শকরা অভিভূত হয়। পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতের ঘটনাবলি অপূর্ব দক্ষতায় খোদিত আছে মন্দিরগাত্রে। হয়সালা সাম্রাজ্যের রানি শাণ্ডলাদেবী ছিলেন নৃত্য পটিয়সী। তার নৃত্যভঙ্গিমার একটি অপূর্ব ভাস্কর্য খোদিত আছে মন্দিরগাত্রে। এছাড়া দর্পণসুন্দরী, প্রসাধনরতা নারী ইত্যাদি মূর্তিগুলি মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ। এই মূর্তিগুলির মধ্যে হয়সালা সাম্রাজ্যের সমসাময়িক নারীদের অলঙ্কার, পোষাক ও কেশবিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দিরের ভেতরের বিষ্ণুমূর্তিটি কালো পাথরের তৈরি। মন্দিরের ভেতরে আছে উজ্জ্বল মসৃণ কালোপাথরের তৈরি অনেকগুলি স্তম্ভ। প্রতিটির কারুকার্য আলাদা। কথিত আছে বলবেয়ারিংয়ের ওপর বসানো স্তম্ভগুলি এককালে ঘুরত। বাইরে মন্দিরগাত্রের তলার দিকে লাইন করে হাতি, ঘোড়া ও ফুলের সারি খোদিত আছে। ওইগুলি যথাক্রমে শক্তি, গতি ও সৌন্দর্যের প্রতীক।

Hotel Diyngkho
Fooding & Lodging
Tenga Market, Bomdila
Arunachal Pradesh

Come & enjoy beautiful Arunachal Pradesh. Stay in our hotel in comfort Room Rent : Single 500/- Double 1000/- Delux 1250/- 24 hrs. Electricity, Running Hot & Cold Water. Car rental is also available

We also arrange Tent accomodati

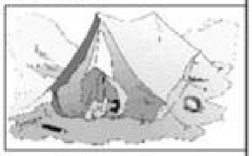

on in the forest. Bird lovers may watch birds in the nearby forest.

Contact :
Mr. Sujit Aich
Ph. No. 03782273505/273303
M.No. 09436891220/09436604653
Email : sujitaich95@gmail.com

TREKS & TOURS

নাগাল্যান্ড ও মণিপুর মিজোরাম ও ত্রিপুরা	24/10, 25/11, 3/2, 3/3
মুক্তিনাথ সমগ্র নেপাল	Feb. to May
সমগ্র কুমায়ুন (৩৭টি স্থান)	9/12, 15/4
লাক্ষাদ্বীপ (৩/৭টি দ্বীপ)	Any day From Oct. to May
অরুণাচল	May to Oct.
উত্তর ও পূর্ব সিকিম	Mar. to May
সমগ্র লাদাখ (৮/১৫/২০ দিন)	May to Sept.
কৈলাস ও মানস (গাড়িতে/হেলিকপ্টারে)	May to Sept.
দামোদর কুণ্ড (নারায়ণ শিলা দর্শন হেলিকপ্টারে)	May to Sept.
লাসা, রংবুক ও বেজিং (গাড়িতে/হেলিকপ্টারে)	May to Sept.
লাহুল স্পিতি, কিন্নর	Sept.

ট্রেকিং: কালাপাথর, ফোকসুমদো লেক, ল্যাটাং, গোঁসাইকুণ্ড, এরাউন্ড অন্নপূর্ণা, অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প, আদি কৈলাস, মিলাম, পিন্ডারি, মণিমহেশ, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস, পঞ্চচুল্লি, রূপকুণ্ড

কর্পোরেট, অফিস, স্কুল, কলেজ অথবা ফ্যামিলি যে-কোনও ধরণের গ্রুপ, ট্যুর প্যাকেজ প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা করা হয়।

9, Lalbazar Street, Marcantile Building, 1st Fl. Block-E, Kolkata-700001
37, Deshpran Sasmal Road, Howrah-1
Web: www.treksandtours.com
E-mail: treksandtours@gmail.com
9433073745 • 2119-9000
9432369253 • 2643-9253

হাঁসখালির বিল □ পত্রলেখক

শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্মের নীচে নিজেদের নাম, পরিচয় ও নিবাস খোদিত করে গিয়েছেন। এই মন্দির যেন পাষাণে খোদিত এক অপরূপ কাব্যগাথা। চেন্নাকেশব মন্দির ছাড়া বেলুড় মন্দিরচত্বরে আছে রঙ্গনায়কী, সৌমাকি, শ্রীদেবী ও ভূদেবীর মন্দির। সবকটি মন্দিরই ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। এছাড়া আছে নাটমণ্ডপ, যজ্ঞমণ্ডপ, গরুড়স্তম্ভ, বাসুদেব সরোবর ইত্যাদি। মন্দির বন্ধ থাকে দুপুর বারোটা থেকে তিনটে অবধি। কর্নাটক ভ্রমণার্থীদের অবশ্যদ্রষ্টব্য এই বেলুড় মন্দির।

সুমিতা গুপ্ত

ফাল্গুনী আবাসন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১

__বেড়িয়ে এসে__

বাহাদুরপুরের জঙ্গলে

'ভ্রমণ' পত্রিকার জুন ২০০৭ সংখ্যা থেকে কৃষ্ণনগরের সন্নিকটে বাহাদুরপুর, মায়াকোলের সংরক্ষিত বনের বর্ণনা পড়ে জুন মাসের এক রোববার সকালের লোকাল ট্রেনে করে কৃষ্ণনগর পৌঁছলাম। কৃষ্ণনগর থেকে ধুবুলিয়াগামী বাসে চড়ে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে এসে নামলাম বাহাদুরপুর স্টপেজে। সময়টা গ্রীষ্মকাল হওয়ার দরুন বেশ গরম অনুভূত হচ্ছে। রাস্তার পাশের সাইনবোর্ডে নির্দেশ অনুযায়ী অবহিত হলাম যে, এই অঞ্চল দিয়েই চলে গিয়েছে কর্কটক্রান্তি রেখা। জঙ্গলে প্রবেশ করতেই নজরে পড়ল গাছের ডালে বসে রয়েছে দুটি বাঁশপাতি পাখি। সরু পায়ে-চলা পথের দুপাশে সার দিয়ে রয়েছে সেগুন, ইউক্যালিপ্টাস, সোনাঝুড়ি, আকাশমণি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ। তবে ঝলসানো গ্রীষ্মে তাদের ডালপালায় সবুজ পত্ররাজির অনধিক্য, যদিও বনপথ পাখির কলতানে মুখরিত। গাছের ডালে বসা একজোড়া ঘুঘু এবং একটি বেনেবৌ দৃশ্যমান হল। ফিঙে সহ আরও কয়েক প্রজাতির পাখির চঞ্চল ওড়াউড়ি ও ব্যস্ততা নজরে পড়ছে। কাঠঠোকরার গাছের গায়ে ঠোকরানোর শব্দ অনুসরণ করে সহজেই তাকে দৃশ্যগোচর করলাম। স্থানীয় কিছু মানুষজন শুকনো ডালপালার বোঝা মাথায় করে বনপথ দিয়ে চলেছে। ঝরাপাতা মাড়িয়ে চলতে চলতে একসময় পৌঁছে যাই এক ঝুড়িনামা বটগাছের তলায়। আধো অন্ধকারে ঝুড়িগুলোর নীচে রচিত হয়েছে এক রহস্যময় পরিবেশ। গাছের ডালে কাঠবেড়ালিদের রাজত্ব। কাছেই ঝোপের মধ্যে দেখতে পাই ছাতারে পাখিদের কোলাহল সহ বাসা বানানোর ব্যস্ততা। গাছের ডালে দেখা পাই শালিখ, দোয়েল, ঘুঘু সহ আরও কিছু পাখির। বটগাছের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে একটি পায়ে-চলা পথ ও তার বিপরীত দিকে বিস্তৃত চাষের খেতে চলছে ট্রাক্টর দিয়ে কৃষিকার্য। পায়ে-চলা পথ ধরে প্রায় পঁচিশ মিনিট চলার পর আবার উঠে এলাম জাতীয় সড়কে। রাস্তার পাশে ধাবাতেই সমাপন করলাম স্থানীয় হাঁসডাঙা বিল থেকে ধরা ট্যাংরা মাছের ঝাল-সহযোগে মধ্যাহ্নভোজন। এরপর সাইকেলভ্যানে করে জাতীয় সড়ক বরাবর কিছুটা অগ্রসর হয়ে দেখা পেলাম অশ্বক্ষুরাকৃতি হাঁসডাঙা বিলের। বিলের অপরপাড়ে গ্রামের ঘরবাড়ি ও চাষের খেত দৃশ্যমান। বেশ কিছু শামুকখোল বিলের ধার বরাবর দাঁড়িয়ে। বিলের ওপর পোঁতা খুঁটিতে পানকৌড়ি ও মাছরাঙা মাছের আশায় অপেক্ষমাণ। জেলেডিঙি বেয়ে জেলেদের মাছ ধরার ব্যস্ততা। বিলের এপার থেকে ওপারে খেয়া পারাপার করছে স্থানীয় মানুষজন। একঝাঁক বক মাঝেমধ্যেই দলবেঁধে আকাশে চক্কর কেটে আবার নেমে এসে বসছে বিল-সংলগ্ন জলাভূমিতে। শীতকালে সরাল সহ আরও বেশ কিছু প্রজাতির পাখির কলতানে বিল হয় মুখরিত। যাই হোক, এখানে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে লোকাল বাসে চড়ে এসে নামলাম বাহাদুরপুর স্টপেজে। এখান থেকে সাইকেলভ্যানের সওয়ারি হয়ে চললাম আনন্দপুর হয়ে মায়াকোল ঘাটের দিকে। এই যাত্রাপথটি বড়ই সুন্দর। চলার পথের দুপাশে গ্রামের ঘরবাড়ি। সামনে পরিষ্কার নিকোনো উঠোনের পাশে তুলসীমঞ্চ। বেশ কিছু বাড়ি-সংলগ্ন গোয়ালঘর রয়েছে। মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে বাঁশঝাড়ের জঙ্গল, জলাশয় ঘিরে সুপুরি ও নারকেলগাছের সারি। অবশেষে পৌঁছলাম মায়াকোল ঘাটে। জলঙ্গি নদীর এই ঘাটের দুপাশে চাষের জমি। উর্বর এই কৃষিজমিতে ধান, ভুট্টা সহ হরেকরকম ফসলের চাষ হয়। নদীর জল স্বচ্ছ। বিকেলের পড়ন্ত রোদ পড়ে রচিত হয়েছে এক মায়াময় পরিবেশ। নদীর ঘাটে চড়ে বসি নৌকায়। নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত বাঁধা দড়ি ধরে মাঝি নৌকা অপরপাড়ে কদমতলা ঘাটে ভেড়ায়। ঘাটের কাছেই বটগাছের নীচে ছোট্ট মন্দিরে চলছে সন্ধ্যারতি। কদমতলা ঘাট থেকে সাইকেলভ্যানে করে এসে পৌঁছই বাসরাস্তায়। অতঃপর বাস ধরে কৃষ্ণনগর।

সঞ্জয় লাহিড়ী

হালতু, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৭৮

__বেড়িয়ে এসে__

কুমায়ুনের নারায়ণ আশ্রম

পুরনো 'ভ্রমণ' পত্রিকা বের করে যতটা পারলাম নারায়ণ আশ্রমের খোঁজখবর নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এবছরের মে মাসের শেষে। কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের নতুন অফিস থেকে নারায়ণ আশ্রম সম্বন্ধে বিশেষ কোনও তথ্য পেলাম না। 'ভ্রমণ' এপ্রিল, ২০০৩ সংখ্যায় 'পাঠকের পাতা' বিভাগে পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে শ্রীমতী বেলারানি পণ্ডিতের লেখায় নারায়ণ আশ্রমের কিছু তথ্য পেলাম। 'ভ্রমণ' জুন, ২০০৮ সংখ্যা থেকেও কিছু তথ্য পেয়েছি। এইসব তথ্য সংগ্রহ করে বেরিয়ে পড়া।

লখনউ আইসবাগ হয়ে টনকপুরে ট্রেনপথ শেষ হল। এইসময় ৩ মাস ধরে চলা পূর্ণাগিরি মেলার ভিড় পেয়েছিলাম।

টনকপুর থেকে শ্যামলাতাল, পিথোরাগড়, বিরথি, কালামুনি হয়ে মুন্সিয়ারি এসেছি। পিথোরাগড়, বিরথিতে ১ দিন, ২ দিন করে ছিলাম। কুমায়ুনের পাহাড়ি পথসৌন্দর্য অসাধারণ, মনোমুগ্ধকর লেগেছে। চির, ফার, পাইন, আখরোট, পপলার, দেবদারু গাছের ফাঁকে ফাঁকে সর্পিল পথ ক্রমশ ৭,৫০০ ফুট উচ্চতায় মুন্সিয়ারিতে এনেছে। শুধু দুঃখের কথা পিথোরাগড়, কালামুনি বা মুন্সিয়ারি থেকে পঞ্চচুল্লি, রাজরম্ভা বা হংসলিঙ্গ তুষারশৃঙ্গ দেখতে পেলাম না। পাহাড়ের গাছের শুকনো পাতায় আগুন ধরে যে ধোঁয়া উঠছে তার সঙ্গে কুয়াশা মিশে এক অদ্ভুত ধোঁয়াশায় দূরের তুষারশৃঙ্গ অদৃশ্য হয়ে থাকল। বিরথি ঝরনার পরিবেশ বা তার জলোচ্ছ্বাস তবু কিছুটা সান্ত্বনার ছবি এঁকে মন ভরিয়েছে। অস্তগামী সূর্যের আলোয় পঞ্চচুল্লির যে মায়াবীরূপ ফুটে ওঠে তারই টানে মুন্সিয়ারি আসা। সেই না দেখা দুর্ভাগ্যকে সঙ্গে নিয়ে এবার চলেছি নারায়ণ আশ্রমের পথে। মুন্সিয়ারি শেয়ার জিপে এসেছি। মুন্সিয়ারি থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে মদকোটের কাছ থেকেই পাশাপাশি পেলাম গৌরীগঙ্গাকে। এভাবে এলাম জৌলজিবী, মুন্সিয়ারি থেকে ৬২ কিলোমিটার। এখানে গৌরীগঙ্গা আর কালীনদীর তোলপাড় করা সঙ্গম। একটা ফুটব্রিজ আছে, ওপারে নেপাল, ঘুরে আসাই যায়। জৌলজিবী ছোট গঞ্জমতো জায়গা, একটু অপরিষ্কার, ব্যবসাদারদের আনাগোনাই বেশি। এখান থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে কালীনদীর ধার দিয়ে এলাম ধারচুলা। সব জায়গা থেকেই বাস, গাড়ি, শেয়ার

IF YOU ARE AN EMPLOYER OR A MANUFACTURER OF MACHINES FOR SMALL INDUSTRIES

KARMAKSHETRA

IS YOUR MEDIUM

The Largest Circulated Bengali Magazine*

Most read too**

ABC* *(Audit Bureau of Circulations)* ***July-December 2011*

***IRS* *(Indian Readership Survey)* *2012 Q1*

জিপ পাওয়া যায়। ধারচুলাতেও কালীনদীর ওপর ফুট ব্রিজ, ওপারে নেপালে কিছু বিদেশি জিনিসের দোকান, কেনাকাটা করে আসা যায়। মুন্সিয়ারির মতো জায়গায় কোনও এ টি এম পাইনি অথচ জৌলজিবী বা ধারচুলাতে এ টি এম আছে। খুবই সাধারণ মানের দুয়েকটা খাবার দোকান আর থাকার আশ্রয়। এবারে চললাম ধারচুলা থেকে নারায়ণ আশ্রম শেয়ার জিপে, দূরত্ব ৬৪ কিলোমিটার। সেই কালীনদীর ধার দিয়ে সর্পিল পাহাড়ি পথ ক্রমশ ওপরে উঠছে। ১৯ কিলোমিটারের পর এল তাওয়াঘাট, এখানে কালীনদীর সঙ্গে মিশেছে ধৌলিগঙ্গা। দুটো নদীর জলই ঘোলাটে আর প্রচণ্ড স্রোত। এখানে ধৌলিনদীতে বাঁধ দিয়ে বিরাট জলাধার করেছে এন এইচ পি সি। একটা টানেলও পেলাম এখানে। ভালো পিচরাস্তাই চলেছে নদীর ধার দিয়ে। কোথাও কোথাও ধসে রাস্তা ভেঙেছে, মেরামতিও চলছে। এপথে চারটে ঝরনা পেয়েছি, তার মধ্যে কনজ্যোতি ঝরনা সবচেয়ে বড়, একটা পানিচাক্কিও আছে এখানে। কালীনদীর ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে এল প্রথম গ্রাম পাঙ্গু, তারপর সোসা গ্রাম, তারপর এল হিমখালি গ্রাম, তারপরই নারায়ণ আশ্রমে এসে মোটরপথ শেষ।

গাড়ি থেকে নেমে প্রায় ৬-৭ তলা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আশ্রম। ভ্রমণার্থী আমরা ৪ জনই। আশ্রমের মহারাজ স্বামী তদ্রুপানন্দ সরস্বতী তখন ছিলেন না, বিদেশে গিয়েছেন কোনও ধর্মমহাসভায়। দেখভালের দায়িত্বে আছেন রুদ্রপ্রয়াগের প্রতাপ সিং রানা এবং তাঁর স্ত্রী। আমাদের কাছে খবর ছিল আশ্রমে থাকা-খাওয়ার জন্য কোনও টাকাপয়সা নেওয়া হয় না যাত্রীদের কাছ থেকে, আসার সময় উপযুক্ত অনুদান দিয়ে দিলেই হল, কিন্তু পি এস রানার কাছে জানলাম আশ্রমের ট্রাস্টিবোর্ড এখন ৫ বছর ধরে থাকা-খাওয়ার জন্য প্রতিদিন জনপ্রতি ৩০০ টাকা ধার্য করেছে, আমাদেরও তাই দিতে হল। বেলা ১টা ৩০ মিনিটের মধ্যে ভাত-ডাল-সবজি ভোজন শেষ।

৮০ বিঘা জায়গা নিয়ে পুরো কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা আশ্রম। এরই মধ্যে নানারকম ফুলের বিশাল বাগান, আপেল, আঙুর, পিচ, আখরোট, অ্যাপ্রিকট ফলের গাছ, এর সঙ্গে রয়েছে আলু, কপি ইত্যাদির সবজি বাগান। একটা ছোট বুগিয়ালও আছে সবুজ ঘাসে ছাওয়া। আখরোট, পপলার, দেওদার, পাইন, রডোডেনড্রন, চির ইত্যাদি দিয়ে ঘেরা। এখানকার উচ্চতা প্রায় ৯,০০০ ফুট। কাঠের দোতলা মন্দিরে সুন্দর কাঠের কাজ, কাঠের মেঝেতে কার্পেট পাতা, কাঠের সিংহাসনে রুপোর বিষ্ণুনারায়ণ মূর্তি। পূজারি দিলারাম বড়ু। সকাল- সন্ধে আরতি আর ভজন হয়। মহারাজের ঘরটি সুন্দর অবস্থানে, একটা টিলার ওপর। সেখান থেকে সমস্ত আশ্রম, মন্দির, অফিসঘর, রান্নাঘর দেখা যায়। মহারাজের ঘর ছাড়িয়ে আরেকটু ওপরে আরও নির্জন পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে 'শূন্য কুটির' বলে একটা ছোট মন্দির তৈরি হচ্ছে কাঠের। শান্ত, সমাহিত, নির্জন বনস্থলী, এক সুন্দর শান্তির জায়গা। শুধু পাখির ডাক আর বাতাসের শব্দ। এখানে সোলার লাইট আছে। রান্নাঘরে চটের আসনে পিঁড়ের ওপর স্টিলের থালায় গরম রুটিতে ঘরে তৈরি ঘি মাখিয়ে খাওয়া আর খাওয়ার পর যাত্রীদের থালা-গেলাস-বাটি ধুয়ে রাখতে হয়।

আমাদের ১৫ নম্বর ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। চারটে চৌকির ওপর চারটে নরম গদির বিছানা, পর্যাপ্ত লেপকম্বল, সুন্দর বাথরুম, কমোড, গরম জল। রাতে ভালোই ঠান্ডা। আশ্রমের নিজস্ব গোশালা আছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। আশ্রমের ধারেকাছে কিন্তু কোনও জনবসতি, দোকান কিছু নেই। শান্তি আর নির্জনতা আর ভক্তির সংমিশ্রণ এই নারায়ণ আশ্রম। আমাদের ঘরের বারান্দা থেকে বা জানলা দিয়ে পূর্বদিকে নেপালের অ্যাপি পর্বতশ্রেণীর তুষারশৃঙ্গ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। এখান থেকেই শুরু হচ্ছে আদি কৈলাস বা ছোটো কৈলাস ও পার্বতী সরোবর যাওয়ার হাঁটাপথ। এখান থেকে বেশ কিছুদূরে হাঁটাপথে মানসসরোবরে যাওয়ার জন্য ভারতের শেষ সীমানা লিপুলেখ পাস, তারপরই চিন সীমান্ত।

কর্নাটকের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নারায়ণস্বামী অল্প বয়সে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হন। আরও কয়েকজন সহসন্ন্যাসীর সঙ্গে মানস-কৈলাস তীর্থযাত্রা শেষ করে ফেরার সময় এই জায়গাটা পছন্দ করেন এবং আশ্রমের পরিকল্পনা করেন। পরে সারা ভারত পরিক্রমা করে অর্থ সংগ্রহ করে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৩৬ সালে। অল্প কিছুদিন পরে তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ভর্তি হন, অল্পদিন পরেই মাত্র ৪৩ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। এসবই পি এস রানার কাছে শোনা।

মানস চক্রবর্তী

বরানগর, কলকাতা-৭০০ ০৯০

ভাইজ্যাগে বাঙালি পরিচালিত হোটেল

SAI RESIDENCY

Non AC 850/-, AC 1100/-

Economy ও budget category hotel

ভাইজ্যাগ-কে কেন্দ্র করে আপনি অন্ধ্রপ্রদেশ ট্যুর করতে পারেন

ভাইজ্যাগ-ভাইজ্যাগ

[4 জনের Non AC @ 3500/-, AC @ 5000/-]

Club Destiny 9339730148, 22283246, 9831540968, 9874422811

বেড়িয়ে এসে

ওড়িশার উপকূল দর্শন

'ভ্রমণ' এপ্রিল ২০০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ওড়িশার উপকূলে' লেখা পড়ে লেক, সমুদ্র, পাহাড় ও কোলাহলহীন প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখার জন্য বরকুল-রম্ভা-গোপালপুর-তপ্তপানি-পুরী ও সাতপাড়ার উদ্দেশে ৬ জনের একটি দল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ১০ জুলাই রাতে চেন্নাই মেলে উঠে পরদিন সকালে বালুগাঁও স্টেশনে নামি। স্টেশনের বাইরে আমাদের জন্য পূর্বনির্দিষ্ট ট্যাভেরা গাড়ি অপেক্ষা করছিল। একপাশে সবুজেমোড়া পর্বতমালা ও অন্যদিকে দিগন্তবিস্তৃত লেকের জলরাশি দেখতে দেখতে ৬ কিলোমিটার দূরের পান্থনিবাসে এসে পৌঁছই। লেকের একেবারে গা-ঘেঁষে গড়ে ওঠা পান্থনিবাসের কটেজগুলি সত্যি খুব সুন্দর। কোলাহলহীন পরিবেশই এখানকার বৈশিষ্ট্য। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে গাড়িতে নির্মলঝর, নারায়ণী মন্দির দক্ষরাজার প্রজাপতি মন্দির, ভগবতী মন্দির ও জেলেদের গ্রাম দেখে পান্থনিবাসে ফিরে আসি। দুপুরের ভোজন সেরে পান্থনিবাসের লঞ্চে কালিযাই মন্দির দর্শনে বেরোই। আকাশে কালো মেঘের খেলা ও মাঝে-মধ্যে লেকের জলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বীপগুলি দেখতে দেখতে কালিযাই এসে পৌঁছই। লঞ্চ থেকে নেমে মন্দিরে পুজো দিয়ে পুনরায় লঞ্চে ফেরার পথ ধরি। পথে কোথাও পাহাড়ের গায়ে নেভির জওয়ানদের রাইফেল শ্যুটিং, কখনও আকাশে ঘরে-ফেরা উড়ন্ত পাখির ঝাঁক চোখে পড়ে। দূর থেকে লেকের জলে পান্থনিবাসের ছায়া দেখে মন উদ্বেল হয়ে ওঠে। লঞ্চ থেকে নেমে বাকি সময়টা বারান্দায় বসে আড্ডা দিয়েই কাটিয়ে দিই। পরদিন সকালে লেকের বুকে সূর্যোদয় দেখে গাড়িতে গোপালপুর রওনা হই। জাতীয় সড়ক ধরে গাড়ি ছুটে চলে। চোখে পড়ে একপাশে সবুজেমোড়া পর্বতমালা ও অন্যদিকে টলটলে হ্রদ। বেরহামপুর পৌঁছে ১৬ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে গোপালপুর পৌঁছই। প্রায় পর্যটকহীন সাগরবেলায় বসে উত্তাল সমুদ্র দেখে তপ্তপানির পথ ধরি। গাড়ি ছুটে চলে। পিছন থেকে সমুদ্রের গর্জন কানে আসে। এন এইচ ১৭ ধরে গাড়ি ছুটতে থাকে। দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার। একসময় জনপদ ছেড়ে পাহাড়ে পাকদণ্ডি পথ ধরি। গাড়ি তখন ঊর্ধ্বমুখী। প্রায় ১৮০০ ফুট উচ্চতায় তপ্তপানির পান্থনিবাসের গেট দিয়ে গাড়ি ভেতরে প্রবেশ করে। সবুজ অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ের কোলে প্রায় ঝুলে থাকা পান্থনিবাসের কটেজগুলি দারুণ ভালো লাগে। কাচেঘেরা ডাইনিং হলে লাঞ্চ সারতে সারতে প্রকৃতিকে উপভোগ করি। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু অরণ্যঘেরা পর্বতশ্রেণী চোখে পড়ে। এখান থেকে বেরিয়ে তপ্তকুণ্ড ও মন্দির দেখে বরকুলের পথ ধরি। হঠাৎ একজায়গায় গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে, দেখি চারণভূমি থেকে আগত গরু ও ছাগলের বিশাল মিছিল রাস্তা পেরোচ্ছে। মিনিট পাঁচেক পর রাস্তা পরিষ্কার হতে গাড়ি রম্ভার পান্থনিবাসের ভেতর প্রবেশ করে। এখান থেকে দিগন্তব্যাপী লেকের সৌন্দর্য দেখে ও চা খেয়ে বরকুল ফিরে আসি। পরদিন সকালে পুরী। এখানে 'পার্ক বিচ রিসর্ট'-এর সমুদ্রমুখী দোতলার ঘরে উঠি। হোটেলটির সব ঘর থেকেই সমুদ্র দর্শন করা যায়। পরদিন মন্দিরের পুজো সেরে গাড়িতে ৫৫ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে সাতপাড়া পৌঁছই। এখানে লঞ্চে করে মাঝ-সমুদ্রে ডলফিন দেখে পুরী ফিরে আসি এবং রাতে পুরী এক্সপ্রেসে কলকাতা যাত্রা করি।

বিশ্বজিৎ দত্ত

১/৪৮, পোদ্দারনগর, যোধপুর পার্ক

কলকাতা-৭০০ ০৬৮

ভ্রম সংশোধন

'ভ্রমণ' আগস্ট ২০১২ সংখ্যায় ৮৬ পাতার ছবিদুটি তুলেছেন অরিন্দম ভট্টাচার্য। ১৯৬ ও ২০০ পাতার ছবি তুলেছেন শান্তনু চক্রবর্তী। অনবধানতাবশত, এই চারটি ছবির চিত্রগ্রাহকের নাম ছাপা না হওয়ায় আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

TEN TIMES WILDER
THAN THE CONCRETE
JUNGLE.
You haven't experienced the wild, till you've experienced Madhya Pradesh. Replete with more than 20 wildlife sanctuaries and national parks, this single destination will give you what ten others put together can't: a million experiences.
BORI
Sambhar
SANJAY DHUBRI
Panther
The heart of Incredible India
SATPURA
Bear
KANHA
Barasingha
BANDHAVGARH
Tiger
MADHYA PRADESH
Dus trip ke barabar ek trip
PENCH
Bison
CHAMBAL
Gangetic Dolphin
MADHAV
Chinkara
KEN
Ghariyal
PANNA
Leopard
MADHYA PRADESH TOURISM 'Chitrakoot', Room No. 67, 6th Floor, 230A, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700 020
Tel - (033) 22833526, 32979000, 22875855, e-mail - kolkata@mptourism.com
www.mptourism.com

ভ্রমণজিজ্ঞাসা

বিশাখাপত্তনম থেকে আরাকুগামী সমস্ত বাস টায়ডা হয়ে যাতায়াত করে। বাসে সময় লাগবে ঘণ্টাতিনেক। টায়ডাতে থাকার জন্য রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটনের জাঙ্গল বেলস নেচার ক্যাম্প।

□ গোয়ার পানাজি আর মারগাঁও থেকে মহারাষ্ট্রের আরোন্ডার দূরত্ব কত? মারগাঁও থেকে আরোন্ডার যাওয়ার কী কী ট্রেন আছে? আরোন্ডায় থাকার কী ব্যবস্থা আছে জানালে উপকৃত হব।

□□ মহারাষ্ট্রের সিন্ধুদুর্গ জেলায় তেরাখোল নদীর তীরে আরোন্ডা এক সুন্দর জায়গা। একদিকে তেরাখোল নদী, অপরদিকে আরবসাগরের উত্তাল ঢেউ, সবুজ গাছগাছালির ভিড়— এই সবকিছু নিয়ে আরোন্ডার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এককথায় অসাধারণ। তেরাখোল নদী অতিক্রম করলেই গোয়া। আরোন্ডা থেকে গোয়ার পানাজির দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার। মারগাঁও থেকে আরোন্ডার নিকটবর্তী রেলস্টেশন সাওন্তবাড়ি রোড যায় ১০১০৪ মান্ডবী এক্সপ্রেস, ১০১১২ কোঙ্কনকন্যা এক্সপ্রেস, ৫০১০৮ সাওন্তবাড়ি রোড প্যাসেঞ্জার, ২২১৪৯ পুনে এক্সপ্রেস ছাড়াও নানা ট্রেন। মারগাঁও থেকে সাওন্তবাড়ি ৮৯ কিলোমিটার। সাওন্তবাড়ি থেকে আরোন্ডা ২৬ কিলোমিটার। এপথে গাড়ি পাবেন।

আরোন্ডায় থাকার জন্য রয়েছে **লোটাস ব্যাকওয়াটার রিসর্ট** (☎০২৩৬৩-২৬২৪৭০/৭৪, ০৯৪২১৯-৬৬৫২০), ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৪,০০০ টাকা, হেরিটেজ ঘরের ভাড়া ৫,০০০ টাকা, ফ্লোটিং কটেজের ভাড়া ৬,০০০ টাকা।

□ কলকাতা থেকে জয়রামবাটির দূরত্ব কত? ট্রেনে গেলে কোথায় নামা সুবিধাজনক? মাতৃমন্দির কখন খোলা থাকে? থাকার কী ব্যবস্থা আছে?

□□ কলকাতা থেকে জয়রামবাটি সরাসরি বাস যোগাযোগ আছে। দূরত্ব ১১০ কিলোমিটার। ট্রেনে এলে হাওড়া থেকে ধরতে পারেন ১২৮৮৩ রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস, ১২৮২৭ পুরুলিয়া এক্সপ্রেস অথবা শালিমার থেকে ১২৮৮৫ আরণ্যক এক্সপ্রেস (রবিবার বাদে)। নামতে হবে বিষ্ণুপুর স্টেশনে। বিষ্ণুপুর থেকে জয়রামবাটির দূরত্ব ৫৬ কিলোমিটার। এখানকার মাতৃমন্দির খোলা থাকে ভোর চারটে থেকে সকাল এগারোটা এবং বেলা তিনটে থেকে রাত আটটা। মাতৃমন্দিরের যাত্রীনিবাসে থাকতে পারেন। যোগাযোগ করুন:

অধ্যক্ষ মহারাজ
শ্রীশ্রী মাতৃমন্দির, জয়রামবাটি
বাঁকুড়া-৭২২ ১০১ ☎(০৩২১১) ২৪৪২২২

□ বেঙ্গালুরু থেকে বেলুর, হ্যালেবিদ, শ্রবণবেলগোলা ভ্রমণ করতে চাই। বেঙ্গালুরু থেকে কর্নাটক ট্যুরিজমের বেলুর-হ্যালেবিদ-শ্রবণবেলগোলার কোনও ট্যুর কি করানো হয়? খরচ কত? বেলুর, হ্যালেবিদ, শ্রবণবেলগোলার কয়েকটি ভালো হোটেলের সন্ধান দিলে ভালো হয়।

□□ কর্নাটক ট্যুরিজম বেঙ্গালুরু থেকে বেলুর-হ্যালেবিদ-শ্রবণবেলগোলার একটি ট্যুর করায়। সকাল সাড়ে ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত। এ সি ভলভো বাসে জনপ্রতি ৯৩৫ টাকা খরচ পড়ে। বেলুরে থাকার জন্য রয়েছে কর্নাটক পর্যটনের **হোটেল ময়ূরা ভেলাপুরী** (☎২২২২০৯), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯৫০ টাকা, এ সি ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা, এ সি স্যুইটের ভাড়া ১,৮০০ টাকা, ২০ শয্যার ডর্মিটরির শয্যাপ্রতি ভাড়া ১৫০ টাকা।

প্রাইভেট হোটেল: **বিষ্ণু রিজেন্সি** (☎২২৩০১১), নন-এ সি ঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা, এ সি ঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা। **সুমুখা রেসিডেন্সি** (☎২২২১৮১), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা। **শ্রীবিষ্ণু কৃপা বোর্ডিং অ্যান্ড লজিং** (☎২২২২৬৩), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা।

হ্যালেবিদে থাকার জন্য রয়েছে কর্নাটক পর্যটনের **হোটেল সানথালা** (☎২৭৩২২৪), ভাড়া ৮৫০-১,৫০০ টাকা।

হ্যালেবিদের হোটেলে জায়গা না পেলে ৩৩ কিলোমিটার দূরের হাসানে থাকতে পারেন। হাসানের প্রাইভেট হোটেল: **সুবর্ণ রিজেন্সি** (☎২৬৪২৭৯), স্ট্যান্ডার্ড দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮৮৪ টাকা, ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৩৫৬ টাকা, স্যুইটের ভাড়া ২,০২০ টাকা। **শ্রীকৃষ্ণ** (☎২৬৩২৪০), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯৩৬ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৪৮৪ টাকা (সঙ্গে দু'জনের ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)। **শ্রীবিষ্ণু রেসিডেন্সি** (☎২৩৪৭৮৫), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৪০০ টাকা, চারশয্যাঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা, ছয়শয্যাঘরের ভাড়া ১,০০০ টাকা। **হোটেল হাসান অশোক** (☎২৬৮৭৩১), ভাড়া ৪,০০০-৬,৫০০ টাকা। **হয়সলা ভিলেজ রিসর্ট** (☎২৫৬৭৯৩), ভাড়া ৫,১০০-৬,১০০ টাকা।

শ্রবণবেলগোলায় রয়েছে মন্দির কমিটির **জৈন ধর্মশালা** (☎২৫৭২৫৮), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২১০ টাকা, তিনশয্যাঘরের ভাড়া ২৬০ টাকা, চারশয্যাঘরের ভাড়া ৩১০ টাকা, পাঁচশয্যাঘরের ভাড়া ৩৬০ টাকা, ছয়শয্যাঘরের ভাড়া ৪১০ টাকা।

হোটেল রঘু (☎২৫৭২৩৮), ভাড়া ৪০০-৮০০ টাকা। **ইন্সপেকশন বাংলো** (☎২৫৭২৫৮), ভাড়া ২১০-৫১০ টাকা। **অক্ষত** (☎২৫৬৫৫৫), ভাড়া ৪০০-৫০০ টাকা।

শ্রবণবেলগোলার এস টি ডি কোড: ০৮১৭৬।
বেলুড় ও হ্যালেবিদের এস টি ডি কোড: ০৮১৭৭।
হাসানের এস টি ডি কোড: ০৮১৭২।

□ দেওয়ালির ছুটিতে চার বন্ধু মালসেজঘাট যেতে চাই। কীভাবে যাওয়া সুবিধাজনক? মালসেজঘাটে কি মহারাষ্ট্র পর্যটনের থাকার কোনও ব্যবস্থা আছে? ভাড়া কীরকম?

□□ মালসেজঘাটের নিকটতম রেলস্টেশন কল্যাণ জংশন। হাওড়া বা শালিমার থেকে কল্যাণ যায় ১২৮৬০ গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস, ১২৮১০ মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর), ১২৩২১ মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ), ১৮০৩০ লোকমান্যতিলক এক্সপ্রেস, ১২১০২ জ্ঞানেশ্বরী সুপার ডিলাক্স এক্সপ্রেস (সোম, বুধ, বৃহস্পতি, রবি), ১২১৫২ সমর্সতা এক্সপ্রেস (শুক্র, শনি), ১২৮৭০ মুম্বই এক্সপ্রেস (শুক্র)। কল্যাণ থেকে মালসেজঘাটের দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার। কল্যাণ থেকে মুরবাদ, সরলগাঁও, ভৈসাখারে হয়ে যেতে হবে।

আবার কলকাতা থেকে বিমানে মুম্বই গিয়ে সেখান থেকে গাড়িভাড়া করে সরাসরি চলে যেতে পারেন মালসেজঘাট। মুম্বই থেকে মালসেজঘাটের দূরত্ব ১৫৪ কিলোমিটার, পুনে থেকে দূরত্ব ১৬৪ কিলোমিটার। কল্যাণ, পুনে, কাবজাট প্রভৃতি স্থান থেকে মালসেজঘাট যাওয়ার বাস পাওয়া যায়।

মালসেজঘাটে থাকার জন্য রয়েছে মহারাষ্ট্র

পর্যটন উন্নয়ন নিগমের **ফ্লেমিঙ্গো রিসর্ট** (☎৯৮৩০০-৪৯৮৮৭), 'এ' টাইপ চারশয্যার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,৯০০ টাকা, চারশয্যার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,৯০০ টাকা, চারশয্যার কটেজের ভাড়া ২,৪০০ টাকা, দ্বিশয্যার সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৪০০ টাকা, 'বি' টাইপ দ্বিশয্যার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা, 'সি' টাইপ চারশয্যার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,১০০ টাকা, ১৫ শয্যার ডর্মিটরির ভাড়া ৩,০০০ টাকা, ২৫ শয্যার ডর্মিটরির ভাড়া ৫,০০০ টাকা।

□ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সপরিবারে বিশাখাপত্তনম, আরাকু যাব। একযাত্রায় টায়ডাও ঘুরে আসতে চাই। বিশাখাপত্তনম থেকে টায়ডার দূরত্ব কত? টায়ডায় থাকার কী ব্যবস্থা আছে?

□□ বিশাখাপত্তনম থেকে টায়ডার দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার। বিশাখাপত্তনম থেকে আরাকুগামী সমস্ত বাস টায়ডা হয়ে যাতায়াত করে। বাসে সময় লাগবে ঘণ্টাতিনেক। সরাসরি গাড়ি ভাড়া করে এলে ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে টায়ডা পৌঁছতে পারেন।
টায়ডাতে থাকার জন্য রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটনের **জাঙ্গল বেলস নেচার ক্যাম্প** (☎২২৮১-৩৬৭৯), এ সি নিউ ব্রিজ, উডেন কটেজের ভাড়া ২,৫০০ টাকা, এ সি ইগলু কটেজের ভাড়া ২,২৫০ টাকা, উডেন কটেজ ২,০০০ টাকা, নন-এ সি উডেন লগহাটস এবং এরোকনের ভাড়া ১,২০০ টাকা।

□ কর্নাটকের অল্পচেনা গন্তব্য হোন্নাভার যেতে চাই। হোন্নাভারের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি জানতে চাই। কীভাবে যাওয়া সুবিধাজনক? হোন্নাভার থেকে যোগ জলপ্রপাতের দূরত্ব কত?

□□ হোন্নাভার থেকে দেখে আসতে পারেন অপ্সরাকুণ্ড, দূরত্ব ৮ কিলোমিটার। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে ছোট একটি জলধারা। পাহাড়ের ওপর দেখে নিতে পারেন পাণ্ডবগুহা। ওপর থেকে চারপাশের দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে। দূরে শরাবতী নদী ও আরবসাগরের সঙ্গমস্থলটি দেখা যায়। হোন্নাভার থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে ইরাগুঞ্জি গণপতিমন্দির। হোন্নাভারের আরেক আকর্ষণ বাসবরাজা দুর্গা দ্বীপ। এখানে যেতে হবে নৌকো করে। দ্বীপে রয়েছে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গ। হোন্নাভার থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের শীর্ষে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে করিকানাম্মা মন্দির। মন্দিরে দুর্গা, সরস্বতী ও ভৈরবী দেবীর পূজা হয়। গিরিশীর্ষ থেকে আরবসাগরের বুকে সূর্যাস্ত দেখলে মন ভরে যাবে। শরাবতী ও আরবসাগরের সঙ্গম দেখতে হলে চলে যেতে পারেন হাইগুন্দ দ্বীপে। হোন্নাভার থেকে দূরত্ব ৩ কিলোমিটার। আদকার গ্রাম ও কোড়ানি গ্রাম থেকে নৌকোয় চেপে হাইগুন্দ দ্বীপে চলে যেতে পারেন। এখান থেকেও অসাধারণ সূর্যাস্ত দেখা যায়। হোন্নাভার দুয়েকদিন থেকে চলে যেতে পারেন যোগ জলপ্রপাত। দূরত্ব ৬৮ কিলোমিটার। সরাসরি বাস না পেলে প্রথমে হোন্নাভার থেকে চলে যেতে পারেন তালগুপ্পা। তালগুপ্পা থেকে যোগ জলপ্রপাতের দূরত্ব ১২ কিলোমিটার।
হোন্নাভার যেতে হলে মারগাঁও হয়ে যেতে হবে। হাওড়া থেকে মারগাঁও যায় ১৮০৪৭ অমরাবতী এক্সপ্রেস (সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি)। ট্রেনটি রাত সাড়ে ১১টায় হাওড়া থেকে তৃতীয়দিন বেলা ১টা ৫৫ মিনিটে মারগাঁও পৌঁছয়। মারগাঁও থেকে হোন্নাভার যায় ৫৬৬৪১ ম্যাঙ্গালোর প্যাসেঞ্জার (ছাড়ে দুপুর ২টো ২৫ মিনিটে, পৌঁছয় বিকেল ৪টে ৩৭ মিনিটে), ১২৬১৯ মৎস্যগন্ধা এক্সপ্রেস (রাত ১টা ৩৫ মিনিটে ছেড়ে হোন্নাভার পৌঁছয় ভোর ৩টে ৪৪ মিনিটে), ১৬৩৩৭ ওখা-এর্নাকুলাম এক্সপ্রেস (মঙ্গল, রবিবার সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে হোন্নাভার পৌঁছয় সকাল ৯টা ৫৩ মিনিটে) ছাড়াও নানা ট্রেন।
হোন্নাভারে রয়েছে **হোটেল কামাট রেসিডেন্সি** (☎০৮৩৮৭-২২২০৩০), সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা, সাধারণ তিনশয্যাঘরের ভাড়া ৯৫০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা, এ সি তিনশয্যাঘরের ভাড়া ২,০০০ টাকা।

□ বৃদ্ধা মাকে নিয়ে একটি বিশেষ কাজে এলাহাবাদ যাব। এখানে উত্তরপ্রদেশ পর্যটনের থাকার কি কোনও ব্যবস্থা আছে? ফেরার পথে দিল্লি হয়ে ফিরব? দিল্লি কালীবাড়িতে ঘরভাড়া কীরকম?

□□ এলাহাবাদে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ পর্যটনের **রাহি ত্রিবেণী দর্শন ট্যুরিস্ট বাংলো** (☎০৫৩২-২৫৫৮৬৩৬), এয়ারকুলড দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৭৫০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯৯০ টাকা।
রাহি ইলওয়ার্ট ট্যুরিস্ট বাংলো (☎০৫৩২-২৪০৮৩৭৪), এ সি ইকনমি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা, এ সি সেমি ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,২০০ টাকা, এ সি ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,৮০০ টাকা, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী স্যুইটের ভাড়া ৫,০০০ টাকা, চারশয্যাঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা।
দিল্লি কালীবাড়িতে (☎০১১-২৩৩৬৩৯৬২), ডর্মিটরিতে (কমন বাথ) থাকা-খাওয়া নিয়ে মাথাপিছু খরচ ১৪০ টাকা।

□ সিকিমের কালুক যেতে চাই। কীভাবে যাব জানালে বাধিত হব।

□□ কালুক যেতে হলে প্রথমে পৌঁছতে হবে নিউ জলপাইগুড়ি। শিয়ালদা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যায় ১২৩৪৩ দার্জিলিং মেল, ১৩১৪১ তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস, ১৫৬৫৭ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, ১৩১৪৭ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, ১৩১৪৯ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, ১২৩৭৭ পদাতিক এক্সপ্রেস। হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যায় ১২৩৪৫ সরাইঘাট এক্সপ্রেস, ১৫৯৫৯ কামরূপ এক্সপ্রেস ছাড়াও নানা ট্রেন। কলকাতা টার্মিনাল থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যায় ১২৩৬৩ হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি) এবং ১২৫১৭ গুয়াহাটি গরিবরথ এক্সপ্রেস (বৃহস্পতি, রবি)। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রিনচেনপং হয়ে যেতে হবে কালুক। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে কালুকের দূরত্ব ১২৫ কিলোমিটার। এপথে গাড়িভাড়া পড়বে ৪,০০০ থেকে ৪,৫০০ টাকার মতো। রিনচেনপং থেকে ভাড়াগাড়িতে বা পায়ে হেঁটে যেতে পারেন কালুক। গাড়িতে ভাড়া পড়বে ৬০০ থেকে ৭০০ টাকার মতো। রিনচেনপং থেকে কালুকের দূরত্ব ৩ কিলোমিটার।

□ পুজোর ছুটিতে স্ত্রী-কন্যা সহ মুম্বই বেড়াতে যাব। মাঝে দুটো দিন লোনাভালা-খাণ্ডালায় থাকতে চাই। এখানকার কয়েকটি ভালো হোটেলের সন্ধান দিলে উপকৃত হব।

□□ মুম্বই-পুনের মাঝামাঝি লোনাভালা। বাসে বা ট্রেনে যেতে পারেন। মুম্বই-পুনে এক্সপ্রেস হয়ে গেলে মুম্বই থেকে গাড়িতে সময় লাগে দু'ঘণ্টার মতো। লোনাভালা থেকে আরও ১০ কিলোমিটার দূরে খাণ্ডালা। মুম্বইয়ের কাছাকাছি দারুণ জনপ্রিয় জায়গা লোনাভালা-খাণ্ডালা। আগাম বুকিং না করে এলে মনের মতো জায়গা নাও পেতে পারেন।
প্রাইভেট হোটেল: **হোটেল চন্দ্রলোক**, নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৫০০-২,০০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,০০০-২,৫০০ টাকা। **স্টার রিজেন্সি**, ভাড়া ১,০০০-২,৫০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৮৩১০-৪৬০০৩
হোটেল লোনাভালা, নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০-২,০০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,০০০-২,৫০০ টাকা।
ড্রিমল্যান্ড, ভাড়া ১,০০০-১,৫০০ টাকা।
বুকিং: ☎২৩৬০-৭২৯৩
রামকৃষ্ণ (☎২৭৩৬০০), ভাড়া ২,৬০০-৩,০০০ টাকা। **আদর্শ** (☎২৭২৩৫৩), ভাড়া ২,৮০০-৫,০০০ টাকা।
অন্নপূর্ণা (☎২৭২৩১৬), ভাড়া ১,৫০০-৩,০০০ টাকা।
খাণ্ডালাতে থাকার জন্য রয়েছে **হোটেল গিরিজা**, ভাড়া ২,৫০০-৪,৫০০ টাকা।
শালিমার, ভাড়া ১,০০০-১,৫০০ টাকা।
বুকিং: ☎২৩৬০-৮০০৬
লা রিভাইভাল, ভাড়া ১,৮০০-২,৫০০ টাকা।
ভেলভেট হিল রিট্রিট, ভাড়া ১,৩০০-২,৫০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৪৩৩৭-২৫৭৭৮
লোনাভালার এস টি ডি কোড: ০২১১৪।

পেরিয়ারের জলে-জঙ্গলে

লেখা: মিতা দত্ত ছবি: পিনাক দত্ত

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দক্ষিণে কেরালা-তামিলনাড়ুর সীমানা বরাবর ছড়িয়ে আছে পেরিয়ারের জল-জঙ্গল। ভোরের প্রথম লঞ্চ সফরে ভেসে পড়তে পারলে মনের মধ্যে চিরসঞ্চিত হবে সেই দেড়টি ঘণ্টা। বেড়ানোর সেরা সময় নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি।

পেরিয়ারের জঙ্গলে

পেরিয়ার লেকে

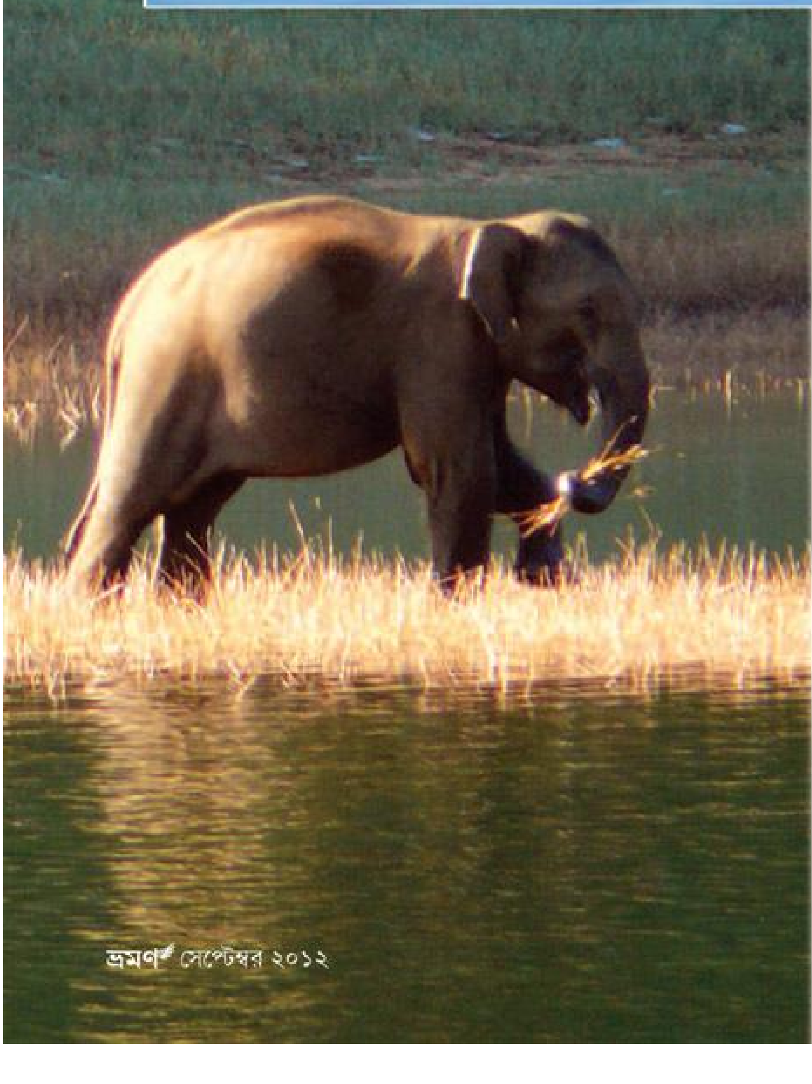

মুন্নারের পাহাড়ি পথ ছেড়ে গাড়ি ছুটে চলেছে মশলা-নগরী কুমিল্লির দিকে। পথের দু'পাশে কেরলের বিখ্যাত সব মশলার বাগান। বাতাসে ভাসছে অদ্ভুত সুন্দর মশলা-মশলা গন্ধ। একটা বাগান ঘুরে দেখার ইচ্ছের কথা আমাদের ড্রাইভার সিজুকে জানাতেই সে বলল যে অনেক বাগানেই গাইডেড ট্যুরের ব্যবস্থা আছে। সেরকম একটা বাগানে ঢুকে আমরা দেখলাম ছোট এলাচ, বড় এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, জায়ফল, জয়িত্রি, হিং, কফি, হলুদ, পুদিনা ও আরও কতরকম মশলা ও ওষধি গাছ। তারপর ওই বাগানের বিক্রয়কেন্দ্র থেকে কিছু মশলা সংগ্রহ করে আমরা এগিয়ে চললাম থেক্কাডির পেরিয়ার ন্যাশনাল পার্ক ও স্যাঙ্কচুয়ারির দিকে।

পেরিয়ার কেরলের ইদুক্কি ও পাথানামথিট্টা জেলার অন্তর্গত হাতি ও ব্যাঘ্র প্রকল্প। এই প্রকল্প দক্ষিণ পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কার্ডামম ও পান্ডালাম পাহাড়ে তামিলনাড়ুর সীমা বরাবর ছড়িয়ে আছে।

পেরিয়ারে আমাদের থাকার ব্যবস্থা কেরল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের 'পেরিয়ার হাউস'-এ। জঙ্গলের মধ্যে অনবদ্য অবস্থান এই পেরিয়ার হাউসের। জঙ্গলবেষ্টিত পেরিয়ার হাউসের পিছন দিকে বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেলে পৌঁছে যাওয়া যায় পেরিয়ার

নদীর ধারে। এঁকেবেঁকে যাওয়া নদীর গতিপথ অনেক দূর অবধি দেখা যায় এখান থেকে। নদীর অপর পারে গভীর জঙ্গল।

১৮৯৫ সালে এই পেরিয়ার নদীতে মুল্লা পেরিয়ার ড্যাম নির্মাণের ফলে তৈরি হয় ২৬ বর্গকিলোমিটার আয়তনের পেরিয়ার লেক। এই জলাধার এবং পেরিয়ার নদীকে জীবনরেখা করে গড়ে উঠেছে ৯২৫ বর্গকিলোমিটার (যার মধ্যে ৩৫০ বর্গকিলোমিটার কোর এরিয়া) পেরিয়ার স্যাঙ্কচুয়ারি ও জাতীয় উদ্যান। এই অরণ্যে অন্য জঙ্গলের মতো জিপ সাফারির ব্যবস্থা নেই। এখানে বন্যপ্রাণ দেখার ব্যবস্থা কেটিডিসি বা বনদপ্তরের ১৫০ সিটার লঞ্চে পেরিয়ার লেকে ঘুরে। সকালে এবং বিকেলে দুটি দেড়ঘণ্টার ট্রিপ এবং মাঝে সারাদিনে দু-তিনটি এক-ঘণ্টার ট্রিপ। আমরা পৌঁছেই এই ট্রিপের টিকিটের ব্যবস্থা করতে গিয়ে খুব হতাশ হয়ে পড়লাম। সেদিনের কোনও ট্রিপেই আমাদের স্থান সংকুলান হল না। অগত্যা পরদিন প্রথম ট্রিপের টিকিটের ব্যবস্থা করা হল।

বিকেলে হেঁটে চললাম পেরিয়ার লেক দেখতে। পথে দেখা মিলল অসংখ্য পাখির আর প্রচুর বনেট ম্যাকাক ও নীলগিরি লাঙ্গুরের। পেরিয়ার লেকের অপার টলটলে জলরাশি দেখেই প্রেমে পড়ে গেলাম তার। এই জলরাশির বুক চিরে তরঙ্গ তুলে যখন একেকটা লঞ্চ যাচ্ছে তখন যেন জলের সঙ্গে মনেও একটা হিল্লোল উঠছে। সবুজ অরণ্যে ঘেরা পেরিয়ার লেক। একদিকে দেখা যাচ্ছে কাদাকাদা তৃণভূমির এক প্রাঙ্গণ। সেখানে তৃণভোজনে মগ্ন একদল গাউর আর বিশাল চেহারার কিছু সম্বর। পেরিয়ারের বিখ্যাত হাতি অবশ্য দেখা

এক মা আর বাচ্চা হাতি খেলাচ্ছলে একবার শুঁড়ে করে মাটি-স্নান করছে আর পরক্ষণেই লেকের পরিষ্কার জলে ধুয়ে ফেলছে সেই মাটি। লঞ্চ কিছুক্ষণ দাঁড়াল সেখানে। তারপর আমরা আবার এগিয়ে চললাম। এবার আমাদের মুহূর্তের জন্য দর্শন দিল চার-পাঁচটি ভোঁদরের একটি দল। একটু এগোতেই এসে পড়ল পেরিয়ার ড্যাম। পাশের জঙ্গলে দেখতে পেলাম প্রাতরাশ সারতে ব্যস্ত একদল হাতি আর একটি গাউর।

গেল না। আলো থাকতে থাকতেই আমরা ফিরে এলাম আমাদের অরণ্যাবাসে। ইচ্ছে আছে বিকেলের শেষ আলোয় অরণ্যাবাসের পিছনের সিঁড়ি দিয়ে পেরিয়ার নদীর ধারে নেমে যাওয়ার। বেশ অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে সেখানে পৌঁছে দেখি পাখিদের মেলা বসেছে। পাইড কিংফিশার, স্টর্কবিল্ড কিংফিশার, লিটল কিংফিশার ও আরও কত কী! একদম কাছেই একদল সম্বর ও নদীর ওপারে খাদ্যান্বেষণে ব্যস্ত বুনো শুয়োরের পরিবার। সূর্য ঢলে পড়ছে আর তৈরি হচ্ছে গা- ছমছমে পরিবেশ। অরণ্যাবাসের সিকিউরিটি গার্ড বার বার করে বলে দিয়েছিল সন্ধে হওয়ার আগে এখান থেকে ঘরে চলে আসতে কারণ সন্ধের দিকে বুনো হাতির সঙ্গে মোলাকাত হওয়া মোটেই আশ্চর্যের নয়। সেই মোলাকাত সুখকর হবে না আন্দাজ করে আমরা ফিরে এলাম ঘরে।

সন্ধেবেলাটা ভালোই কাটল অরণ্যাবাসের লাউঞ্জে বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে সুন্দর কিছু ডকুমেন্টরি দেখে। তারপর নৈশভোজ সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম, কারণ পরদিন সকালবেলা আমাদের জলযানে জঙ্গলাভিযান।

পরদিন ভোরে ঘুমচোখে ঘরে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সবে বসেছি, তখনই একটা কাণ্ড ঘটল। ঘরের জানলায় উপস্থিত এক হনুমান। আগেরদিন থেকেই লক্ষ করছিলাম তাদের দৌরাত্ম্য। অরণ্যাবাস কর্তৃপক্ষের কড়া নির্দেশ মেনে ঘরের জানলার সেটুকুই খুলছিলাম যেটুকুতে গরাদের মধ্যে ফাঁক খুব ছোট। অরণ্যের বুক চিরে বা গা-ঘেঁসে যাওয়া গাড়ি চলাচলের রাস্তায় যেমন লেখা থাকে 'এলিফ্যান্ট ক্রসিং' বা 'ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল ক্রসিং জোন— ড্রাইভ স্লো', তেমন-ই পেরিয়ার হাউসের ঘরে সতর্কবার্তা সাঁটা আছে— 'মাঙ্কি ক্রসিং-বি অ্যাওয়ার!'

যা হোক, জানলায় সেই লালমুখো অতিথিকে দেখে প্রথমে আমরা বেশ আহ্লাদিত হলাম। আমাদের হাতে বিস্কুট দেখে সে কাকুতিমিনতি করাতে তাকে একটা বিস্কুট দিতেই সে প্রসন্নমুখে তা গ্রহণ করল। খুব সাবধানে জানলার পর্দা টেনে দিতেই শুরু হল তার তাণ্ডব। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গ্রিলের ছোট ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে সে ঠেলে সরিয়ে দিল টেনে দেওয়া পর্দা। তারপর এমন কাণ্ড শুরু করল যে, শেষমেষ ক্যামেরার স্ট্যান্ডের গুঁতো দিয়ে তাকে ক্ষান্ত করা হল।

বানর অধ্যায় মিটতেই আমরা চটপট তৈরি হয়ে পৌঁছলাম, যেখানে আমাদের জলযান আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সেখানে উঠে দেখি প্রত্যেকের জন্য আসন নির্দিষ্ট এবং লাইফ জ্যাকেট পরা বাধ্যতামূলক। আসলে কয়েকবছর আগে এখানে ভয়ানক লঞ্চডুবি হয়েছিল যাতে মারা গিয়েছিলেন অধিকাংশ লঞ্চযাত্রী। তাই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

লঞ্চ একটু এগোতেই চোখে পড়ল একদল বুনো শুয়োর। পেরিয়ার লেকের সৌন্দর্য সত্যিই অতুলনীয়। দু'পাশে সবুজ বনানী আর পাহাড়। তাদের প্রতিচ্ছবি জলে পড়ায় লেকের জল কিনারা বরাবর সবুজ আর নীল আকাশের প্রতিবিম্বে মাঝখানটা নীল। সূর্যের আলোয়

AASTHA
ভ্রমণের আনন্দে একধাপ এগিয়ে

- রয়্যাল রাজস্থান সঙ্গে বিকানির (15 দিন) : 15/12, 22/12, 6/1, 20/1/2013
- অসম শিলং সহ (8 দিন): 15/12, 22/12
- ব্যাঙ্গালোর মহীশূর উটি (10 দিন): 14/12, 21/12, 25/12, 18/1, 25/1/2013
- ভাইজ্যাগ সহ হায়দ্রাবাদ (9 দিন) : 14/12, 21/12, 25/12, 18/1, 25/1/2013
- নেপাল (10 দিন): 15/12, 22/12
- ভুটান সঙ্গে ডুয়ার্স (10 দিন): 14/12, 21/12, 25/12, 11/1, 18/1, 25/1/2013
- কেরালা (14 দিন): 15, 22, 29/12, 19, 26/1/2013
- মধ্যপ্রদেশ (14 দিন): 15/12, 22/12

For Central Govt. Employee LTC 80 & LTC 100—Package, Train & Air tickets services are available for Kashmir & Andaman Package

OTHER SERVICES

- Group Tour for— School/College/ Bank Recreation Club.
- Honey Moon & Family Holidays.

Please Call at:-
Ph: 033-4014-3904/06, 09903799372

Ahmedabad • Bengaluru • Chennai • Kolkata • Mumbai • New Delhi

IATA TAFI
An UNIT OF ZENITH HOSPITALITY

লঞ্চের আঁকা জলের আলপনা যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। রূপসী পেরিয়ারকে উপভোগ করতে করতে আনমনা হয়ে পড়েছিলাম আর তখনই লঞ্চটা একটা বাঁক নিতেই চোখে পড়ল এক অপরূপ দৃশ্য। এক মা আর বাচ্চা হাতি খেলাচ্ছলে একবার শুঁড়ে করে মাটি-স্নান করছে আর পরক্ষণেই লেকের পরিষ্কার জলে ধুয়ে ফেলছে সেই মাটি। লঞ্চ কিছুক্ষণ দাঁড়াল সেখানে। তারপর আমরা আবার এগিয়ে চললাম। এবার আমাদের মুহূর্তের জন্য দর্শন দিল চার-পাঁচটি ভোঁদরের একটি দল। একটু এগোতেই এসে পড়ল পেরিয়ার ড্যাম। পাশের জঙ্গলে দেখতে পেলাম প্রাতরাশ সারতে ব্যস্ত একদল হাতি আর একটি গাউর। দেখতে দেখতে ফেরার সময় হয়ে এল। লঞ্চ মুখ ঘোরাল। ফেরার পথে খেলায় মগ্ন সেই মা আর বাচ্চা হাতিকে আরেকবার দেখার সুযোগ পেলাম।

দেড়ঘণ্টার এই অভিযান আমাদের মন ভরিয়ে দিয়েছে। খুশি মনে ফিরে চললাম পেরিয়ার হাউস। লঞ্চঘাট থেকে অরণ্যাবাসের পথে দেখা গেল একদল নীলগিরি লাঙ্গুরের বাঁদরামি। থাট্টেকাডে দেখা মালাবার জায়েন্ট স্কুইরেলকে আরও কাছ থেকে দেখার সুযোগ হল এখানে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

পেরিয়ারে নিকটবর্তী রেলস্টেশন রাজাপালায়ম। হাওড়া থেকে রাজাপালায়ম যাওয়ার সরাসরি ট্রেন নেই। হাওড়া থেকে ১২৮৪১ করমণ্ডল এক্সপ্রেস প্রতিদিন দুপুর ২টো ৫০ মিনিটে ছেড়ে পরদিন বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে চেন্নাই সেন্ট্রাল পৌঁছয়। সেখান থেকে চলে যান এগমোর স্টেশনে। এগমোর থেকে ১২৬৬১ পোথিগাই এক্সপ্রেস প্রতিদিন রাত ৮টা ৫ মিনিটে ছেড়ে রাজাপালায়ম পৌঁছয় পরদিন সকাল ৬টা ১৪ মিনিটে। হাওড়া থেকে সরাসরি পেরিয়ার না গিয়ে অন্য কোনও জায়গা যেমন মুন্নার বা আলেপ্পি থেকে পেরিয়ার গেলে গাড়ি করে অনায়াসেই পৌঁছে যেতে পারেন এই অরণ্যে।

কোথায় থাকবেন

এখানে থাকার জন্য রয়েছে কেরালা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের হোটেল **পেরিয়ার হাউস** (☎০৪৮৬৯-২২২০২৬, ২২২৪৪৭) অ্যাভেনিউ ঘরের ভাড়া ২,১৫০ টাকা, ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৩,২০২ টাকা, সুপিরিয়র ঘরের ভাড়া ৩,৬২২ টাকা, স্যুইটের ভাড়া ৪,৪৬২ টাকা (সঙ্গে দু'জনের ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চ অথবা ডিনারের খরচ ধরা আছে)।

অরণ্যনিবাস (☎০৪৮৬৯-২২২০২৩, ৩২১৯৩০), ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫,১০০ টাকা, প্রিমিয়াম ঘরের ভাড়া ৫,৭০০ টাকা, এ সি স্যুইট রুম ৬,৭০০ টাকা (দু'জনের ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চ বা ডিনারের খরচ সমেত)।

লেক প্যালেস (☎০৪৮৬৯-২২৩৮৮৭, ২২৩৮৮৮), ভাড়া ১৪,০০০-১৮,০০০ টাকা (সব খাওয়া সমেত)। সবক্ষেত্রেই ট্যাক্স অতিরিক্ত।

জঙ্গলের বাইরে আছে প্রচুর প্রাইভেট হোটেল। **হাইরেঞ্জ রেসিডেন্সি** (☎২২৩৩৪৩), ভাড়া ৯৭৫-১,৩৫০ টাকা। **রেবথি ইন্টারন্যাশনাল** (☎২২২৪৩৪), ভাড়া ৬৫০-৯৫০ টাকা, **মালিয়াক্কাল** ☎২২২৫৮৯, ভাড়া ৬০০-৭০০ টাকা।

মনে রাখবেন

অরণ্য ভ্রমণের জন্য কেরালা পর্যটন উন্নয়ন নিগম এবং বনবিভাগ দিনে চার-পাঁচবার লঞ্চ চালায়। কে টি ডি সি-র লঞ্চে ভাড়া ১৫০ টাকা জনপ্রতি ও বনবিভাগের লঞ্চের ভাড়া জনপ্রতি ৪০ টাকা।

পেরিয়ারে বাঘ থাকলেও এই অরণ্যের মূল আকর্ষণ হাতি। হাতি দেখতে দিনের প্রথম বা শেষ ট্রিপে লঞ্চের টিকিট কাটার চেষ্টা করবেন।

পেরিয়ারের এস টি ডি কোড: ০৪৮৬৯।

EXOTICA

Transforming Tourism

BOOKING FOR

AIR TICKET CRUISE

DOMESTIC & INTERNATIONAL PACKAGE TOUR

HOTEL TRAIN BUS

Why **EXPL**? EXPL designs customized travel experiences according to your budget and preference be it a romantic honeymoon or a weekend getaway, you can be sure of getting an unmatched quality at the best prices. We also provide all kind of travel related services like Passport & Visa assistance, Travel insurance & Foreign Currency exchange etc.

EXOTICA XPLORER PVT. LTD. 116/1A, Bidhan Sarani, Kol-4 (Shyambazar Bata)
www.exoticaxplorer.com

Ph.: 25300177/9239433481
Email : exoticaxplorer@gmail.com

Himachal Pradesh Helpline Tourism

নিজস্ব হোটেল

- সিমলা- ডিপ্লোম্যাট, অতিথি
- সারাহান- শ্লোভিউ
- সাংলা- দেবভূমি
- কল্পা- মাউন্ট ভিউ
- মানালি- ওসেন, অ্যাপেল প্যারাডাইস

ও অন্যান্য

আমাদের নিজস্ব লাক্সারি হোটেল, গাড়ি ও আতিথেয়তা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।

শীতকালীন ভ্রমণসূচী

○ প্যাকেজ: ১ সিমলা ২ রাত্রি, মানালি ৩ রাত্রি, কুলু ১ রাত্রি। ৬ রাত্রি, ৭ দিন, *জনপ্রতি ৮,৫০০ টাকা।*

○ প্যাকেজ: ২ সিমলা ২ রাত্রি, মানালি ৩ রাত্রি, কুলু ১ রাত্রি, ধরমশালা ২ রাত্রি, ডালহৌসি ২ রাত্রি, অমৃতসর ১ রাত্রি। ১১ রাত্রি, ১২ দিন। *জনপ্রতি ১১,৫০০ টাকা।*

○ গ্রুপ বুকিংয়ে ১৫% থেকে ২০% ছাড়। প্যাকেজ প্রতি সপ্তাহান্তে (Week End)।

○ প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত- লাক্সারি হোটেলে থাকা (রুম-হিটার সহ), লাক্সারি গাড়িতে ঘোরা এবং খাওয়া (বেড টি, ব্রেকফাস্ট সাথে চা, লাঞ্চ, ইভনিং স্ন্যাক্স সঙ্গে চা/কফি, ডিনার। এছাড়া প্রতিদিন প্রত্যেকের জন্য ১ পেগ ডঃ ব্র্যান্ডি অথবা চিকেন সুপ।

হেড অফিস: Himachal Pradesh Helpline Tourism, 10, The Mall, Shimla, H.P.
Ph.: 0177-2802676, Fax-0177-2804171
(M) 09816026770, 09816967213
কলকাতা: 6, C.R. Avenue, E-mall (Magnet House) 1st Floor, Room No. 104, Kolkata- 700 072.
Ph.: 033-64597052, 32469887, (M) 99034-16136, 98365-84017

কল্যাণী ট্যুরস্ অ্যান্ড ট্রাভেলস্

13, Mahatma Gandhi Road, Kol-9
Ph: 2360-7293/8006 94337 25778

জম্মু কাশ্মীর: কাটরা, জম্মু, শ্রীনগর, লাদাখ, পহেলগাঁও, কার্গিল

হিমাচলপ্রদেশ: সিমলা, কুলু, মানালি, খাজিয়ার, ডালহৌসি, ধরমশালা, অমৃতসর

উত্তর ভারত: বেনারস, আগ্রা, হরিদ্বার, দেরাদুন, মুসৌরি, যোশিমঠ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ

কেরালা: ত্রিবান্দ্রম, কোভালাম, ভারকালা, কোচিন, মুন্নার, পেরিয়ার, কোট্টায়াম

গোয়া: পানজি, কোলভা, কালঙ্গুটে, কোলমার, মীরামার

রাজস্থান: জয়পুর, বিকানীর, যোধপুর, জয়সলমীর, মাউন্ট আবু, চিতোরগড়, উদয়পুর,

অন্ধ্রপ্রদেশ: ভাইজাক, আরাকু, তিরুপতি, হায়দ্রাবাদ, জগদ্দলপুর

কুমায়ুন: নৈনিতাল, আলমোড়া, কৌশানি, রাণিক্ষেত, মুন্সিয়ারি, চৌকরি

মধ্যপ্রদেশ: খাজুরাহো, বান্ধবগড়, অমরকণ্টক, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, কানহা, ভোপাল, পাঁচমারি, জব্বলপুর

দক্ষিণ ভারত: চেন্নাই, মাদুরাই, উটি, কোদাইকানাল, কন্যাকুমারী, পণ্ডিচেরী, মহীশূর, ব্যাঙ্গালোর

ওড়িশা: পুরী, চাঁদিপুর, গোপালপুর, পঞ্চলিঙ্গেশ্বর, তপ্তপানি

পশ্চিমবঙ্গ: দার্জিলিং, জলদাপাড়া, হলং, ডুয়ার্স, লাভা, লোলেগাঁও, বকখালি, সুন্দরবন, দীঘা, তাজপুর ও মন্দারমণি

নেপাল/ভুটান: কাঠমাণ্ডু, পোখরা, চিতোয়ান, নাগরকোট, বীরগঞ্জ, ফুন্টশোলিং

আসাম/অরুণাচল: গুয়াহাটি, তেজপুর, ভালুকপঙ, কাজিরাঙা, শিলং, বমডিলা, দিরাং, তাওয়াং

সিকিম: গ্যাংটক, পেলিং, রাবাংলা, ইয়ুমথাং

KALYANI LODGE TARAPITH A/C. N.A/C. 500/- TO 900/-
Ph: 03461-253454

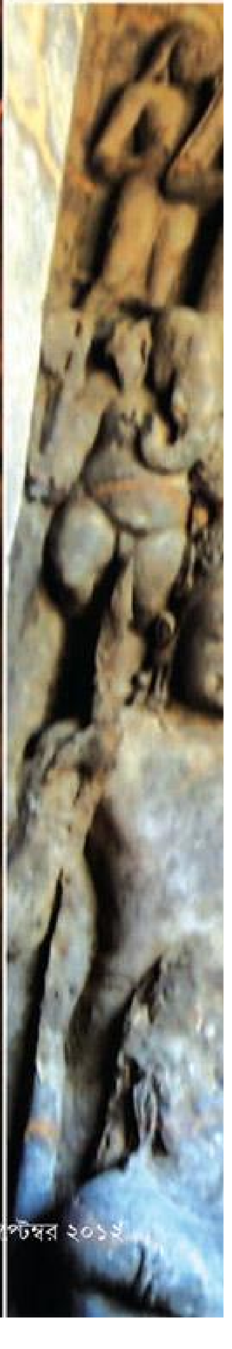

এলিফ্যান্টা দ্বীপের প্রধান গুহায় গঙ্গাধর শিবমূর্তি

এলিফ্যান্টা

লেখা ও ছবি: শৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মুম্বইয়ের গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া থেকে এলিফ্যান্টা যাওয়ার লঞ্চ ছাড়ে। ভ্রমণের সেরা সময় অক্টোবর থেকে মার্চ।

ত্রিমূর্তি সদাশিব

এলিফ্যান্টা গুহায় নটরাজ মূর্তি

মুম্বই উপকূল থেকে ১০ কিলোমিটার পূর্বে আরবসাগরের বুকে এলিফ্যান্টা গুহা। অতীতে এর নাম ছিল ঘোড়াপুরী। ১৫৩৪ সালে পর্তুগিজ রাজত্বের সময়ে এই দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়। বিশাল একটি হাতির মূর্তি দেখে এই দ্বীপের নামকরণ করা হয় এলিফ্যান্টা আইল্যান্ড।

গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার কাছে বুকিং কাউন্টার, সেখান থেকে ডিলাক্স লঞ্চে যেতে হয় এলিফ্যান্টা দ্বীপে। টিকিটের মূল্য ১৩০ টাকা। লঞ্চের আপার ডেকে বসতে চাইলে বাড়তি ১০ টাকা লাগে। এই দ্বীপে যাওয়ার সবথেকে ভালো সময় অক্টোবর থেকে মার্চ। জুন থেকে আগস্ট বর্ষার সময় সমুদ্র উত্তাল থাকে বলে লঞ্চ সার্ভিস বেশিরভাগ সময়ে বন্ধ থাকে।

আমরা চলেছি মে মাসের প্রথমে, সমুদ্র কিছুটা অশান্ত। যাত্রাপথের শুরুতেই সমুদ্র থেকে গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া, হোটেল তাজ এবং মুম্বইয়ের স্কাইলাইন দেখতে বেশ সুন্দর লাগে। একটু পরেই বাঁ-হাতে পড়ল উপকূলরক্ষীদের নৌবহর। তারপর সমুদ্রপথের ঘোলাটে নীল ঢেউ আর মাঝেমধ্যে দুয়েকটা জাহাজ। আরও কিছুটা এগোতেই দেখা গেল জল থেকে মাথা তুলে আছে ছোট ছোট পাহাড়। এরই একটা ঘোড়াপুরী দ্বীপ।

প্রায় ৫০ মিনিটের সমুদ্রযাত্রার শেষে লঞ্চ থেকে এলিফ্যান্টা জেটিতে নেমে টয়ট্রেনের টিকিট কাটতে হল। টিকিটের মূল্য ১০ টাকা। টয়ট্রেনে চড়ে এলিফ্যান্টা পাহাড়ের ঠিক নীচে পৌঁছনো যাবে। অবশ্য, মাত্র ৫০০ মিটার এই পথটুকু আশপাশের জলা, নৌকো আর পাহাড় দেখতে দেখতে হেঁটেও যাওয়া যায়।

এলিফ্যান্টা কেভস দেখতে দু-জায়গাতে টিকিট কাটতে হয়। প্রথমে পাহাড়ের নীচে টিকিট কেটে ঢুকে খাবার দোকান, শৌচালয়, বসবার জায়গা। তারপর পাহাড়ে চড়বার লম্বা সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে অসুবিধা হলে ডান্ডিতে চড়েও ওঠা যায়। সিঁড়ির দুপাশে টানা স্যুভেনিরের পসরা এবং গোটা সিঁড়িপথের মাথায় প্লাস্টিকের ঢাকনা। দুপাশে প্রচুর গাছপালা। সিঁড়িপথে আলো-আঁধারির খেলা। ওপরে পৌঁছে এলিফ্যান্টা গুহাতে ঢোকার গেট, যা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অধীনে। এখানে দ্বিতীয়বার টিকিট কাটতে হল ১০ টাকার বিনিময়ে। এলিফ্যান্টা কেভস এখন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট।

এই দ্বীপে মহাদেবকে উৎসর্গ করে পাথরে খোদাই সাতটা গুহা পাঁচ থেকে সাত শতকে তৈরি হয়েছিল। সাতটার মধ্যে এখন পাঁচটা গুহা অবশিষ্ট। প্রথম গুহাটি বেশ বড়, সারি সারি থাম দিয়ে তৈরি বড় দালান, দেওয়ালে অনেক মূর্তি এবং একদম শেষে সদাশিব ত্রিমূর্তি। সৃষ্টির তিনটি রূপ শিবের ত্রিমূর্তিতে খোদাই করা— ভৈরব অর্থাৎ ধ্বংসকারী, তত্পুরুষ অর্থাৎ রক্ষাকারী এবং বামদেব অর্থাৎ সৃষ্টিকারী। এই ত্রিমূর্তি মহাদেবের দুদিকে দুটো রিলিফ, বাঁদিকে অর্ধনারীশ্বর শিব এবং ডানদিকে গঙ্গাধর শিব। আরও দশটা রিলিফ প্রধান হলের প্রতিটা কোণে এবং পূর্ব-পশ্চিমের বারান্দাতে অবস্থিত। শিব-পার্বতীর পৌরাণিক কাহিনী, যেমন শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহ, শিব অন্ধকাকে বধ করছেন ইত্যাদি খোদাই করা রয়েছে এই রিলিফগুলোতে।

প্রথম গুহার পাশেই একটা ছোট চাতাল পেরিয়ে আরেকটা গুহা, যাতে কার্তিক, গণেশ ইত্যাদি দেবতার মূর্তি খোদাই করা। এ এস আই-এর গাইড নিয়ে প্রথম গুহাটি দেখা যায়। গাইড নিখরচায় ঘুরিয়ে দেখান প্রথম গুহাটি। গাইডের কাছেই জানলাম এই গুহার সিলিংয়ে আগে অনেক পেইন্টিং ছিল যা এখন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। টিকিটঘরের উল্টোদিকে ছোট যাদুঘর আছে যেখানে এলিফ্যান্টা কেভসের ইতিহাস এবং আশপাশে এ এস আই-এর অন্যান্য

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণকথা
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

সংরক্ষিত স্থানের বিস্তারিত তথ্য জানা যায়।

প্রথম গুহাতে অনেকটা সময় কাটিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম ডানদিকে বাকি গুহাগুলি দেখতে। চওড়াপথের ডানদিকে পাহাড় আর বাঁদিকে খাদ। দূরে দেখা যাচ্ছে ঘোড়াপুরী দ্বীপের জেটি যেখানে ছোট ছোট বিন্দুর মতো সমুদ্রে সাদা ফেনা তুলে যাওয়া-আসা করছে লঞ্চ। একটু এগিয়ে ডানদিকে বাঁক নেওয়ার পরেই দ্বিতীয় গুহা। পাহাড়ের গা কেটে পাশাপাশি থাম দেওয়া প্রবেশপথ। তবে গুহার ভেতর দ্রষ্টব্য কিছু নেই। ২ নম্বর গুহার পরে তিন, চার এবং সবার শেষে পাঁচ নম্বর গুহা। পঞ্চম গুহার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। এর প্রবেশপথ আর থামের কিছুই অবশিষ্ট নেই। বড় হাঁ-করা পাথরের চাঙড়ের ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। পঞ্চম গুহার উল্টোদিকে খাদের দিকে দাঁড়ালে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দেখা যায় জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্ট বা জে এন পি টি।

এলিফ্যান্টা কেভস থেকে বেরিয়ে জেটির দিকে না নেমে বাঁহাতে পাহাড়ি পথে কুড়ি মিনিটের মতো পায়ে হেঁটে উঠলে পড়বে ক্যানন হিল। পর্তুগিজরা এখানে কামান বসিয়েছিল পাহাড়ের মাথায়। পাহাড়ের ওপর থেকে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। মে মাসের ভ্যাপসা গরমে আমরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ক্যানন পাহাড়ে না উঠে এলিফ্যান্টা কেভসেরই একটা গুহার বাইরে কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নিলাম। প্রচুর ট্যুরিস্ট সেখানে বসে-দাঁড়িয়ে, কেউ আবার দুপুরের খাবার খাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলাম নীচে নামার জন্য। পথে একটা রেস্তোরাঁয় মধ্যাহ্নভোজ সারলাম। এবার ফেরবার পালা। জেটিতে পৌঁছে আবার লঞ্চ ধরা। একটু পরেই আরবসাগরের ঘোলাটে নীল জলে ভেসে পড়লাম। পিছনে ঘোড়াপুরী দ্বীপ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে থাকল!

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে মুম্বই যায় ১২৮৬০ গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস, ১২২৬২ দুরন্ত এক্সপ্রেস (সোম, মঙ্গল, বুধ, শুক্র), ১২৮১০ মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর), ১২৮৭০ মুম্বই এক্সপ্রেস (শুক্র), ১২৩২১ মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ), ১২১০২ জ্ঞানেশ্বরী সুপার ডিলাক্স এক্সপ্রেস (সোম, বুধ, বৃহস্পতি, রবি), ১২১৫২ সমর্সতা এক্সপ্রেস (শুক্র, শনি) ছাড়াও নানা ট্রেন। শালিমার থেকে লোকমান্য তিলক টার্মিনাস স্টেশন যায় ১৮০৩০ লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস।

এলিফ্যান্টা কেভস যাওয়ার লঞ্চ ছাড়ে মুম্বইয়ের গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া থেকে। মুম্বই ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস থেকে গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার দূরত্ব দু-কিলোমিটার। সকাল ৯টা থেকে বেলা ৩টে পর্যন্ত লঞ্চ চলাচল করে। এলিফ্যান্টা থেকে ফেরার লঞ্চ পাবেন বেলা ১২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। এলিফ্যান্টা কেভস পর্যন্ত ফেরি সার্ভিস বর্ষাকালে আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। তাই এলিফ্যান্টা যাওয়ার পরিকল্পনা বর্ষাকালে না করাই ভালো। লঞ্চ সার্ভিস তখন অনিয়মিত হয়ে পড়ে। জেটিঘাট থেকে গুহা পর্যন্ত যাওয়ার জন্য টয়ট্রেনের ব্যবস্থা আছে। এলিফ্যান্টা গুহা সোমবার বন্ধ। অন্যদিন গুহা খোলার সময় সকাল ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা।

কোথায় থাকবেন

এলিফ্যান্টা দ্বীপে মহারাষ্ট্র ট্যুরিজমের বার ও রেস্টুরেন্টের সুবিধাযুক্ত হোটেল, 'এলিফ্যান্টা' সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এখানে রাতে থাকতে দেওয়া হয় না। যোগাযোগ: ☎ ০৯৮২০৫৯-১৫৪৩১

মুম্বইয়ের প্রাইভেট হোটেল: **সি লর্ড**, ভাড়া ১,২৫০-২,৫০০ টাকা। **মানামা**, ভাড়া ২,০০০-৩,০০০ টাকা। বুকিং: ☎ ২২১২-৪০৯০ **হোটেল এস আর কে**, ভাড়া ১,০০০-১,৪০০ টাকা। **ড্রিমল্যান্ড**, ভাড়া ১,২০০-১,৮০০ টাকা। বুকিং: ☎ ৯৮৩০৩-০৮৭০৫ **ভিক্টোরিয়া**, ভাড়া ১,৫০০-২,২০০ টাকা। **নিউ বেঙ্গল লজ**, ভাড়া ১,৭০০-২,৫০০ টাকা। বুকিং: ☎ ২৩৬০-৭২৯৩ **পপুলার প্যালেস**, নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৭৫০-১,০০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৪০০ টাকা। **রিগ্যাল প্যালেস**, ভাড়া ১,৪০০-১,৮৫০ টাকা। বুকিং: ☎ ৯৮৩১০-৪৬০০৩ **হোটেল ওরিয়েন্ট**, ভাড়া ১,৪০০-২,০০০ টাকা। **ট্র্যাভেলার্স ইন**, ভাড়া ১,২৫০-১,৭৫০ টাকা। বুকিং: ☎ ২৩৬০-৮০০৬ **সিটি প্যালেস**, ভাড়া ২,৫০০-৩,৫০০ টাকা। **হোটেল ওয়েসিস**, ভাড়া ১,৪৫০-১,৯০০ টাকা। বুকিং: ☎ ৯৪৩৩৭-২৫৭৭৮। **নিউ স্টার** (☎ ২৩৪৪৪০৭৩), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০-১,৭০০ টাকা। **হাইওয়ে ইন** (☎ ২৬৮৪৭০৭১), ভাড়া ২,৯৩৫-৪,৬৯৭ টাকা। **অ্যারোমা** (☎ ২৪১১৩৯৪৪), ভাড়া ১,২০০-১,৬৫০ টাকা।

মুম্বইয়ের এস টি ডি কোড: ০২২।

তীর্থ ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস প্রাঃ লিঃ

কেরালা-কন্যাকুমারী ব্যাক ওয়াটার সহ 11/11/12, 17/12/12, 24/12/12, 05/01/13,12/01/13, 19/01/13, 09/02/13, 23/02/13, 02/03/13, 09/03/13
রাজস্থান বিকানির সহ 10/11/12, 05/12/12, 12/12/12, 21/12/12, 11/01/13, 18/01/13,15/02/13, 22/02/13, 08/03/13, 15/03/13
কাশ্মীর যুসমার্গ, উলার লেক, মানসবল লেক সহ 16/11/12, 21/12/12, 25/12/12,15/3/13, 22/3/13
নৈনিতাল-মুন্সিয়ারি লখনউ সহ 31/10/12, 21/12/12, 06/01/13, 02/03/13, 09/03/13
সিমলা-মানালি 22/12/12, 29/12/12, 02/03/13
ভাইজ্যাগ-আরাকু-হায়দ্রাবাদ 4/11/12, 10/11/12, 15/12/12, 16/12/12, 22/12/12, 23/12/12, 31/12/12, 5/1/13, 11/1/13, 12/01/13, 10/2/13, 2/3/13, 8/3/13
উত্তর ভারত 24/12/12, 31/12/12, 5/1/13, 12/1/13, 19/1/13, 9/2/13, 22/2/13
ডুয়ার্স 24/12/12, 31/12/12, 5/1/13, 6/1/13, 22/1/13 9/2/13, 15/2/13, 22/2/13, 23/2/13, 2/3/13, 8/3/13, 9/3/13, 15/3/13

নতুন স্পটে হোটেল বুকিং:
জুলুক, চারখোল, ঋষিখোলা, সিলারিগাঁও, কোলাখাম, বিকস্থাং, হি বারমিওক, ওখরে, ভার্সে, ছায়াতাল, বড়মাঙ্গোয়া, ছোটমাঙ্গোয়া, তিনচুলে, বাগোড়া, শুলদারা, ইয়াংগন, সাদাম, ফালিদারা, মার্তাম, দারাপ, পাসিদাং

পুরনো সিল্ক রুট রিশি, আরিতার, জুলুক, নাথাং ভ্যালি, কুপুপ, সিলারিগাঁও *(আপনার পছন্দমতো দিনে, অন্তত ৬-৮ জন)*

আন্দামান (৬ রাত/৭ দিন, ৭ রাত/৮ দিন):
যে-কোনও দিন (অন্তত ৪ জন)

স্পেশ্যাল কাশ্মীর প্যাকেজ
@1,200/- জনপ্রতি, প্রতিদিন

সমগ্র ভারতে প্রাইভেট হোটেল ও গাড়ি বুকিং
(600/- থেকে Rs. 3,000/-)

হোটেল বুকিং
জম্মু ও কাশ্মীর জম্মু, কাটরা, পাটনিটপ, শ্রীনগর, পহেলগাঁও, গুলমার্গ, সোনমার্গ, হাউসবোট
হিমাচলপ্রদেশ সিমলা, মানালি, ধরমশালা, ডালহৌসি, কুলু, সারাহান, সাংলা, কল্পা
রাজস্থান জয়পুর, জয়সলমির, যোধপুর, মাউন্ট আবু, উদয়পুর, পুষ্কর, আজমির, বিকানির
গাড়োয়াল হরিদ্বার, হৃষিকেশ, দেরাদুন, মুসৌরি, কেদার-বদ্রী, উত্তরকাশী, চোপতা, যোশিমঠ, রুদ্রপ্রয়াগ
কুমায়ুন নৈনিতাল, আলমোড়া, রানিখেত, চকৌরি, কৌশানি, মুন্সিয়ারি, লোহাঘাট, পিথোরাগড়
গোয়া-মহারাষ্ট্র মুম্বই, গোয়া, পুনে, মহাবলেশ্বর, ঔরঙ্গাবাদ, জলগাঁও
উত্তরপ্রদেশ বারাণসী, আগ্রা, দিল্লি, বৃন্দাবন, মথুরা, লখনউ, এলাহাবাদ
সিকিম গ্যাংটক, পেলিং, রিনচেনপং, কালুক, উত্তরে, বোরং, আরিতার
কেরালা মুন্নার, আলেপ্পি, পেরিয়ার, কোভালম, ত্রিবান্দ্রম
অরুণাচল মেঘালয়-আসাম-বমডিলা, তাওয়াং, দিরাং, তেজপুর, ভালুকপং, শিলং, গুয়াহাটি, কাজিরাঙ্গা
ওয়েস্ট বেঙ্গল-ওড়িশা দার্জিলিং, কালিম্পং, পেডং, মন্দারমণি, দিঘা, বকখালি, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, লাটাগুড়ি, জলদাপাড়া, পুরী, চাঁদিপুর, গোপালপুর

MEMBER OF ASSOCIATION OF TOURISM SERVICE PROVIDER OF BENGAL
MEMBER OF TAAB

LTC/LFC FACILITY WITH US

TIRTHA TOUR AND TRAVELS PVT. LTD.
D/16/1, KATJUNAGAR, JADAVPUR, KOL-32
(BEHIND SOUTH CITY SHOPPING MALL)
PH: 24145566, 9830094268, 9051278140, 6458 5633
WEB: www.tirthatourism.com
MAIL: tirthatourism@gmail.com
BRANCH: NORTH KOLKATA- 9830266466
DURGAPUR- 9531617430 TAMLUK - 9933165416,
HOOGHLY- 9836844945 KASBA- 9831424520
GARIA- 9051278140 DHAKURIA- 9836338500

মায়াবী মারায়ুর

লেখা ও ছবি: সুমিত চক্রবর্তী

তামিলনাড়ু আর কেরালার মাঝখানে ছোট্ট জনপদ মারায়ুর। মারায়ুর থেকে লখম আর থুভানাম জলপ্রপাত দেখে আসতে পারেন। পুজোর ছুটিতে যাঁরা কেরালার মুন্নারে যাবেন মনস্থ করেছেন, তাঁরা মারায়ুরে একটা দিন থাকতে পারলে বর্ষাস্নাত এই দুই জলপ্রপাত দেখে আসার কথাও ভাবতে পারেন।

থুভানাম জলপ্রপাত

রাজামালাই পর্বত

তামিলনাড়ু আর কেরালার মাঝখানে পাহাড়ের কোলে এক ছোট্ট জনপদ মারায়ুর যাব মনস্থ করে কাকভোরে চেন্নাইয়ের প্রধান বাসস্ট্যান্ডে এসে পৌঁছলাম। অনেকটা দূর পাড়ি দিতে হবে, তাই সেই মতো হালকা খাবারদাবার আর জল সঙ্গে নিয়ে উঠে বসলাম ত্রিচিগামী একটা বাসে।

চেন্নাই থেকে ত্রিচির দূরত্ব প্রায় ৩২৫ কিলোমিটার। সময় লাগল ৬ ঘণ্টা। ত্রিচি পৌঁছে পেটের মধ্যে খিদেটা বেশ জোরদার জানান দিচ্ছিল। সময় নষ্ট না করে ঢুকে পড়লাম বাসস্ট্যান্ডের পাশের এক হোটেলে। কোনওরকমে খাওয়া সেরে এসে দাঁড়ালাম আবার বাসস্ট্যান্ডে। এবারের গন্তব্য ডিন্ডিগুল, দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার। তামিলনাড়ুর এই অঞ্চলে বাসের অভাব নেই। দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বাস এসে হাজির। বাস বেশ খালিই ছিল, তাই সিট পেতে কোনও অসুবিধে হল না। জানলার ধারে একটা সিট দেখে বেশ জমিয়ে বসলাম। ঘড়িতে সময় বলছে তিনটে। তার মানে মারায়ুর পৌঁছতে প্রায় রাত নটা-দশটা বাজবে। একটু চিন্তা হচ্ছিল যে এত রাতে পৌঁছে থাকার কোনও জায়গা পাব কি না। পেটভরে খাওয়ার পর চোখটা ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। ঘুম ভাঙল কন্ডাক্টরের ডাকে। তার মানে আমি ডিন্ডিগুল পৌঁছে গিয়েছি। মনে পড়ল যে, এই ডিন্ডিগুল বিরিয়ানির জন্য বিখ্যাত। শুধুমাত্র তামিলনাড়ুতেই নয়, ডিন্ডিগুল বিরিয়ানির খ্যাতি দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র। মনের মধ্যে বিরিয়ানি খাওয়ার ইচ্ছেটাকে আর বাড়তে না দিয়ে খুঁজতে শুরু করলাম থেনীগামী বাস। জানতে পারলাম থেনীর বাসের জন্য যেতে হবে ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখি প্রায় ১০০ লোক বাসের জন্য অপেক্ষা করছে। দেখে তো চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। ইষ্টনাম স্মরণ করতে করতে আমিও এই ভিড়ে মিশে গেলাম। বাস এল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। ধাক্কাধাক্কি করে একটা সিট তো পেলাম, কিন্তু হায় ভগবান! এতো নামেই সিট, বসার গদিটা যে একেবারে ফর্দাফাঁই। ঘাড়ে, মাথার ওপর বিভিন্ন মাপের ব্যাগ, থলি, বস্তা সবই আছে। কোনওরকমে ক্যামেরার ব্যাগটা জাপটে ধরে বসে আছি আর মাইলস্টোনে রাস্তা গুনছি। ডিন্ডিগুল থেকে থেনীর দূরত্ব প্রায় ৬৫

কিলোমিটার, সময় লাগল প্রায় ২ ঘণ্টা। যাই হোক, ঘড়ি বলছে এখন সময় প্রায় সাড়ে সাতটা, সূর্যিদেব বিদায় নিয়েছেন একঘণ্টা আগেই। পরের গন্তব্য মুন্নার, আর যদি জীবনে কোনও পুণ্য করে থাকি, তার জোরে হয়তো সেখানে মারায়ুরের বাস পেয়েও যেতে পারি, এই ভেবে তাড়াতাড়ি পা চালালাম। থেনী থেকে মুন্নার প্রায় ৩ ঘণ্টা লাগে আর সেখান থেকে মারায়ুর আরও দেড়ঘণ্টা। তার মানে আমি রাত বারোটার আগে মারায়ুর পৌঁছচ্ছি না। আমার বুকের ভেতরটা টিপটিপ করতে লাগল। তার মানে ওখানে আমার কোনও মাথা গোঁজার ঠাঁই অনিশ্চিত। কী করব ভাবতে পারছিলাম না। আমার সামনে এখন দুটো রাস্তা খোলা, হয় আজ রাতে থেনীতে কোথাও একটা হোটেলে মাথা গুঁজে কাল সকালে রওনা, না হলে উঠে পড়ো মুন্নারের বাসে, চলো মুন্নার। এই ভাবতে ভাবতে মুন্নার যাওয়ার একটা বাস আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তার মানে ভগবানের সায় আছে। 'জয় মা!' বলে উঠে পড়লাম। বাস আস্তে আস্তে শহরের বাড়িঘর পার করে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। এবার জানলা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসা শুরু হল। নীচে, অনেক দূরে থেনী শহরটা জোনাকি পোকার মতো জ্বলছিল। ধীরে ধীরে সেটাও মিলিয়ে গেল। বাইরে এখন শুধু অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঠান্ডাটা আরেকটু বাড়ায় আর দেরি না করে সঙ্গে রাখা জ্যাকেটটা পরে নিলাম। মিনিট দশেক পরে শুরু হল বৃষ্টি। ঠান্ডাটা আরও জাঁকিয়ে বসল। এখন জুনের ১২ তারিখ, কেরালাতে বর্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। বাস দাঁড়াল বোডিমেত্তু নামে একটা ছোট জায়গায়। বাস থেকে নেমে দেখি এটা তামিলনাড়ু আর কেরালার বর্ডার। অতএব এখানে কাস্টমসের চেকিংয়ের ঝক্কি আছে। যদিও আমার কাছে একটি ক্যামেরা ছাড়া আর কিছুই নেই, তাও আগেভাগেই বলে রাখলাম। বোডিমেত্তু জায়গাটা দুটো পাহাড়ের মাঝে একটা গিরিখাত বা চ্যানেলের মতো, তাই কনকনে হাওয়া বইছে। চেকিং চলল আরও মিনিট দশেক ধরে, তারপর আমাদের ড্রাইভার সাহেবও একটু 'কাপি (কফি)-মেদু বড়া' খেয়ে আবার স্টার্ট দিলেন। ঠান্ডাটা বেশ লাগছে, যদিও চেন্নাইতে এই সময়ে লোকে গরমে কাহিল হচ্ছে। অন্ধকারে রাস্তার 'হেয়ার পিন বেনড'-গুলো বেশ ভালোই টের পাচ্ছিলাম আর বুঝতে পারছিলাম যে সমতলভূমি থেকে বেশ উঁচুতে উঠে এসেছি। প্রায় গোটা ৬০-৬৫ টা 'হেয়ার পিন বেনড' কি তারও বেশি হবে, সেসব পেরিয়ে বাস এসে দাঁড়াল মুন্নার বাসস্ট্যান্ডে, ঘড়িতে তখন ঠিক এগারোটা। আমার ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন জানতাম না যে এত রাত হলেও বাসস্ট্যান্ডের আশপাশে চার-পাঁচটা খাবার দোকান তখনও খোলা। দেরি না করে একটাতে ঢুকে পড়লাম। পেটপুরে ডিমের অমলেট আর পরোটা খেয়ে নিলাম। খাওয়া শেষ করে রাস্তায় নেমে দেখি বাসস্ট্যান্ডের ঠিক সামনেই 'হোটেল মুন্নার ইন', তার গেটটা খোলা, আলোটাও জ্বলছে। ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজ গালিচার মতো চা-বাগান আর তার মাঝখান থেকে উঁকি মারছে কখনও রাজামালাই বা কখনও আনাইমুদি চূড়া। অসাধারণ সুন্দর এক পরিবেশ, তার মধ্যে পিঠে ঝুড়ি নিয়ে চা-পাতা তুলতে ব্যস্ত চা-বাগানের শ্রমিকেরা। অনেকটা আমাদের দার্জিলিংয়ের দৃশ্য। পাহাড়, চা-বাগান শেষ হওয়ার পর হঠাৎ গন্ধ পেলাম চন্দন কাঠের।

'স্যার, কোনও হেল্প করতে পারি?'- প্রশ্নটা এল রিসেপশনের ওপার থেকে।

'ঘর আছে? আজ রাতটুকুর জন্য'- প্রায় কাকুতিমিনতি করার মতো গলার স্বর আমার।

'আছে স্যার, আর এখন অফ সিজন বলে আপনাকে ৫০ শতাংশ ছাড়ও দিতে পারি, কজন আছেন?' রিসেপশনের সুদর্শন মালায়ালি তরুণ জবাব দিলেন।

ঘরভাড়া ১,৯০০ টাকা আর 'অফ সিজনের' বদান্যতায় সেটা রফা হল ৯০০ টাকায়। রাত বারোটা বাজতে আর মিনিট দশেক বাকি। ঘরটা দেখে বেশ পছন্দ হল, যদিও আমায় কাল সকাল হতে না হতেই মারায়ুরের রাস্তায় নামতে হবে। নিয়মমাফিক বাড়িতে পৌঁছ-সংবাদটা দিয়ে আমি কম্বলের নীচে আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে স্বপ্নের দেশে।

বাসস্ট্যান্ডের পাশের হোটেল, তাই সকাল ছটা থেকেই চ্যাঁচামেচি শুরু। আমিও আর বিছানার মায়া না বাড়িয়ে ব্যাগপত্র নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখি লোকজনের ভিড়। চা খেয়ে আবার এসে দাঁড়াতেই পেয়ে গেলাম মারায়ুরের বাস। ঘণ্টা দুয়েকের রাস্তা। জানলার ধারে বসে সবুজ চা-বাগান দেখতে আর ঠান্ডা হাওয়া খেতে মন্দ লাগছিল না। মুন্নার থেকে এই পথ মারায়ুর হয়ে আরও এগিয়ে 'চিনার ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি'-র মধ্য দিয়ে বেশ কিছুটা গিয়ে মিশেছে তামিলনাড়ুর অন্তর্গত উদুমালপেটে। মুন্নারে যেসব ট্যুরিস্টরা আসেন, তাঁরা হয় কোচিন থেকে আদিমালি হয়ে, না হলে মাদুরাই থেকে থেনী হয়েই আসেন। এই পথ ট্যুরিস্টদের অজানা আর তাই হয়তো এর সৌন্দর্য তুলনারহিত। যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজ গালিচার মতো চা-বাগান আর তার মাঝখান থেকে উঁকি মারছে কখনও রাজামালাই বা কখনও আনাইমুদি চূড়া। অসাধারণ সুন্দর এক পরিবেশ, তার মধ্যে পিঠে ঝুড়ি নিয়ে চা-পাতা তুলতে ব্যস্ত চা-বাগানের শ্রমিকেরা। অনেকটা আমাদের দার্জিলিংয়ের দৃশ্য। পাহাড়, চা-বাগান শেষ হওয়ার পর হঠাৎ গন্ধ পেলাম চন্দন কাঠের। মনে হচ্ছে কে যেন একশিশি সেন্ট বাতাসে মিশিয়ে দিয়েছে। গন্ধটা আরও তীব্র হওয়ায় আর থাকতে না পেরে কনডাক্টরকে জিজ্ঞেস করলাম এর কারণ। ওঁর মতে, মারায়ুরেই পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বড় প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা চন্দন গাছের জঙ্গল আর আপাতত বাস তার মধ্য দিয়ে যাওয়ায় এত সুন্দর গন্ধ। 'একবার বাস দাঁড়ালেই হয়, নেমে গিয়ে এক আধটা চন্দনগাছের ডাল ভেঙে নিই', মাথার মধ্যে এরকম চিন্তাভাবনাগুলো উঁকি দিতে না দিতেই রাস্তার দুধারে ইলেক্ট্রিকের ফেন্সিং চোখে পড়ল আর বুঝলাম যে পথিকদের চন্দনগাছের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা। বাস এগিয়ে চলল। চন্দনগাছের গন্ধে মনটা বেশ খুশি খুশি লাগছিল। কিন্তু তাল ভঙ্গ হল বাসের টায়ার ফাটার আওয়াজে। সব মিটিয়ে মিনিট ২০ পরে বাস আবার চলতে শুরু করল। চন্দনবন পার করে বাস এসে দাঁড়াল মারায়ুরে। এখন প্রায় সকাল নটা। বাসস্ট্যান্ডের কাছেই 'ডিলাক্স লজ', ভাড়া ৪০০ টাকা দিনপ্রতি। মন্দ নয়,

ঘর দেখে বেশ খুশিই হলাম। কোনওরকমে স্নান সেরে আবার রাস্তায় নামলাম। বেলা বাড়ার আগেই আমায় থুভানাম ফলস আর লখম ফলস দেখে ফিরতে হবে। ঠিক করলাম লখমেই আগে যাব। যে পথে এসেছি আবার সেই পথেই মুন্নারের দিকে যেতে হবে প্রায় ২০ কিলোমিটার। বাসও পেয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। মিনিট ৪৫ পর বাস আমায় নামিয়ে দিল লখম ফলসের ধারে। লখম ফলস রাস্তার ধারেই পড়ে, খুব একটা ভেতরে যেতে হয় না। ৫ টাকার টিকিট কেটে এসে দাঁড়ালাম লখমের সামনে। অপূর্ব বললেও কম বলা হয়। বর্ষার শুরুতেই যদি এই রূপ, তাহলে মাঝবর্ষায় কী হবে— এই ভাবতে ভাবতে আমি ছবি তোলার স্পট খুঁজতে লাগলাম। বেশ খানিকটা এগনোর পরে একটা বড় পাথরের ওপর বসলাম। অসাধারণ এক অনুভূতি, চারদিকে শুধু জল আর তার মাঝে আমি একা বসে আছি। খানিকটা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে রইলাম। কিন্তু এখন থুভানাম ফলসে যেতে হবে।

মূল রাস্তা থেকে আবার বাস ধরে মারায়ুর পার করে শুরু হল 'চিনার ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি', দুদিকে ঘন বন, তার মধ্য দিয়ে রাস্তা। মারায়ুর পার করে আরও ২০ কিলোমিটার বাস চলার পর নামলাম আলামপেটি ফরেস্ট চেকপোস্টে। থুভানাম ফলস যেতে গেলে এখানেই নামতে হবে, তারপর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পারমিশন আর গাইড নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ট্রেক করতে হবে প্রায় ২ মাইল। এইসব আমার আগেই জানা ছিল, তাই পারমিশন পেতে লাগল মিনিট পাঁচেক। গাইড বলতে স্থানীয় গ্রামবাসীদের একজন। পারমিট ১০০ টাকা, আর গাইডের জন্য আরও ১০০ টাকা জমা দিতে হল। গাইডের পরামর্শে খাবার জলের বোতলটা সঙ্গে নিলাম। 'চিনার ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি'র মধ্য দিয়ে প্রায় ৩ কিলোমিটার ট্রেক, মাঝে জলের কোনও ব্যবস্থা নেই, তাই গাইডের কথা শোনাই ভালো। মূল রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে মেঠো পথ ধরে এগিয়ে চললাম। দুধারে গভীর জঙ্গল, তার মাঝে উঁচুনিচু রাস্তা। ক্যামেরার ব্যাগটা পিঠে নিয়ে চলছি। চারদিক অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে নাম-না-জানা পাখিদের ডাক। কথায় কথায় জানতে পারলাম যে, এই পথে দিনের বেলা বাঘের উৎপাত না হলেও হাতির দেখা পাওয়া যেতেই পারে। মনে মনে ভাবলাম যে হাতি প্রায় ৪০ কিলোমিটার বেগে দৌড়তে পারে, তার সামনে পড়লেই তো বিপদ, না পারি অত জোরে দৌড়তে, না পারি গাছে চড়তে। এইসব ভাবতে ভাবতে হেঁটে চলেছি। একটা ছোট নদী পার করে আবার চলা শুরু। মাঝে মাঝে একটু করে বিশ্রাম, দু-চারটে ছবি তোলা, জল খাওয়া, আবার চলা। এইবারে জঙ্গল বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। গাইড মুগম মাঝে মাঝে পড়ে থাকা ডালপালা সাফ করতে করতে এগিয়ে চলছে আর আমি অন্ধের মতো ওর পিছু পিছু চলছি। বেশ কিছু পাখির দেখা পেলাম, বউ কথা কও, স্কারলেট মিনিভেট, একটা কাঠঠোকরাও চোখে পড়ল। আমি কোনওরকমে ক্যামেরা তাক করে শাটার টিপে যাচ্ছি আর মুগম আমায় পাহারা দিচ্ছে, যাতে হাতির পালের সামনে না পড়ি। কিন্তু ওর হাতে একটা ১ ফুট লম্বা বাঁশ ছাড়া কিছুই নেই, তা দিয়ে বনবেড়ালের বেশি কিছু তাড়ানো যায় না। বাঘ, হাতির সামনে পড়লে যে কী দশা হবে জানি না। মনটা অন্যদিকে ফেরানোর জন্য আমি মুগমের সঙ্গে গল্প শুরু করলাম। ও বলল মোটমাট ১০ জন গ্রামের লোক গাইডের কাজ করে, ট্রিপ প্রতি ৬০ টাকা পায়। অতএব বাকি ৪০ টাকা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পকেটস্থ হয়। সিজন শুরু হয় আগস্ট মাস থেকে, মোটামুটি চলে ডিসেম্বর-জানুয়ারি পর্যন্ত। সিজনে গাইডের কাজ করে দিনে ২০০-৩০০ টাকা পায়। চলতে চলতে দেখা গেল এক মালাবার জায়ান্ট স্কুইরেল। এই প্রাণীটা বেশ মজাদার, যেন এক

GLACIER TRAVELS Govt. Regd.
SUDIPTA : 9432014650/9331613734
GOUTAM : 9433305726
প্রতিদিন ফ্যামিলি প্যাকেজ/হোটেল ও গাড়ি

OLD SILK ROUTE & GURUDONGMAR
সিলারি, রেশি, আরিটার, জুলুক, থাম্বি, নাথাং, এলিফ্যান্ট লেক, কুপুপ, গ্যাংটক, ইয়ুমথাং, গুরুদোংমার

NEPAL
কাঠমান্ডু, পোখরা, চিতওয়ান, নাগারকোট, লুম্বিনি, মুক্তিনাথ (By Road/Air)

PRISTINE SIKKIM
ওখরে, বার্সে, হিলে, রিনচেনপং, উত্তরে, কালুক, হি, বারমিওক

DOOARS
গরুমারা, জলদাপাড়া, সামসিং, সুনতালেখোলা, ঝালং, বিন্দু, বক্সা, জয়ন্তী, চিলাপাতা

BHUTAN
থিম্পু, পারো, পুনাখা, বুমথাং

ASSAM & ARUNACHAL
মানস টাইগার রিজার্ভ, গুয়াহাটি, শিলং, কাজিরাঙা, বমডিলা, দিরাং, তাওয়াং, ভালুকপং

GOA | SANDHAKPHU | VIZAG & ARAKU

Hotel Booking: দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, নৈনিতাল, রানিক্ষেত, কৌশানি, হরিদ্বার, শ্রীনগর, পহেলগাঁও, পাটনিটপ, দিল্লি, আগ্রা, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, বিকানির, পুষ্কর, মাঃ আবু, জয়সলমির, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর সহ সমগ্র ভারত

286, B.B.Ganguly Street, 1st Floor, Kolkata-700 012
glacier_travel@yahoo.co.in
www.glaciertravels.com

JELEP LA VILLAGE RESORT
PEDONG

ACACIA ECO RESORT
JALDAPARA

HOTEL KALEJ VALLEY
BERMIOK

SINGALILA VILLAGE RESORT
HEE BAZAR

WAIBA RESORT
SILLARY GAON

HIMALAYAN VILLAGE RESORT
UTTAREY

To Enjoy Placid Beaches, Backwaters, Exotic Wild Hills, Mesmerizing Waterfalls & Variety of Spices. Explore Kerala With Us.

KASHMIR TO KANYAKUMARI, RAJASTHAN TO SIKKIM

Enjoy your Puja Holidays at your own style, at your own budget, at your preferred date... We will look after the other factors.. satisfaction guaranteed.

Authorised Agent

KERALA RAJASTHAN Kashmir

SEASON 4 SEASON FOUR HOLIDAYS AND ENTERTAINMENT PVT. LTD.

For any assistance, please contact:-
20, Ajanta Park, Opp. Bank of India
Bagha Jatin Branch, Kolkata-86.
Ph: 033-65482804 / 9830877017 / 9830881885 / 9051013413
Email: season4travelg@gmail.com
season4holidays@rediffmail.com
Visit us : www.season4.co.in

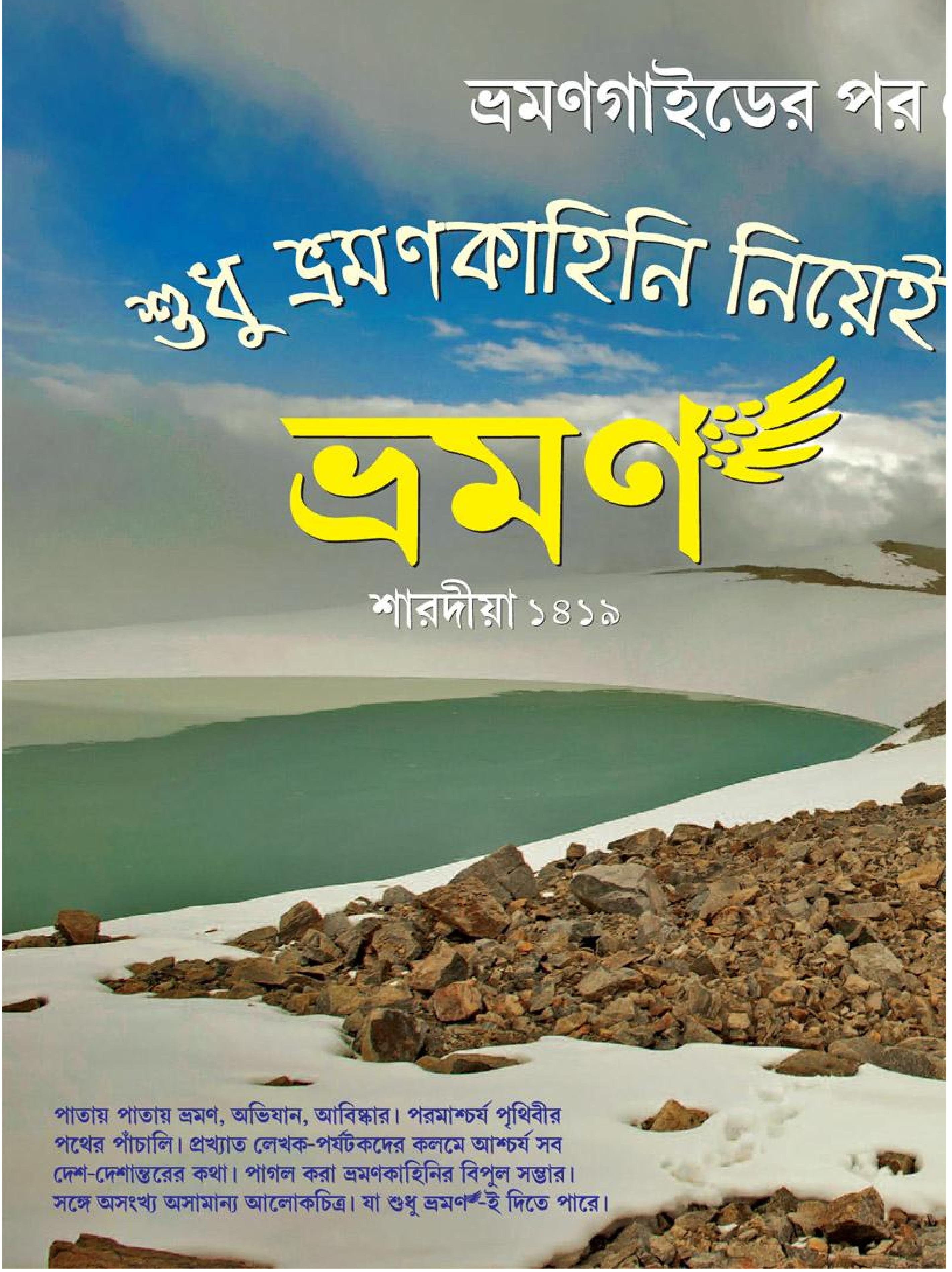
ভ্রমণগাইডের পর
শুধু ভ্রমণকাহিনি নিয়েই
ভ্রমণ
শারদীয়া ১৪১৯
পাতায় পাতায় ভ্রমণ, অভিযান, আবিষ্কার। পরমাশ্চর্য পৃথিবীর
পথের পাঁচালি। প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের কলমে আশ্চর্য সব
দেশ-দেশান্তরের কথা। পাগল করা ভ্রমণকাহিনির বিপুল সম্ভার।
সঙ্গে অসংখ্য অসামান্য আলোকচিত্র। যা শুধু ভ্রমণ-ই দিতে পারে।

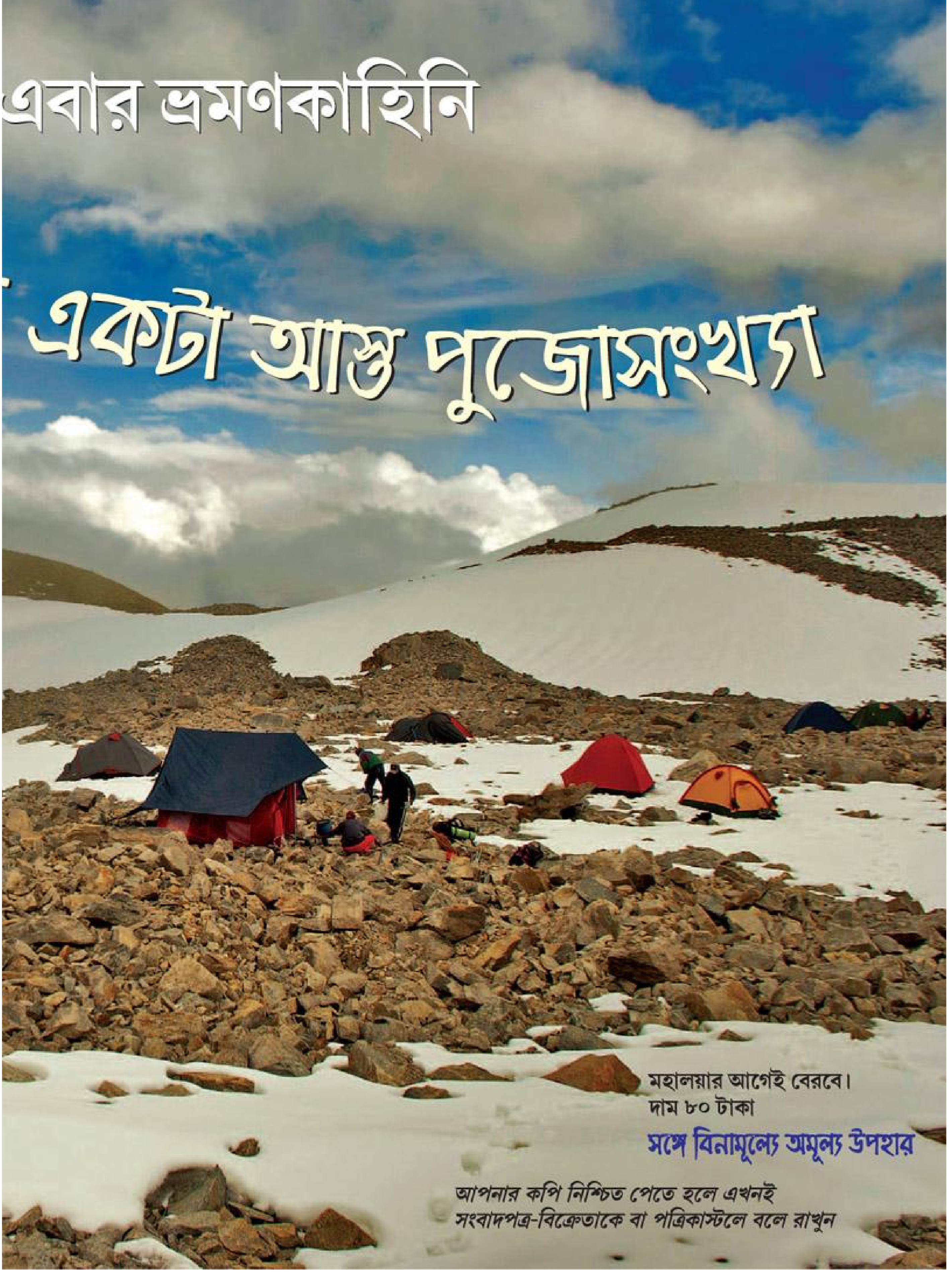
এবার ভ্রমণকাহিনি
একটা আস্ত পুজোসংখ্যা
মহালয়ার আগেই বেরবে।
দাম ৮০ টাকা
সঙ্গে বিনামূল্যে অমূল্য উপহার
আপনার কপি নিশ্চিত পেতে হলে এখনই
সংবাদপত্র-বিক্রেতাকে বা পত্রিকাস্টলে বলে রাখুন

বড়মাপের খরগোশ বিশাল এক লেজ নিয়ে গাছে ঝুলে আছে। ঘণ্টাখানেক চলার পর গাছপালার মাঝখানে থুভানাম জলপ্রপাত উঁকি দিল আর তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটার সব ক্লান্তি যেন জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। কী অপরূপ সেই দৃশ্য! আরও মিনিট কুড়ি হেঁটে পৌঁছলাম থুভানামের সামনে। অসামান্য রূপবতী সেই জলপ্রপাত। আমি বিস্ময়ে হতবাক বললেও কম বলা হবে। মুগম হয়তো এই দৃশ্য দেখে দেখে অভ্যস্ত কিন্তু ওর চোখেও স্পষ্ট মুগ্ধতার ছাপ। চারদিকে এক অদ্ভুত মাদকতা ছড়িয়ে রয়েছে। আমি থুভানামের রূপের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছি। সম্বিত ফিরল মুগমের তাড়ায়। মুগমই তাড়া দেওয়ার কারণটা বলল আর সেটা শুনে শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। ওর কথা অনুযায়ী এখানে বাঘ যে-কোনও সময়ে জল খেতে আসতে পারে, আর যেহেতু এখনও বর্ষা পুরোদস্তুর নামেনি তাই জঙ্গলের ওপর দিকের জলাশয়গুলো শুকিয়ে রয়েছে, নীচের দিকের এই ঝরনাই এখন ওদের ভরসা। ঘড়িতে প্রায় পাঁচটা বাজে, আমি আর দেরি করলাম না। শেষবারের মতো থুভানাম সুন্দরীকে 'বিদায়' বলে ফিরতি পথে পা বাড়ালাম। বার বার ফিরে তাকাই আর থুভানামকে দেখি, শেষে একসময়ে সেও চলে গেল চোখের আড়ালে। মুগমকেও দেখলাম বেশ চুপ। কারণটা বুঝতে পারলাম এক গজরাজের বজ্রনিনাদে। আমি তো একেবারে চমকে গিয়ে সবথেকে ছোট যে গাছে ওঠা যায় তা খুঁজছি। কিন্তু মুগম অভয় দিল, বলল যে, হস্তিমহারাজ একাই বেরিয়েছেন এবং খুব কাছেও তিনি নেই, অতএব ভয় না থাকলেও না দাঁড়িয়ে এগনোই ভালো। সাবধানের মার নেই, আমি হাঁটছি আর খালি পিছনে ফিরে তাকাচ্ছি। তাই দেখে মুগম একটু ধমকের সুরেই বলল যে আর ভয় নেই। দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে। চারদিকে আস্তে আস্তে অন্ধকার জমতে শুরু করেছে। মুগমের চলার গতি বেশ জোরেই। পরে অবশ্য তার কারণটা জেনেছিলাম। একধাক্কায় বেশ খানিকটা চলার পর একটু দাঁড়ালাম, একটু জল না হলে চলছে না, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। মুগম দাঁড়াতে নিষেধ করল, আমি বুঝলাম না, কিন্তু দাঁড়ালামও না। আরও ২০-২৫ মিনিট চলার পর রাস্তা দেখতে পেলাম, গাড়ির আওয়াজ শুনে মনটা একটু শান্ত হল। মুগমের কী হয়েছে কে জানে? কোথাও দাঁড়াতে দিচ্ছে না। ক্যামেরা অনেকক্ষণ হল ব্যাগের মধ্যে পোরা। ছবিও তুলছি না। কিন্তু এত তাড়াই বা কীসের! এইসব ভাবতে ভাবতে আলামপেটি চেকপোস্টে এসে পৌঁছলাম।

'স্যার, আপনাকে এইভাবে তাড়া দিয়ে নিয়ে আসার জন্য দুঃখিত', এবার মুগম মুখ খুলল।

'না, না ঠিক আছে', আমার রাগ হয়েছিল। কিন্তু একটু হাসিহাসি মুখ করে বললাম।

'না স্যার, জানি আমার ওপর রাগ করেছেন, আসলে আপনার বাস আর ১০ মিনিটের মধ্যে আসবে আর এটাই এই রুটে আজকের মতো শেষ বাস। তাই আমি তাড়া দিচ্ছিলাম'। মুগম প্রায় একদমেই কথাটা বলে গেল।

'আরে, এটা তো আমি ভেবে দেখিনি, সর্বনাশ! তুমি আমায় বাঁচালে মুগম', আমি ওকে প্রায় জড়িয়েই ধরি।

সত্যি, থুভানামের মুগ্ধতায় আমি বিলকুল ভুলে গিয়েছি যে আমায় আজ মারায়ুর ফিরতে হবে। মুগম না থাকলে তো আমি আজ একেবারে পথে বসতাম। এই জঙ্গলের রাস্তায় কে আর গাড়ি নিয়ে আসত আমায় উদ্ধার করতে! মুগমকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আর বাকি ফরেস্ট গার্ডদের কাছে 'আবার আসব', এই কথা দিয়ে আমি বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াতেই বাস এসে পড়ল। এখন সন্ধে সাতটা কুড়ি। একঘণ্টার মধ্যে মারায়ুর পৌঁছে গেলাম। থুভানামের থেকেও মুগমের জন্য মন খুব খারাপ লাগছিল।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে ট্রেনে চেন্নাই এসে তারপর চেন্নাইতে ট্রেন বদল করে কোচি, মাদুরাই বা কোয়েম্বাটুর। মাদুরাই থেকে বাস বা গাড়িতে থেনী-বোডি-মুন্নার হয়ে মারায়ুরের দূরত্ব ১৯২ কিলোমিটার। ট্যাক্সি ভাড়া প্রায় ২,৫০০ টাকা।

কোচি থেকে বাস বা গাড়িতে আদিমালি-মুন্নার হয়ে মারায়ুরের দূরত্ব ১৬৬ কিলোমিটার। ট্যাক্সি ভাড়া ২,০০০ টাকা।

কোয়েম্বাটুর থেকে বাস বা গাড়িতে পোল্লাচি-উদুমালপেট হয়ে মারায়ুরের দূরত্ব ১১৬ কিলোমিটার, ট্যাক্সি ভাড়া প্রায় ১,৫০০ টাকা। এই রুটে বাস খুব কম চলে, তাই আগে থেকে খোঁজ নিয়ে রাখবেন।

এছাড়া মুন্নার থেকে সকালে বেরিয়ে একদিনের ট্যুরে এরাভিকুলাম, লখম ফলস, মারায়ুর, থুভানাম ফলস ঘুরে বিকালের মধ্যে মুন্নার ফেরত আসা যায়, ট্যাক্সি ভাড়া প্রায় ১,২০০ টাকা।

যাঁরা প্লেনে যাবেন তাঁদের কোচি, মাদুরাই বা কোয়েম্বাটুর বিমানবন্দরে নামতে হবে। কোচি থেকে মারায়ুর দূরত্ব ১৬৬ কিলোমিটার। মাদুরাই থেকে দূরত্ব ১৯২ কিলোমিটার এবং কোয়েম্বাটুর থেকে দূরত্ব ১১৬ কিলোমিটার।

কোথায় থাকবেন

মুন্নারে পকেট অনুযায়ী বিভিন্ন মানের হোটেলের সংখ্যা প্রচুর। মারায়ুরে রয়েছে **চন্দনা রয়্যাল রিসর্ট** (☎০৪৮৬৫-২৫২২২২, ২৫২৩২২), ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৩,০০০ টাকা, ডিলাক্স স্যুইটের ভাড়া ৪,০০০ টাকা, এক্সিকিউটিভ স্যুইটের ভাড়া ৫,০০০ টাকা। **প্যারাডাইস ভ্যালি ইন** (☎০৪৮৬৫-২৫২০৪৭), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা, ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ৬০০ টাকা।

হোটেল ডিলাক্স লজ, দুজনের ঘরভাড়া ৪০০ টাকা দিনপ্রতি। সবথেকে ভালো হয় যদি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের যে 'লগ হাউস' আছে একদম থুভানাম ফলসের ধারে, সেখানে একরাত কাটাতে পারেন। আর সে যদি পূর্ণিমার রাত হয় তাহলে তো স্বর্গ। লগ হাউসের ভাড়া ২ জনের জন্য দিনপ্রতি ১,৬০০ টাকা।

থুভানাম ফলসে 'লগ হাউস' বুক করতে হলে যোগাযোগ করতে হবে:

ডি এফ ও
চিনার ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি
ফরেস্ট ইনফরমেশন সেন্টার
ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন'স অফিস
মুন্নার-৬৮৫ ৬১২, কেরালা
☎০৪৮৬৫-২৩১৫৮৭

কখন যাবেন

মারায়ুর সারাবছরই যাওয়া যায়, তবে বর্ষার সময় চারদিক সবুজ হয়ে ওঠে, সেটা বেশ লাগে।

থুভানাম ফলসে প্রায় সারাবছরই কমবেশি জল থাকে। তবে জুলাই-সেপ্টেম্বরে জলের ধারা সবথেকে বেশি।

লখম ফলস মুন্নার-মারায়ুর রাস্তার ধারেই পড়ে। গাড়ি থেকে নেমে ৫০ মিটার হাঁটলেই ফলসে পৌঁছনো যায়।

মনে রাখবেন

আলামপেটি চেকপোস্টে সমস্ত ট্যুরিস্টদের নাম এন্ট্রি করা বাধ্যতামূলক। আর সেখান থেকেই থুভানাম ফলস যাওয়ার গাইড নিতে হবে। গাইড ছাড়া পারমিশন দেওয়া হয় না। ফরেস্ট এন্ট্রি ফি ১০০ টাকা, গাইড আরও ১০০ টাকা। সঙ্গে খাবার জল রাখবেন, পুরো রাস্তায় কোথাও খাবার জল নেই। পুরো এলাকা 'প্লাস্টিক ফ্রি জোন'। দয়া করে সেটা খেয়াল রাখবেন। না হলে মোটা টাকা জরিমানা দিতে হবে।

ফিরে দেখা

'ভ্রমণ' মে ২০০৪ সংখ্যা থেকে

মানস ভ্রমণ

প্রায় মাঝরাস্তায় এসে লতাজোড় বিট অফিসের সামনে উপস্থিত হলাম। বনকর্মীরা জানাল, আজ ভোরেই প্রায় ত্রিশটি হাতির একটা বড় দল তাদের চোখের সামনে দিয়ে উচিলা বিটের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। কথায় কথায় আরও জানা গেল এই মুহূর্তে আমরা যে অগভীর জলাশয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছি এখানেই প্রতিদিন ভোরবেলায় আর বিকেলের দিকে বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর দর্শন মেলে। এমন একটা জায়গায় একটা রাত কাটাবার অভিজ্ঞতা কেমন হবে এই কথা ভাবতে ভাবতেই একসময় পৌঁছে গেলাম মাথানগুড়ি বনবাংলো। টিলার ওপর তৈরি আপার বাংলোর সবকটি ঘরই খালি পড়ে আছে। শুধু তাই নয়, সামনেই দোল উৎসব বলে আর কোনও ট্যুরিস্ট আসার সম্ভাবনা কম বলে জানাল বাংলোর এক কর্মী। পুরো বনবাংলোর দখল পেয়ে ক্ষণিকের জন্য দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম। কোন ঘরটায় থাকলে সবচেয়ে ভালো হবে ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। বাংলোর রাঁধুনি বুদ্ধি দিল তিনদিন তিনটি ঘরে থাকলেই তো হয়। আপাতত দোতলার তিন নম্বর ঘরটিই আমাদের পছন্দ হল।

বনবাংলোর কোথায় কী আছে দেখতে দেখতে এক সময় দোতলার বারান্দার শেষপ্রান্তে উপস্থিত হতেই মধুর বিস্ময়ের ধাক্কায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লাম। মানস অরণ্যের সমস্ত সৌন্দর্য কেউ যেন কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়ে আমার সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছে। ভুটান পাহাড় থেকে নেমে এসে মানস নদী ঠিক বাংলোর সামনে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। নদীর নীল জলধারা, সোনালি বালিতে ঢাকা নদীতট, সবুজ বনানী আর দূরের ওই নীলাভ শৈলমালা মিলে এমনই এক অপার্থিব শোভার সৃষ্টি করেছে যে দর্শনমাত্র তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে। কোথাও না গিয়ে শুধু ঝুলন্ত বারান্দায় বসেই সারাটা দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়।

মধ্যাহ্নভোজনের পর বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসলাম। সামনের মাদার গাছে অজস্র লাল ফুল ফুটে আছে। ফুলের ভেতর মুখ গুঁজে খাবার সংগ্রহে ব্যস্ত পাহাড়ি ময়না, শালিক আর মৌটুসির দল। ছোটখাটো চেহারার এক ধূসর বর্ণের কাঠবিড়ালিও দেখছি এক ডাল থেকে আরেক ডালে ছোটাছুটি করছে আর মাঝে মধ্যে ফুলের মধ্যে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই কাঠবিড়ালির পিঠে সেই অতিপরিচিত তিনটি সাদা দাগ অনুপস্থিত। কাঠবিড়ালি আর পাখিদের কাণ্ডকারখানা দেখার মধ্যেই মাথানগুড়ি বিট অফিসার গোপেশ মেধি এসে উপস্থিত হলেন। উনি যে একজন অভিজ্ঞ বনকর্মী তার পরিচয় পেতে দেরি হল না। সবে প্রাথমিক পরিচয়পর্ব শেষ হয়েছে, উনি তর্জনী নির্দেশ করে বলে উঠলেন, 'ওই দেখুন দুটো হরিণ নদী পেরোচ্ছে।' অগভীর নদীর জলপ্রবাহ পেরিয়ে, অত্যন্ত ধীরগতিতে দুটি হরিণ ভুটানের এলাকা থেকে ভারতের দিকে আসছে। চোখে বাইনোকুলার দিতেই চিনতে পারলাম, দুটিই পুরুষ সম্বর হরিণ।

রবীন চক্রবর্তী

সিকিমে এক চক্কর

কাকভোরে হোটেলের ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি চারদিকে বরফ-পাহাড়ে ঘেরা লম্বাটে এক অপরূপ উপত্যকা লাচুং। উপত্যকাকে দ্বিধাবিভক্ত করে উচ্ছল ছন্দে বয়ে চলেছে লাচুং চু আর পাহাড়ের ওপর থেকে নৃত্যভঙ্গিতে নেমে আসছে ঝরনা।

আমরা যাব কাটাও পাহাড়ে— তিব্বত সীমান্তের কাছে। তিব্বত সীমান্ত লাচুং থেকে মাত্র ৩২ কিলোমিটার। অতটা যেতে দেয় না মিলিটারি। যেখানে থেকে বরফ শুরু, সেই অবধি যাওয়া হল। বরফের গোল্লা পাকিয়ে ছোড়াছুড়ি হল; স্লিপ খেয়ে নামা হল; ইয়েতি হয়ে হাঁটুডোবা বরফে গবগবিয়ে হাঁটা হল। পথে উপরি পাওনা লাচুংয়ের বিহঙ্গ দৃশ্য আর পথের এক চমরি গাই।

হোটেলে ফিরে টোস্ট-অমলেট আর কফি দিয়ে প্রাতরাশ শেষ করেই ছোটা ইয়ুমথাংয়ের দিকে। রডোডেনড্রন স্যাঙ্কচুয়ারির মধ্য দিয়ে, প্রিমুলা ফুলের পাশ কাটিয়ে ইয়ুমথাংয়ের পথ।

এপ্রিলের মাঝামাঝি বলে এখনও সব গাছে ফুল নেই। মে-র দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে পাহাড়ে-পাহাড়ে, রাস্তায়-রাস্তায়, বুগিয়ালে-বুগিয়ালে রঙের দক্ষযজ্ঞ।

হঠাৎ যেন দৃশ্যপটের ওপর থেকে পর্দা উঠে যায়। দুধারের পাহাড় সরে গিয়েছে, আমরা এসে পড়ি এক বিস্তৃত উন্মুক্ত উপত্যকায়। ঘাসে ঢাকা সবুজে-সবুজ সে উপত্যকার একপ্রান্ত দিয়ে বয়ে চলেছে নীল জলধারার সুন্দরী ইয়ুমথাং চু। পশ্চিম থেকে পুবে ঢালু সেই উপত্যকার ধারে-ধারে পাইনের যূথবদ্ধ উপস্থিতি। পশ্চিমপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এক স্বপ্ন-বাংলো— বন দপ্তরের। উত্তরে নদী নেমেছে পাহাড় থেকে। পুবেও তুষার কিরীটে শোভিত পাহাড়শ্রেণী। মেঘলা বলে এখন পাহাড়ের মাথা ঢাকা ঘন মেঘে।

চিন্ময় চক্রবর্তী

নামিবিয়া

ফ্লাডলাইটের সাহায্যে আলোকিত করে রাখা হয়েছে ওয়াটার হোল। ডিনার শেষ করে ওয়াটার হোলের অদূরে অবজার্ভেশন টাওয়ারে গিয়ে বসলাম সকলে। সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় 'ড্রাই সিজন'। এই সময় এতোশায় অন্য নদী-নালা শুকিয়ে যায় তাই নির্দিষ্ট ওয়াটার হোলে জল খেতে আসতে বাধ্য হয় জন্তু-জানোয়ারেরা। প্রথমে এল দুটো গণ্ডার। তারপর একদল জেব্রা। তারপর এল এক সিংহের দল। হাতি তো ছিলই। হরিণের মধ্যে গেমস বক ও স্প্রিংবক। নামিবিয়ার বিরাট ন্যাশনাল পার্ক এতোশা। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হল এতোশা 'প্যান' বা শুকনো লেক। জলের বদলে লেকের মধ্যে রয়েছে নুন। 'প্যানের' চারপাশে জঙ্গল, তৃণভূমি ও মরুভূমি। এতোশার অভ্যন্তরে এক ওয়াটার হোল থেকে আরেক ওয়াটার হোলে যাওয়া যেতে পারে কিন্তু গাড়ি থেকে নামা বারণ।

পরদিন আমরাও চললাম এক ওয়াটার হোল থেকে অন্য ওয়াটার হোলে। এতোশায় বেশি কষ্ট করে জীবজন্তু খুঁজতে হয় না। নজরে পড়ল জেব্রা, ন্যু, স্প্রিংবক, অরিক্স, হাতি, সিংহ, জিরাফ, শেয়াল ও হায়না। বিকেলে বৃষ্টি হওয়ায় বিশেষ কিছু নজরে পড়ল না। ক্যাম্পে ফিরে এলাম। এতোশা ন্যাশনাল পার্কে আরও দুদিন কাটালাম। শেষদিন আমাদের কপাল খুবই ভালো ছিল। ক্যাম্প থেকে প্রায় এক কিলোমিটার যেতেই দেখি ঠিক আমাদের সামনে একটি লেপার্ড চলেছে। আমরা গাড়ি দাঁড় করাতেই লেপার্ডটি গাছে উঠে পড়ল। আমাদের থেকে তার দূরত্ব ২০ গজ। রোদে চকচক করছে তার গা। তাকিয়ে দেখি গাছের ওপরেই রয়েছে তার শিকার— একটি মরা স্প্রিংবক। আমরা প্রায় একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর সে আরও ওপরে উঠে মৃত স্প্রিংবকটি খেতে শুরু করল।

পার্থ দে সরকার

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা
গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায়
অভিনয়ে
জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার
MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

ছন্দে-কথায়, গানে-বাজনায়, অভিনয়ে-কথকতায়

সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
সংগীত ও পরিচালনা: দীপক চৌধুরী
অভিনয়: সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে
ভাষ্যপাঠ: অনসূয়া মজুমদার
গান: স্বপন বসু ও আরও অনেকে

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

সিম্ফনি, মিউজিক ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য ক্যাসেটের দোকানে পাবেন। ₹৯৯

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: books@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

ন্যোশাতেলে একদিন

লেখা : স্বপ্না দত্ত ছবি : রিচার্ড টুলোক

ফ্রান্স থেকে জুরা পর্বত পেরিয়ে সুইজারল্যান্ডে ঢোকার পথে প্রথম সুইস শহর ন্যোশাতেল। এখানে বর্ডার পুলিশ যেই পাসপোর্ট পরীক্ষা করতে উঠে পড়ে ট্রেনে, অমনি যাত্রীরাও পাহাড় ও হ্রদে ঘেরা ছবির মতো সুন্দর দেশটির প্রথম স্বাদ পেয়ে যান ট্রেনের জানলা দিয়েই।

ন্যোশাতেল

ন্যো শাতেলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ট্রেনে করে প্যারিস থেকে জেনিভা যাওয়ার পথে। রেললাইনের কোল ঘেঁষে বিশাল সুদূর বিস্তীর্ণ হ্রদ আমাদের চিলিকার কথা মনে করিয়ে দেয়। শান্ত, নিস্তব্ধ পরিবেশ, জনমানবের দেখা নেই। শুধু আকাশের গভীর নীলিমা বুকে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে। সুইজারল্যান্ডের অন্যান্য লেকের মতো পালতোলা রঙিন নৌকোও এখানে চোখে পড়ে না। লাক লিমান, লুসার্ন অথবা ইন্টারলাকেনের মতো সুন্দর না হলেও মনের কোথায় যেন দাগ কেটে যায়। পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে হল, একবার এখানে ফিরে আসতেই হবে। আমার স্বামীর কাজ বার্নে। কাজ শেষ হওয়ার পর ন্যোশাতেল যেতে চাই শুনে সবাই অবাক। ছোট্ট ঘুমন্ত জনপদ। সেখানে দেখার আছেই বা কী? যাই হোক, যেতে যখন চাই তখন টিকিট আর থাকার ব্যবস্থাও হয়ে গেল।

জুলাই মাসের এক বৃষ্টি-ঝরা সকালে আমরা এসে নামলাম লেকের ধারের ছোট্ট স্টেশনে। লেকের নামেই স্টেশনেরও নাম ন্যোশাতেল। সেখানে লেফট লাগেজে বড় সুটকেস রেখে ব্যাগ কাঁধে, রেনকোট আর টুপি চড়িয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম হোটেলের উদ্দেশে। বৃষ্টির তোড়ে আর ঝোড়ো দমকা হাওয়ায় রাস্তা দিয়ে হাঁটা বেশ কঠিন, তার মধ্যে আবার ঘন মেঘে চারদিক অন্ধকার। বেড়ানোর উপযুক্ত নয় কোনওভাবেই। কিন্তু আবহাওয়া কেমন হবে সে তো আর সপ্তাহখানেক আগে জানার উপায় নেই। যেদিনের টিকিট সেদিনই রওনা হতে হবে। ভাবনা হয়, এমন দিনে লেকে নৌকো চলবে তো?

প্রায় কাকভেজা অবস্থায় হোটেলে পৌঁছে সেই কথাটাই সবচেয়ে আগে জিজ্ঞাসা করলাম। শুনে নিশ্চিন্ত হলাম যে, সেদিন বিকেলেও নৌকো ছাড়ার কথা। তার মানে সারা দিনটাই পাওয়া যাবে শহরটা ঘুরে দেখার জন্য। হলই বা বৃষ্টি, সুযোগ তো আর বার বার আসে না। ছোট হোটেল হলেও ঘরেই চা-কফি খাবার ব্যবস্থা ছিল। তাড়াতাড়ি ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে ইলেক্ট্রিক কেটেলে চা তৈরি করে বিরাট কাপ ভর্তি প্রায় ফুটন্ত চা খাবার পর ধড়ে প্রাণ এল। এবার বেরিয়ে পড়ার পালা।

তুমুল বৃষ্টির মধ্যেই আমরা রওনা হলাম পুরনো শহরের (এরা 'আলস্টাট' বলে) দিকে। ১৫০৪ সালে বার্গান্ডিয়ান সাম্রাজ্যের একটি বিখ্যাত দুর্গের নামে ন্যোশাতেল লেক আর শহরের নামকরণ হয়। আরও কয়েকবার হাতবদলের পর ১৮১৫-তে ন্যোশাতেল সুইস কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হল। লেক আর পাহাড়ের মধ্যে গড়ে ওঠা এই ছোট্ট জনপদ সত্যিই ছবির মতো সুন্দর। একদিকে জুরা পাহাড়, অন্যদিকে আল্পস। আগেকার তৈরি বেশিরভাগ বাড়ি হালকা হলুদ রঙের, যা দেখে বিখ্যাত লেখক আলেকজান্ডার ডুমা বলেছিলেন যে, মনে হয় শহরটা যেন একদলা মাখন দিয়ে তৈরি। চারদিকে তাকালেই চোখে পড়ে অজস্র আঙুরের লতা, বিশেষ করে লেকের ধার দিয়ে। বিগত দশ শতাব্দী ধরে ন্যোশাতেল আঙুর আর নানারকম ওয়াইনের জন্য বিখ্যাত, বিশেষ করে রেড, হোয়াইট আর স্পার্কলিং ওয়াইন। ততটাই বিখ্যাত এখানকার গ্রেপ হার্ভেস্ট ফেস্টিভাল, যা দেখতে অনেকেই আসেন।

আকাশের ঘন কালো মেঘের ছায়া পড়ে লেকের জলও গাঢ় নীল, প্রায় কালোই দেখাচ্ছে। এত বিশাল লেকের ওপার দেখা যাচ্ছে না। গভীর জলের বুক চিরে আমাদের লঞ্চ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। দেওয়ালে টাঙানো ম্যাপে দেখলাম লেখা আছে যে, এই লেকে প্রথম স্টিমার চলেছিল ১৮২৭ সালে।

পথ চলতে চলতে মনে হল, আমরা যেন বেশ কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে এসেছি। রোমান যুগের মতো রাস্তা, গত শতাব্দী বা তারও আগে তৈরি বাড়িঘরে মধ্যযুগের ছাপ। অনেক বাড়ির টাওয়ার দেখে দুর্গের কথা মনে পড়ে যায়। প্রায় সব বাগানেই নানা মাপের ও নানা ধাঁচের ফোয়ারা। বাড়িগুলোর মধ্যে দুটি বিশাল ইমারত বিশেষ করে চোখে পড়ে। তার একটি হল দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈরি চার্চ— লা কলেজিয়েল নত্রদাম। অন্যটিকে সবাই 'দি কাসেল' নামেই জানে। নত্রদামের অনেকখানিই ১৪৫০ সালের এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে সেটি পুনর্গঠিত হয়। 'দি কাসেল' প্রথমে ন্যোশাতেলের লর্ডদের বাসগৃহ ছিল। এখন সেটি এখানকার সরকারি দপ্তর। নত্রদামের মতো কাসেলও বহুবার নতুন করে নির্মিত হয়েছে।

রেনেসাঁস যুগে তৈরি কয়েকটি সুন্দর বাড়ি এখন হোটেল। এদের মধ্যে একটি— হোটেল 'দু পেরু'— বিখ্যাত দার্শনিক রুসোর বন্ধুর তৈরি। এটি সবার মধ্যে আলাদা করে চোখে পড়ে বাগানের একটি বিশেষ ফোয়ারার জন্য। অনেকখানি জলের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা স্নানরতা এক সুন্দরীর নিখুঁত প্রতিমা, যার নাম হল, 'দ্য বেদার'। সে যুগের কোনও বিখ্যাত ভাস্করের সৃষ্টি এটি।

ততক্ষণে বৃষ্টি প্রায় থেমে এসেছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে হালকা রোদের ঝিলিকও দেখা দিচ্ছে। এবার আমরা লেকের দিকে পা বাড়ালাম। পথের দু'ধারে ছোট ছোট দোকানের সারি, তার বেশির ভাগই চকোলেটের। মনে পড়ে গেল, ন্যোশাতেল চকোলেট, বিশেষ করে ট্রাফলস-এর জন্য বিখ্যাত। আরেকটি বিশেষত্ব হল, এখানকার অনেক চকোলেটই বাড়িতে তৈরি, ফ্যাক্টরিতে নয়। তার স্বাদও আলাদা, দামও অনেক বেশি। ইংরিজি জানা এক দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানকার চকোলেটকে বিশেষ বলার কারণ কী? হাতে করে তৈরি বলে? সে জবাব দিল, না শুধু তা নয়, আমরা স্পেশাল কোকোবিনস দিয়ে চকোলেট তৈরি করি বলে এর স্বাদ একেবারেই অন্যরকম, খেয়ে দেখলেই তফাত বুঝবেন। স্বীকার করতেই হল যে, এর স্বাদ অনবদ্য।

এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য হল ন্যোশাতেলের 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম'। আগেই শুনেছিলাম যে, ন্যোশাতেল লেক আরও দুটি লেকের সঙ্গে ক্যানাল দিয়ে যুক্ত, যার জন্য এই এলাকার প্রচলিত নাম 'থ্রি লেক রিজিয়ন'। অন্য দুটি লেকের নাম হল লেক বিল আর লেক মুরতেন। এর সবটাই লৌহযুগের সময়কার। কিন্তু সেই সভ্যতার সব চিহ্ন বিলীন হয়ে যায় লেক তিনটির বুকে। ১৮৭০-এর শেষের দিকে ন্যোশাতেল লেকের পূর্বদিকের অনেকখানি অংশ শুকিয়ে যায়। তখন সেখান থেকে লৌহযুগের অনেক জিনিস— অস্ত্রশস্ত্র, বাসনপত্র ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া যায়। সেইসব এই মিউজিয়ামে সযত্নে সুরক্ষিত আছে। এর মধ্যে একটি লাঙলের অংশও আছে, যেটি ২০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের।

এবারে আমরা লেকের প্রান্তে এসে পৌঁছলাম। বৃষ্টি না পড়লেও চারদিক ভিজে সপসপে। জেটিতে জনপ্রাণী নেই। লেকের ধারে শুধু নানারকম হাঁস, রাজহাঁস আর সি-গালের জটলা। লঞ্চ এল খানিকটা পরে। উঠে দেখি তাতে শুধু আমরাই দু'জন যাত্রী। কী কাণ্ড, লঞ্চ ছাড়বে তো? তারপর জানতে পারলাম যে এটি টুরিস্টদের শৌখিন লঞ্চ নয়, নিতান্তই যাত্রী পারাপারের খেয়া। অতএব ঠিক সময়ে ছাড়বেই, যাত্রী থাক আর না-ই থাক। আমরা তাতেই খুশি, কারণ এত সুন্দর, সাজানো, ছিমছাম লঞ্চ আমি অন্তত আগে কখনও দেখিনি। আকাশের ঘন কালো মেঘের ছায়া পড়ে লেকের জলও গাঢ় নীল, প্রায় কালোই দেখাচ্ছে। এত বিশাল যে, লেকের ওপার দেখা যাচ্ছে না। গভীর জলের বুক চিরে আমাদের লঞ্চ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। দেওয়ালে টাঙানো ম্যাপে দেখলাম লেখা আছে, এই লেকে প্রথম স্টিমার চলেছিল ১৮২৭ সালে।

ঠিক করলাম, ছাদে যাওয়া যাক। সেখান থেকে আরও ভালো দেখা যাবে। লোহার সিঁড়ি বেয়ে জলের ধারা বইছে। আমাদের ছাদে উঠতে দেখে লঞ্চের স্টাফেরা একটু অবাক হয়ে তাকাল। বলা বাহুল্য, ছাদও একদম খালি। শুনেছিলাম এই লেক থেকে মঁ ব্লাঁ-শিখর আর বার্নিস ওভারল্যান্ড দেখা যায়। কিন্তু এখন সবই ঘন মেঘের আড়ালে। তবে ছাদ থেকে লেকের দৃশ্য অতুলনীয়। চারদিকে জল, কোথাও কূল-কিনারা দেখা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড হাওয়ার তোড়ে লঞ্চের দু'ধারে বড় বড় ঢেউ উঠছে। এই বিশাল জলরাশির মাঝে শুধু আমরা ভেসে চলেছি— রীতিমতো গা শিরশির করা অনুভূতি। এত ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে বেশিক্ষণ ছাদে থাকা গেল না। নীচে নামতেই মালুম হল যে খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। সেই কোন সকালে হোটেল থেকে চা খেয়ে বেরিয়েছি— তারপর থেকে শুধু চকোলেট ছাড়া আর কিছুই পেটে পড়েনি। দেখলাম লঞ্চে দিব্যি সুন্দর খাবার জায়গা রয়েছে। জানলার ধারে বসে সদ্য বেক করা রোল আর মাখনের সঙ্গে লেকের টাটকা মাছ ভাজা আর আলু ভাজা, সঙ্গে জাম্বো গ্লাসে আইস টি খেয়ে প্রাণমন ভরে গেল।

দেওয়ালের গায়ে লাগানো পোস্টার থেকে জানতে পারলাম যে, লেক ন্যোশাতেলই সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে বড় লেক, যার দৈর্ঘ্য ৩৯ কিলোমিটার, প্রস্থ ৯ কিলোমিটার ও গভীরতা ১৫২ মিটার। অবশ্য লেক জেনিভা, লেক কন্সট্যান্স ইত্যাদি আরও লেক আছে যা মাপে আরও বড় কিন্তু তার কোনওটাই একা সুইজারল্যান্ডের নয়, সেগুলোতে অন্যান্য দেশেরও ভাগ আছে। লঞ্চের একদিকে দোকানও রয়েছে, সেখানে নানারকম স্যুভেনির, ট্রাফল আর চকোলেটও সাজানো আছে। তার মধ্যে আবার 'সুগার ফ্রি' ট্রাফলও রয়েছে— মিল্ক-শ্যাম্পেন ট্রাফল, ডার্ক-শ্যাম্পেন ট্রাফল, ক্যারামেল ট্রাফল আরও কত কী!

হঠাৎ মনে পড়ল, আমার এক ছেলেমানুষ প্রতিবেশিনী বলেছিল, সুইজারল্যান্ড থেকে তার জন্য একটা কাউ-বেল যেন নিশ্চয়ই নিয়ে যাই, ঠিক যেমনটি শাহরুখ খান কাজলের জন্য 'দিলওয়ালে দুলহনিয়া'-তে এনে দিয়েছিল। তখন কথাটার বিশেষ গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু এখন নানারকম আর নানা মাপের কাউ-বেল সামনে দেখে কিছুতেই মনে করতে পারলাম না যে, সেটি ঠিক কোন রকমের! তার ওপর সিনেমাটাও আমার না দেখা। যাই হোক, তারই মধ্যে থেকে একটি কাউ-বেল কিনে ফেললাম।

চলার পথে আমরা ছোট ছোট পোর্ট ছুঁয়ে চলছিলাম— গ্র্যান্ডসাঁ, সেন্ট অবিন, কলাম্বিয়ে, সেন্ট ব্লেস ইত্যাদি। কয়েকজন যাত্রীও ওঠা-নামা করছিল তার ফাঁকে ফাঁকে। প্রত্যেকটি জেটিই সুন্দর। জমি থেকে কাঠের সাঁকো দিয়ে জোড়া। চারদিকে কত রকমের ফুল ফুটে আছে। ফুল ভরা লতা রেলিংয়ের গায়ে জড়িয়ে আছে। তবে যাত্রীর সংখ্যা কমই, তার চেয়ে ঢের বেশি রয়েছে রাজহাঁস আর সি-গাল। ইতিমধ্যে বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। মেঘের ফাঁকে রোদের ঝলকানি দেখে আমরা আবার ছাদে ছুটলাম। এবার আর নিরাশ হতে হল না। কয়েক মুহূর্তের জন্য মেঘ সরে যাওয়ায় আমরা মঁ ব্লাঁ-র শিখর দেখতে পেলাম। রোদের ছোঁয়া লেগে সোনার মতো ঝলমল করছে। সে এক অবর্ণনীয় অনুভূতি! মনে হল এত কষ্ট করে ন্যোশাতেল আসা সত্যিই সার্থক। পর মুহূর্তেই আবার ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। প্রায় দু'ঘণ্টা পরে আমরা যখন আবার ন্যোশাতেলের জেটিতে এসে নামলাম তখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টির মধ্যেই আমরা আবার হোটেলের পথে রওনা হলাম। কিন্তু মন এমন এক ভালোলাগার আবেশে ভরে ছিল যে, বৃষ্টিকেও তখন আনন্দধারা বলে মনে হল।

Traverse Holiday

Traverse-এর সাথে "Old Silk Route"

কোলাখাম থেকে ঋষিখোলা হয়ে আরিতার লেক দেখে জুলুক-এর সর্পিল রাস্তা দিয়ে নাথাং-এর ঠান্ডা উপভোগ করে কুপুপ হয়ে পুরনো বাবা মন্দির দেখে চেনা ছাঙ্গুতে চা খেয়ে গ্যাংটক।

Visit Hornbill Festival

Nagaland 1-7th December 2012.

Fixed Departure - 29th November, 2012.

34, Rifle Range Road, Kolkata-700019

Ph: 9903134347, 9830247883

For details mail us at - info@traverseholidays.com

ক্লাসিক ট্যুরিজম

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য পরিচালিত

60, লেনিন সরণি, কলকাতা-13.
(ওয়েলিংটন ক্রশিংয়ের নিকট)
Ph: 2227-1850, 98306 12127
2725-8860, 94331 86406

BRANCH Salt Lake: CE-117, Kolkata-64
M: 9830751212, 9230082991
Howrah: Bagnan Station Road, Bagnan (N), Near Bus Stand
M: 9874777729

ইচ্ছেমতো আন্দামান

সপ্তাহশেষে ধবধবি— সবুজেমোড়া ৭০ বিঘা সঙ্গে চিংড়ি

মরুভূমিতে বিলাসবহুল রাত্রিবাস সঙ্গে ক্যামেল সাফারি, সূর্যাস্ত, বানজারা নৃত্য।

আগ্রা-হরিদ্বার-উঃ ভারত 17/11, 9/12, 22/12
কেরালা 10/12, 26/1/13
ভাইজ্যাগ-আরাকু 15/12, 22/12, 29/12
নেপাল 28/12 নৈনিতাল/হিমাচল 22/12
কাশ্মীর 22/12 মধ্যভারত 22/12
রাজস্থান 17/11, 29/12, 26/1/13.

হোটেল ও গাড়ি

জয়পুর, আজমের, পুষ্কর, চিতোরগড়, উদয়পুর, মাঃ আবু, জয়সলমির, বিকানির, যোধপুর, আগ্রা, বেনারস, দিল্লি, হরিদ্বার, মুসৌরি, সিমলা, কুলু, মানালি, ডালহৌসি, ধরমশালা, অমৃতসর, শ্রীনগর, পহেলগাঁও, কাটরা, পাটনিটপ, জম্মু, লখনউ, নৈনিতাল, রানিখেত, কৌশানি, চকৌরি, আলমোড়া, লোহাঘাট, পিথোরাগড়, ভাইজ্যাগ, আরাকু, হায়দ্রাবাদ, জগদলপুর, চিতওয়ান, কাঠমান্ডু, নাগরকোট, পোখরা, পোর্টব্লেয়ার, হ্যাভলক, মায়াবন্দর, দার্জিলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, লাটাগুড়ি, জলদাপাড়া, চালসা, জয়ন্তী, ঝিম্পু, পারো, জয়গাঁও, পাঁচমারি, কানহা, জব্বলপুর, খাজুরাহো, অমরকন্টক।

e-mail: info@classictourism.com

কেন ঘড়িয়াল স্যাংচুয়ারি যাওয়ার পথে

কর্ণাবতীর কাছে

শংকরলাল সরকার

এবার পুজোয় যাঁরা মধ্যপ্রদেশ যাচ্ছেন, খাজুরাহো থেকে একদিন খুব ভোরে বেরিয়ে দেখে আসতে পারেন ২৪ কিলোমিটার দূরের কেন ঘড়িয়াল স্যাংচুয়ারি। অরণ্য তো বটেই, কর্ণাবতী নদীর প্রবাহপথটি দেখতেও এখানে আসা সার্থক।

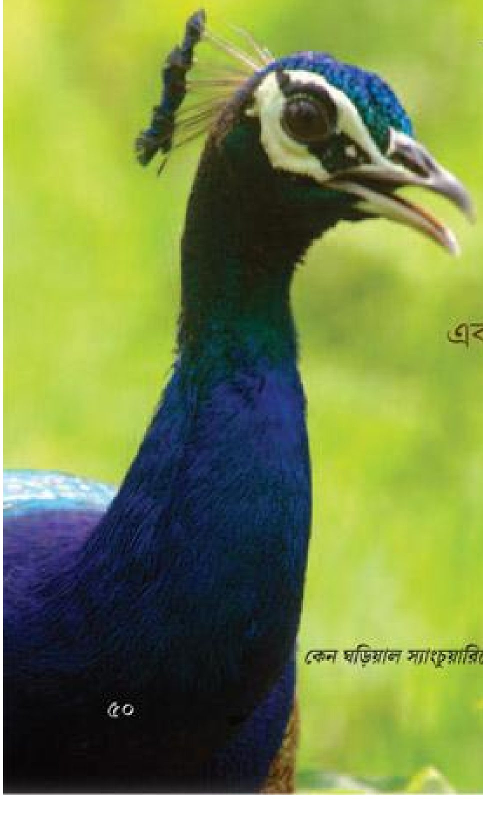

কেন ঘড়িয়াল স্যাংচুয়ারিতে

খাজুরাহো থেকে ভোর ছটার সময় যখন রওনা হলাম, তখনও দিনের আলো ভালো করে ফোটেনি। নির্জন রাস্তায় কেবল ভোরের ঘুম ভাঙা পাখিদের কলকাকলি। বাতাসে ঠান্ডা আমেজ। অটোয় চেপে চলেছি। খাজুরাহো থেকে যে রাস্তাটা রাজনগর হয়ে মাহোবার দিকে চলে গিয়েছে সেটা দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে ঢুকে পড়লাম ডানদিকের অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তায়। পিচ ঢালা ঢেউ খেলানো রাস্তা এগিয়ে গিয়েছে দুপাশে বিস্তৃত টাঁড় জমির মাঝখান দিয়ে। দূরে দূরে ছোট ছোট টিলা। এখন পাতা ঝরার দিন। দুপাশের রিক্ত শূন্য গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে বসন্তের প্রতীক্ষায়। হলদেটে রুক্ষ, বাদামি আভাস সর্বত্র। মাঝে মাঝে চাষের জমিতে সবুজের ছোঁয়া। ফুটে থাকা হলুদ সর্ষের ফুল বাতাসে আন্দোলিত হয়ে এক দারুণ দৃশ্য তৈরি করছে।

দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম পঁচিশ কিলোমিটার দূরবর্তী রানে ক্রোকোডাইল পয়েন্টের গেটে। টিকিট কেটে অটো নিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। কাঁকুরে লাল মাটির ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে অটো পৌঁছে দিল রানে ওয়াটার ফলসের কাছে। সকালে আগে দেখব জঙ্গল, তাই গেট পার হয়ে ঢুকে পড়লাম রানে ক্রোকোডাইল পার্কের ভেতর। ৪৫.২০ বর্গ

ঘড়িয়াল

কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত কেন ঘড়িয়াল স্যাংচুয়ারি।

আদর্শ পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য। রিক্ততার এক অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে সমস্ত অরণ্য যেন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে আসন্ন বসন্তের। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কিছুটা এগোতেই চোখে পড়ল একজোড়া ময়ূর। বর্ণহীন অরণ্য মুহূর্তে ঝলমল করে উঠল। ময়ূর দেখার ঘোর তখনও কাটেনি, চোখে পড়ল কয়েকটা নীল গাই। এই জঙ্গলে অনেক নীল গাই আছে। পুরুষরা নীল বর্ণের, মেয়েরা বাদামি-হলদেটে। দল বেঁধে ঘুরতে থাকা নীল গাইদের কয়েকজনকে ক্যামেরাবন্দি করে এগিয়ে চললাম। এমনিতে ওরা অটোর শব্দে ভয় পায় না, কিন্তু নেমে ওদের দিকে সামান্য এগোলেই পালিয়ে যায়। দুটো চিতল হরিণ সামনে দিয়ে ছুটে রাস্তা পার হল। অপরূপ তাদের ছোটার ভঙ্গি।

কেন নদীর ভালো নাম কর্ণাবতী। পান্না সবুজ রঙের জল পাহাড়ের অনেক নীচে গর্জের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হচ্ছে। দুপাশে কঠিন লাল গ্রানাইট, কোথাও বা সবুজ ডলোমাইটের চাঁই। নদী থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে এক ঘেরা জায়গা থেকে পর্যটকদের দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নীচের নদীতে অনেক ঘড়িয়াল আছে, কিন্তু এখন ভোরের ঠান্ডায় ওরা ওপরে উঠবে না। রোদের তেজ একটু বাড়লে ওরা জলের ধারের পাথরে উঠে আসে। ওয়াচ টাওয়ারের কাছেই একটা ছোট্ট ঘরে থাকে চৌকিদার। আমাদের চা খাওয়ার ফাঁকে ও-ই পরিচয় করিয়ে দিল কয়েকটা স্বল্প চেনা গাছের সঙ্গে। সালাই গাছের আঠা মোমবাতির মতো জ্বলে। দেখলাম কুল্লু গাছ, এই গাছের আঠা থেকে চুয়িংগাম, মিঠাই তৈরি হয়। রয়েছে তেন্দু গাছ, যার পাতা থেকে বিড়ি তৈরি হয়।

বর্ণবৈচিত্রময় ক্যানিয়নের মধ্য দিয়ে কর্ণাবতী নদী এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। ভিউ পয়েন্ট থেকে জল প্রায় দশ মিটার গভীরে। শুনলাম বর্ষাকালে জল উঠে আসে ওপর পর্যন্ত, আর প্রবল সেই জলপ্রপাতের গর্জনে চারপাশের সব শব্দ ঢেকে যায়।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম জলপ্রপাতের মুখোমুখি। জল কোথায় যে জলপ্রপাত? ফেব্রুয়ারির এই শুখা মরশুমে নদীতে জল কমে গিয়েছে, ফলে জলপ্রপাত উধাও! কিন্তু এর ফলে দেখলাম এক অন্য সৌন্দর্য। কর্ণাবতী নদী বিন্ধ্য পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে এখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ষাট মিটার গভীর গর্জের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা জ্বালামুখীর মুখ। অনেক নীচে পাথরের খাঁজে জমে রয়েছে পান্নার মতো ঘন সবুজ জল।

কর্ণাবতী নদীর প্রবাহপথ □ লেখক

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে ১৯৩০৬ শিপ্রা এক্সপ্রেস, ১২৩২১ মুম্বই মেল-এ চেপে সাতনা পৌঁছন। সাতনা থেকে বাস যাচ্ছে ১২০ কিলোমিটার দূরের খাজুরাহো। সরাসরি বাস না পেলে বামিঠা যাওয়ার বাসে চাপুন। বামিঠা থেকে খাজুরাহো ১৫ কিলোমিটার। এই পথে জিপ যাচ্ছে। খাজুরাহো থেকে অটো বা গাড়ি ভাড়া করে যাওয়া যায় কেন ঘড়িয়াল স্যাংচুয়ারি। অটো ভাড়া প্রায় ৩৫০ টাকা। স্যাংচুয়ারিতে ঢুকবার জন্য অটোর টিকিট লাগে ৮০ টাকা আর ওয়াটার ফলসের গাইড চার্জ ৪০ টাকা। বড় গাড়ি হলে ভাড়া বেশি।

ভোরের দিকেই স্যাংচুয়ারিতে প্রবেশ করলে বন্যপ্রাণী দেখা যায় সহজে। চিতল হরিণ, নীলগাই, ময়ূর আর বন্য কুকুর বা ঢোল রয়েছে এই অরণ্যে। ফেব্রুয়ারি মাসের পাতা ঝরা দিনে বন্যপ্রাণী চোখে পড়ে বেশি। বর্ষার সময় এপথে না যাওয়াই ভালো।

কোথায় থাকবেন

খাজুরাহোতে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের **হোটেল ঝংকার** (☎২৭৪০৬৩, ২৭৪১৯৪), এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৬৯০ টাকা (ব্রেকফাস্টের ভাড়া ধরা আছে)। **হোটেল পায়েল** (☎২৭৪০৬৪, ২৭৪০৭৬), এয়ারকুলড ঘরের ভাড়া ১,০৯০ টাকা, এ সি ঘরের ভাড়া ১,৯৯০ টাকা (ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)। **ট্যুরিস্ট ভিলেজ** (☎২৭৪০৬২), এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৪৯০ টাকা (ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)।

প্রাইভেট হোটেল: **হোটেল লেক সাইড** (☎২৭৪১২০), ভাড়া ১,০০০-১,৫০০ টাকা।

কার্সা ডি উইলিয়াম (☎২৭৪২৪৪), ভাড়া ৫৫০-১,০৫০ টাকা।

হোটেল সূর্য, ভাড়া ৯০০-১,৮০০ টাকা।

হোটেল হারমনি, ভাড়া ১,০০০-২,০০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৪৩৩৮-১৩৬৭৮।

হোটেল সিদ্ধার্থ, ভাড়া ৮০০-১,৫০০ টাকা।

হোটেল গ্রিন হাউস, ভাড়া ৯০০-১,২০০ টাকা। বুকিং: ☎২২৩১-৮০১৯। **হোটেল মার্বেল প্যালেস** (☎২৭৪৩৫৩), ভাড়া ৯৫০ টাকা।

হোটেল শান্তি (☎২৭৪৫৬০), ভাড়া ৮০০-১,২০০ টাকা।

খাজুরাহোর এস টি ডি কোড: ০৭৬৮৬।

দুধারের ক্যানিয়নে লাল রঙের কঠিন গ্রানাইট আর সবুজ ডলোমাইটের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে সাদা রঙের কোয়ার্টজ। কঠিন পাথরের মধ্যে সে এক অপরূপ বর্ণবাহার। সেই বর্ণবৈচিত্র্যময় ক্যানিয়নের মধ্য দিয়ে কর্ণাবতী নদী এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। ভিউ পয়েন্ট থেকে জল প্রায় দশ মিটার গভীরে। শুনলাম বর্ষাকালে জল উঠে আসে ওপর পর্যন্ত, আর প্রবল সেই জলপ্রপাতের গর্জনে চারপাশের সব শব্দ ঢেকে যায়। রানের এই ক্যানিয়নের সৌন্দর্য কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দেখে খাজুরাহোর পথ ধরলাম।

৫২ পাতার ছবিটি ছাড়া অন্যান্য ছবিগুলি তুলেছেন শান্তনু চক্রবর্তী

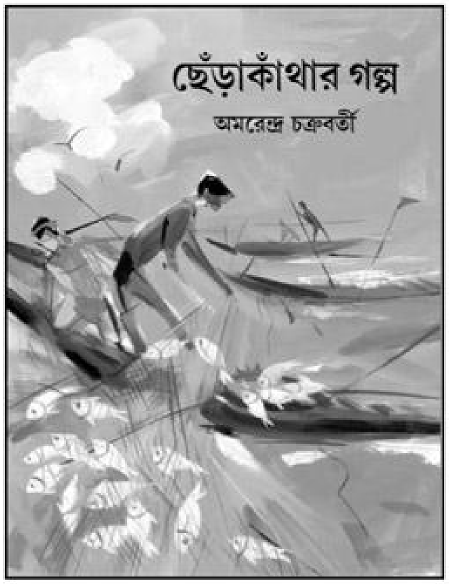

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের বই

ছেঁড়াকাঁথার গল্প

দুই মলাটের মধ্যে পাঁচ পৃথিবীর পাঁচটি গল্প।
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৭৫

অনলাইনে পেতে www.swarnakshar.in লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

মাণ্ডবী সৈকত □ সুদীপ সিনহা

গুজরাট আর দিউ

মধুমিতা দাশগুপ্ত

রুক্ষ টিলাময় শহর ভুজ, স্নিগ্ধ মাণ্ডবী সৈকত, একেবারে অন্যরকম রনের জলাভূমি, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা, এশিয়াটিক সিংহের একমেবাদ্বিতীয়ম আবাসভূমি গির— এই সবকিছু নিয়ে আমাদের পশ্চিমতম রাজ্য গুজরাট। তার পাশেই ফুটফুটে দ্বীপ দিউ।

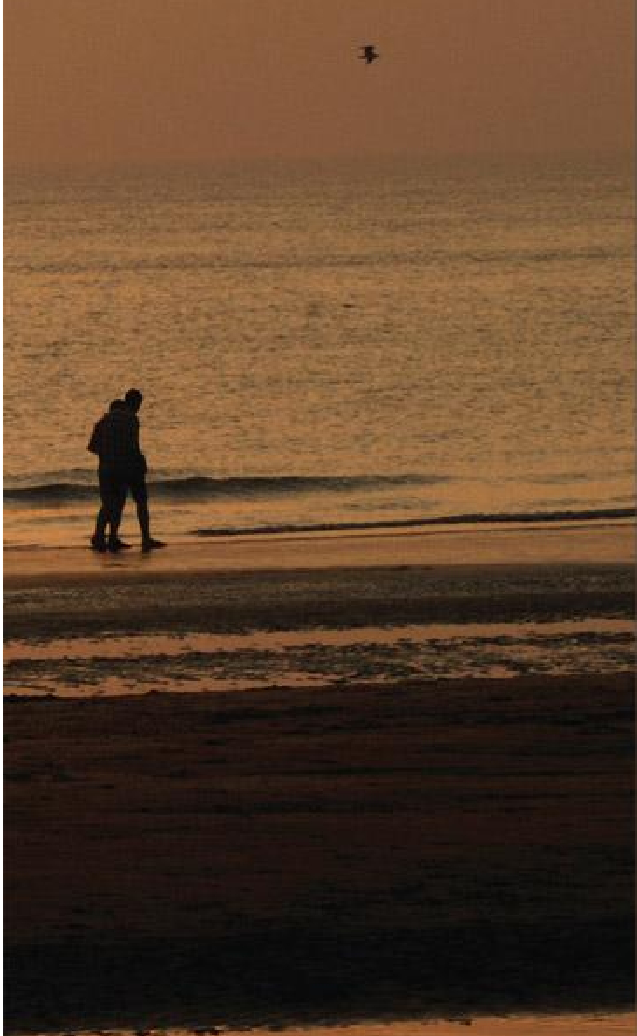

কচ্ছের উপজাতীয় মহিলা □ সুদীপ সিনহা

গির অরণ্যে □ অরিন্দম ভট্টাচার্য

গতবছর মহালয়ার আগের রাত। দমদম বিমানবন্দর থেকে সপরিবারে আমেদাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করে রাত সাড়ে ১১টার সময় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিমানবন্দরে নেমেছি। তারপর ট্যাক্সি ধরে আমেদাবাদ রেলস্টেশনে চললাম, ভুজে যাওয়ার জন্য কচ্ছ এক্সপ্রেস ধরতে।

রাত দুটোর সময় ট্রেনে উঠলাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ট্রেন। গুজরাটে তখন নবরাত্রির উৎসব শুরু হতে চলেছে, যা আমাদের দুর্গাপুজোর মতো বড় উৎসব। তাও কোথাও অতিরিক্ত যাত্রী নেই, চিৎকার-চেঁচামেচি নেই, সারারাত নিশ্চিন্তে ঘুমোনো গেল। বেলা দশটার সময় ট্রেন ভুজ পৌঁছল।

ভুজই সীমান্ত স্টেশন, তাই ধীরেসুস্থে নেমে অটো ধরে চললাম আমাদের হোটেলের উদ্দেশে। ভুজ শহরটা আর পাঁচটা সাধারণ শহরতলির মতো, ছোট। চারদিকে ছোট ছোট টিলার মতো উঁচু রুক্ষ পাহাড়। আমাদের হোটেলটা শহরের প্রাণকেন্দ্রে। সকালবেলায় সবাই রাস্তার পাশের দোকানগুলোতে সরু সরু জিলিপি, ধোকলা, ছোট ছোট শিঙাড়া, গাঠিয়া ভাজা ইত্যাদি সহযোগে জলখাবার খেতে ব্যস্ত। আমরাও জিলিপি, গাঠিয়ায় প্রাতরাশ সারলাম।

হোটেলের পাশেই ট্র্যাভেল এজেন্টের অফিস। ঠিক হল আজ রাতটা থাকব ট্র্যাভেল এজেন্ট ধর্মেশ ক্ষাত্রীর নিজস্ব রিসর্টে, হোড়কা গ্রামে। গ্রামটা ভারতের উত্তর-পশ্চিমে, ভুজ থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তান সীমান্তের কাছে। তার আগে সকালে যাব মাণ্ডবী সমুদ্রসৈকত আর কচ্ছের রাজার বাড়ি বিজয়বিলাস প্রাসাদ দেখতে। গাড়ি ভাড়া করেই যাব, কারণ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ভুজে কম। হোড়কা যেহেতু সীমান্তের কাছে, তাই ওখানে যেতে পুলিশের অনুমতিপত্র লাগবে। হোটেলে ঢুকে স্নান সেরে তাড়াতাড়ি রওনা হলাম থানার দিকে।

আধঘণ্টার মধ্যে মিলে গেল অনুমতি, চললাম মাণ্ডবী সৈকতে। পথে একটা দোকানে মধ্যাহ্নভোজনের কথা না বললে গুজরাট ভ্রমণের সবটা বলা হবে না। মাণ্ডবীর কাছে ওশো নামে একটা সাধারণ-দর্শন খাবারের দোকান। কলাপাতা দেওয়া থালায় প্রথমে এল জিলিপি, লাড্ডু, ছোট ছোট মিষ্টি শিঙাড়া, পুদিনার চাটনি। যতবার ইচ্ছে খাও। এরপর এল বাজরার ছোট ছোট রুটি, আচার, সঙ্গে ডাল, পাঁচরকমের তরকারি— সুস্বাদু আর গরম, যত পারো খাও। শেষ হলে ছোট ছোট পুরি, তরিতরকারি, পাঁপড়, শেষে ভাত, ডাল, তরকারি, সঙ্গে দইয়ের পাতলা ঘোল— ওখানে ছাস বলে। এরপর যে কদিন গুজরাটে আছি সেই কদিন গুজরাটি থালি ছাড়া খাব না, এই শপথ করতে আমাদের বিন্দুমাত্র দেরি হল না।

কচ্ছ উপসাগরের তীরে মাণ্ডবী সৈকত। সৈকতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে উটের পিঠে চড়ে চললাম বন্দর দেখতে। কচ্ছ উপসাগরের তীরে মাণ্ডবী একসময় গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল, আজ আর সেই গৌরব নেই। সমুদ্র শান্ত, ঢেউ সেরকম নেই বললেই চলে। উটের পর ঘোড়ার পিঠে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চললাম রাজার বাড়ি দেখতে। প্রাসাদটা আমাদের জমিদারবাড়ির মতো। রাজা ও রানিমা থাকেন ওপরের তলায়। লিফট সহ আধুনিক সব ব্যবস্থাই আছে দেখলাম।

বাসের ডানদিকে ময়ূর পেখম মেলে দাঁড়িয়ে। অসংখ্য হরিণকে বাসের দু-ধারে খেলা করতে দেখলাম। মিনিট দশেক পরে বাসটা বাঁদিকে বেঁকে একটা গাছের নীচে দাঁড়াল। সামনে সিংহ পরিবার। দুটি বড়, একটি মাঝারি সিংহ বসে আছে। বড় সিংহটাকে হাই তোলা ছাড়া আর বিশেষ কিছুতেই উৎসাহী মনে হল না। সিংহীও একবার পাশ ফেরা ছাড়া আমাদের বিশেষ পাত্তা দিল না।

কেয়ারটেকার সব ঘুরিয়ে দেখাল। প্রাসাদের কিছু অংশ বর্তমানে হোটেলে পরিণত হয়েছে। কাছেই একটা হেলিপ্যাড। রাজত্বহীন রাজা ওটাও নাকি আর রাখতে ইচ্ছুক নন। মাণ্ডবী সৈকত আর রাজার বাড়ি দেখে মাঝে একটা জৈনমন্দিরে কিছুক্ষণ থেকে আবার ভুজ শহরের দিকে রওনা হলাম।

পৌঁছতে পৌঁছতে রাত নটা বেজে গেল। আধঘণ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে চললাম ভুজ থেকে ৮০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে হোড়কা গ্রামে। রাস্তা বেশ ভালো। মাঝে একবার পুলিশ চেকপোস্টে ড্রাইভারকে কিছু প্রশ্ন করা হল আর আমাদের অনুমতিপত্র দেখা হল। সারাটা পথ প্রায় অন্ধকার আর গাড়ির সংখ্যাও খুব কম।

রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ যখন হোড়কা গ্রামে পৌঁছলাম, তখন সব নিঝুম। গ্রামের বাড়ির মতোই গোটাচারেক ঘর নিয়ে রিসর্টটা। আমরাই একমাত্র অতিথি। সৌরবিদ্যুতের সাহায্যে অল্প আলো জ্বলছে। ঘরের ভেতরটায় মাটির খাট, গুজরাটি কাজের বিছানার চাদর, দেওয়ালে গুজরাটি কাজ করা ওয়াল-হ্যাঙ্গিং, ছোট্ট জানলা, আধুনিক বাথরুম। বাইরে মহালয়ার রাতের তারা ঝলমলে আকাশ। অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ। ওদিকে কেয়ারটেকার জানাল, খাবার তৈরি, দেরি করলে ঠান্ডা হয়ে যাবে। খাওয়া সেরে বাইরে খাটিয়ায় এসে বসলাম আমরা তিনজনে। রাত প্রায় বারোটা। বাইরেটা বেশ ঠান্ডা। মনে হচ্ছিল সারারাত বসে থাকি। কিন্তু পরদিন আবার ভোরবেলা বেরোতে হবে 'ছোড়িদণ্ড' নামে পাখি দেখার জায়গায়।

ঘণ্টাকয়েক ঘুমিয়েই রাত থাকতে উঠে পড়লাম, যেতে হবে কচ্ছের ছোট রনের মধ্যে পাখিরালয়ে। ভোররাতের শিশির মেখে জিপগাড়িতে রওনা হলাম ছোড়িদণ্ডের উদ্দেশে। রাস্তা বলে কিছু নেই। রন আসলে জলাভূমি আর ছোট ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের ইতস্তত বনভূমি। তার মধ্য দিয়ে আগের দিন বা তারও আগের দিন যাওয়া কোনও জিপের চিহ্ন দেখে এগোনো। বর্ষাকালে তাও যাওয়া যায় না। ড্রাইভার আর তার সঙ্গী কতবার পথ হারাল তার ইয়ত্তা নেই। মাঝে মাঝে যাযাবরদের দেখা মিলল, যারা ওই রনেই পশুপালন করে জীবন-ধারণ করে। ছোড়িদণ্ডে পৌঁছে দেখি একটাও পাখি নেই। ড্রাইভার জানাল, পাখি অনেক ছিল কিন্তু দেরি হওয়াতে সব উড়ে গিয়েছে। নীচের সাইনবোর্ডেও নানা পাখি আর পশুর নাম জ্বলজ্বল করছে। কী আর করা!

ফেরার পথে জিপগাড়ি কিছুক্ষণ পরেই পাকা রাস্তায় উঠে পড়ল। অনেক মেয়ে-পুরুষ, বাচ্চা, বুড়ো-বুড়ি সব হেঁটে হেঁটে কোথায় চলেছে। সবার পোশাক মোটামুটি নতুন আর বেশ ঝলমলে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম সবাই চলেছে মাতাজির মন্দিরে নবরাত্রির উৎসবে পুজো দিতে। কয়েকদিন ধরে হেঁটে যাবে আবার হেঁটে ফিরবে।

বেলা নটা নাগাদ রিসর্টে ফিরে শুনি প্রাতরাশ তৈরি। সিমাই চিনির শিরায় ফেলে একরকম মিষ্টি, চা, পরোটা আর কলাই ডালের ঘুগনি। একটা ব্যাপারে আমাদের রান্নার সঙ্গে বেশ মিল, ওরাও রান্নায় মিষ্টি দেয়। মিষ্টি খায়ও খুব। তবে ওরা মিষ্টি খায় শুরুতে, আমরা শেষে। রাতে নিঝুম পরিবেশ দেখে মনে হয়েছিল লোক বেশি

নেই, কিন্তু দিনের বেলায় দেখা গেল বেশ লোকজন থাকে গ্রামে। হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে থাকে। জিপের মালিক জানাল, কিছুদূরে কালাদুঙ্গার বলে একটা জায়গা আছে বনদপ্তরের অধীন, যেখানে ঠিক দুপুর বারোটায় শিয়ালরা আসে পুজোর প্রসাদ খেতে।

বেলা এগারোটা নাগাদ স্নান সেরে রওনা হলাম কালাদুঙ্গার দিকে। ওখানে যখন পৌঁছলাম তখন কয়েক মিনিট বাকি বারোটা বাজতে। পুজো প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। জায়গাটা কচ্ছের বড় রন অঞ্চলের মধ্যে একটু উঁচু টিলার ওপরে। সামনে বিশাল জলাভূমি। ঠিক বারোটার সময় একজন বড় একটা থালায় প্রসাদ নিয়ে দূরে একটা বাঁধানো জায়গায় রেখে এল। মন্দির থেকে একজন ঘণ্টা বাজাচ্ছে জোরে। আমাদের রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা, শিয়াল কি আসবে? কিছুক্ষণ বাদে দেখি একটা-দুটো করে আস্তে আস্তে প্রায় গোটাছয়েক শিয়াল এসে কাড়াকাড়ি করে প্রসাদ খাচ্ছে। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, শিয়ালরা মন্দির হওয়ার সময় ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল নিয়মিত প্রসাদ পেলে ওরা মন্দিরচত্বরে আসবে না। আজ পর্যন্ত ওরা মন্দিরে সত্যিই আসেনি। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর'।

ফেরার পথে এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার দেখাল সমুদ্রের জলটা ভেতরে ঢুকে কীভাবে লবণ হয়ে গিয়েছে। আর সামনের রাস্তাটি সোজা চলে গিয়েছে পাকিস্তানে। সামনে দেখলাম বর্ডার সিকিউরিটির চেকপোস্ট।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কখন যাবেন

বর্ষাকাল বাদ দিয়ে সারা বছর আসা যেতে পারে।

কীভাবে যাবেন

১২৮৩৪ আমেদাবাদ এক্সপ্রেস প্রতিদিন রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে, হাওড়া ছেড়ে তৃতীয় দিন দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে আমেদাবাদ পৌঁছয়। ১২৯০৬ ওখা এক্সপ্রেস (মঙ্গল, শুক্র, শনিবার) রাত ১০টা ৫৫ মিনিটে ছেড়ে তৃতীয়দিন সকাল ৮টা ৫৫ মিনিটে আমেদাবাদ পৌঁছয়। ১২৯৩৮ গর্ভ এক্সপ্রেস প্রতি সোমবার রাত ১১টায় ছেড়ে বুধবার বেলা ১১টায় আমেদাবাদ পৌঁছয়। ভারতের সব বড় বড় শহর থেকে উড়ান পথে আমেদাবাদের যোগাযোগ রয়েছে। আমেদাবাদ থেকে গুজরাটের সব শহরে আসার জন্য বাস বা প্রাইভেট গাড়ির ব্যবস্থা আছে।

কোথায় থাকবেন

ভুজ রেলস্টেশনের কাছেই রয়েছে **হোটেল ডলার** (☎২৫৫৩৫৫) ভাড়া ৫৫০-১,১৯৫ টাকা। **আভা ইন্টারন্যাশনাল** (☎২৫৪৪৫১), ভাড়া ৯৫০-১,২০০ টাকা। **হোটেল অঞ্জলি** (☎২৫৪০৩৩), ভাড়া ৪৪০-১,১৪০ টাকা। **হোটেল রাজমহল** (☎২২৩০০০), নন এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৬৭৬ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,০৪০-১,৩৫২ টাকা, স্যুইট রুমের ভাড়া ১,৬৫০-২,০০০ টাকা। **হোটেল লেক ভিউ**: (☎২২০৬২২), ভাড়া ৭৫০-১,৩০০ টাকা। **হোটেল ওয়েসিস** (☎২৫৪৩০৩), ভাড়া ১,৮৫০-২,১৫০ টাকা। **সাগর গেস্টহাউস** (☎২২১৪৭৯), ভাড়া ৩৫০ টাকা। **সাহারা প্যালেস** (☎২২০৯৭০), ভাড়া ৬৫০-১,১৫০ টাকা।

কচ্ছে ভালোভাবে থেকে ঘুরতে ও দেখতে হলে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সুবিধাজনক জায়গা হল দাসাড়ার **'রন রাইডার্স'**। এখানে জিপে একটা সাফারি সহ দুজনের একদিনের থাকা ও খাওয়ার খরচ ৬,০০০ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: **মুজাহিদ মালিক** (☎০৯৮৭৯ ৭৮৬০০৬)। কলকাতা থেকে বুকিং করতে চাইলে যোগাযোগ করতে হবে: (☎৯০০৭০-০৬৭৯৪)।

দ্বারকায় থাকার জন্য রয়েছে **গুজরাট পর্যটনের তোরণ টুরিস্ট বাংলো** (☎২৩৪০১৩), নন এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা, নন এ সি তিনশয্যাঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,০০০-১,২০০ টাকা। এখানে একটি চারশয্যার ডর্মিটরি আছে এবং একটি নয়শয্যার ডর্মিটরি আছে। সবক্ষেত্রেই শয্যাপ্রতি ভাড়া ১৫০ টাকা। **হোটেল গুরুপ্রেরণা** (☎২৩৪৫১২), ৮৮৫-১,৩২২ টাকা। **হোটেল শ্রীগুরুকৃপা** (☎২৩৫৩২২), ভাড়া ৭০০-১,০০০ টাকা। **গোকুল গেস্টহাউস** (☎২৩৪১৫৪), ভাড়া ৭০০-৯০০ টাকা। **সুন্দর প্যালেস** (☎২৩৪৩৭২), ভাড়া ৮৫০ টাকা। **মুরলীধর গেস্টহাউস** (☎২৩৪৩১৭), ভাড়া ২০০ টাকা।

শাসনগিরে থাকার জন্য রয়েছে সরকারি **সিংহসদন ফরেস্ট লজ** (☎০২৮৭৭-২৮৫৫৪০), নন এ সি ঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা, নন এ সি ঘর আছে ২টি। এ সি ঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা, এ সি ঘর আছে ১০টি। ডর্মিটরির শয্যাপ্রতি ভাড়া ৫০ টাকা। এখানে থাকতে হলে অবশ্যই আগে থেকে চিঠি বা ফ্যাক্স পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়:

Deputy Conservator of Forest
Wild-Life Section, Sasangir
Dist.-Junagadh-362 135
Gujarat, India
☎02877-285541

এছাড়াও রয়েছে কয়েকটা প্রাইভেট লজ: **অন্নপূর্ণা** (☎২৮৫৫৬৯, ০৯৯২৫৭-৩৬৫৮৮), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫০০-৮০০ টাকা। **রাজশ্রী** (☎২৮৫৭৪০, ০৯৮২৫৪-৬৭৯৮৮), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫০০-৯০০ টাকা। **গির বার্ডিং লজ** (☎৯৮৩০১-৫২১৬৯), দুজনের ব্রেকফাস্ট সহ ভাড়া ২,৫০০-৩,০০০ টাকা। এখানেই জঙ্গল সাফারি সহ দুজনের থাকা-খাওয়া নিয়ে খরচ পড়বে ৫,০০০ টাকা।

সোমনাথে থাকার জন্য রয়েছে গুজরাট পর্যটনের **তোরণ টুরিস্ট বাংলো** (☎২৪৬৫৮৮), নন এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯০০ টাকা, চারশয্যাঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা। **শ্রী সোমনাথ টেম্পল ট্রাস্ট গেস্টহাউস** (☎২৩১২১২), নন এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৩৫০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা। **হোটেল কৃষ্ণা** (☎২৩২২৪৫), ভাড়া ৪০০-৭০০ টাকা (পুজোর সময় ভাড়া বাড়বে)। **হোটেল শ্রীরাধে** (☎০৯২৭৪০-২৭৫৬৭), ভাড়া ৬০০-৮০০ টাকা। **হোটেল ময়ূরম** (☎২৩১২৮৬), ভাড়া ৭০০-১,২০০ টাকা।

দিউতে থাকার জন্য অনেক প্রাইভেট হোটেল আছে। সমুদ্রের ধারের কয়েকটা হোটেল হল: **আপনা গেস্ট হাউস** (☎২৫২১১২), নন এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,৬০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,৯০০-৩,৫০০ টাকা, নন-এ সি তিনশয্যাঘরের ভাড়া ৩,৫০০ টাকা। এ সি তিনশয্যাঘরের ভাড়া ৩,৮০০ টাকা, নন-এ সি চারশয্যাঘরের ভাড়া ৪,৪০০ টাকা, এ সি চারশয্যাঘরের ভাড়া ৪,৭০০ টাকা, আটশয্যা ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ৫,৬০০ টাকা। **হোটেল সম্রাট**: (☎২৫২৩৫৪), ভাড়া ১,২৫০-১,৬৫০ টাকা। **শ্যাম গেস্টহাউস** (☎২৫২০১০), ভাড়া ৮০০ টাকা। **হোটেল গঙ্গাসাগর** (☎২৫২২৪৯), ভাড়া ১,২০০-১,৫০০ টাকা। **নীলেশ গেস্টহাউস** (☎২৫২৩১৯), ভাড়া ১,০০০-৩,৫০০ টাকা। **অঙ্কুর** (☎২৫২৩৮৮), ভাড়া ৮৫০-১,৬০০ টাকা। **উমাশক্তি** (☎২৫২১৫০), ভাড়া ২,০০০-২,৫০০ টাকা।

বিভিন্ন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
কলকাতায় গুজরাট টুরিজমের ঠিকানায়:
১৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, ৫ম তল
কলকাতা-৭০০ ০৭২
☎২২২৫-৪০১৭

ভুজের এস টি ডি কোড: ০২৮৩২।
দ্বারকায় এস টি ডি কোড: ০২৮৯২।
শাসনগিরের এস টি ডি কোড: ০২৮৭৭।
সোমনাথের এস টি ডি কোড নম্বর: ০২৮৭৬।
দিউয়ের এস টি ডি কোড: ০২৮৭৫।

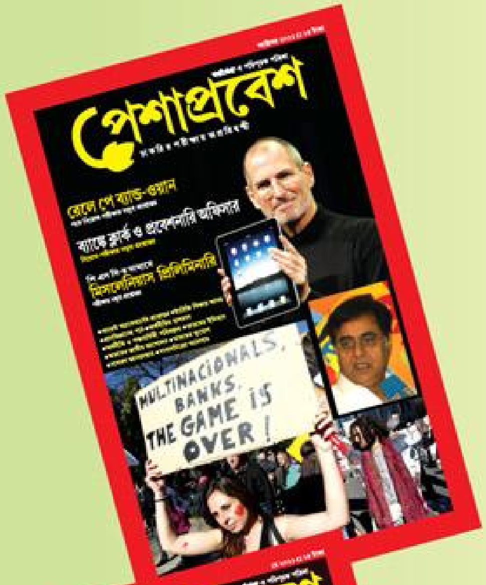

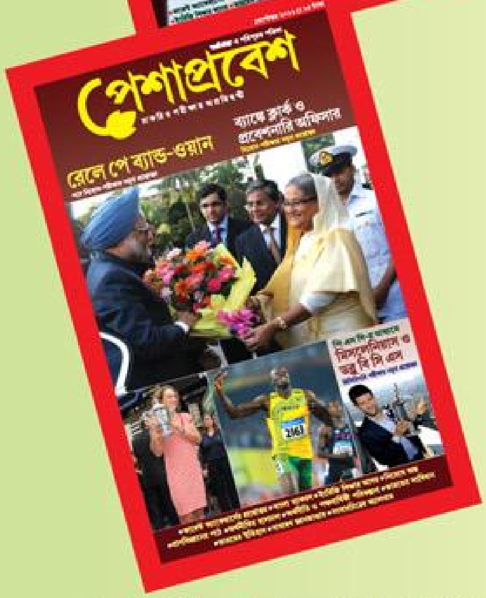

কলেজে পড়তে পড়তেই নিয়মিত পড়ুন

পেশাপ্রবেশ

আর স্নাতক হয়েই যে কোনও চাকরির পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।
  'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320

তারপর আর এগোনো যাবে না। বিশেষ অনুমতি লাগবে। গাড়ি থেকে নেমে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আবার রিসর্টে ফিরে বেলাবেলি রওনা হলাম ভুজের উদ্দেশে।

পথে কয়েকটা জায়গায় দাঁড়াতে হয়েছে। গুজরাটের হাতের কাজের জিনিস কেনার লোভ সামলাতে পারিনি। আমাদের ঠিক করাই ছিল সেদিন রাতটা ভুজে থেকে পরদিন গাড়ি নিয়ে চলে যাব দ্বারকায়। ভুজে যখন ফিরলাম তখন সবে সন্ধে। পায়ে হেঁটে শহরটা একটু ঘুরে দেখে নিয়ে আবার হোটেলে।

পরদিন সকালে গিয়েছিলাম কচ্ছ মিউজিয়াম, রাজার বাড়ি, স্বামীনারায়ণ জৈনমন্দির আর শিশমহল দেখতে। মাসের দ্বিতীয় শনিবার বলে মিউজিয়াম বন্ধ। প্রতি শনিবার শিশমহল বন্ধ থাকে। জৈনমন্দিরটা ভূমিকম্পে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর জৈন সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেরা শ্রম দিয়ে নতুন মন্দির গড়ে তুলেছে। বহু অর্থব্যয়ে তৈরি বিশাল মন্দিরের চুড়োটা সোনায় মোড়া। মূর্তির একদম সামনে মেয়েদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। এই নিয়মটা গুজরাটের অনেক মন্দিরেই আছে।

ভুজ থেকে ন-ঘণ্টা জার্নি করে যখন দ্বারকায় পৌঁছলাম তখন ক্লান্ত দশা। রাস্তা সব জায়গায় ভালো নয়। আমাদের বুকিং ছিল সরকারি অতিথিনিবাসে।

নবরাত্রি উৎসবের জন্য এখন বেশ লোকের ভিড়। সবাই যাবে দ্বারকেশ্বরীর মন্দিরে পুজো দিতে। পরদিন সকালে উঠে মন্দিরে গিয়ে দেখি আরতি হচ্ছে। কোনও ঠেলাঠেলি নেই, সবাই সুশৃঙ্খলভাবে দুপাশে দাঁড়িয়ে তালি দিয়ে গান করছে। মূল মন্দিরটি ছাড়া অন্য মন্দিরগুলোতেও আরতি হচ্ছে। কিছু মহিলাকে দেখি মন্দিরের সামনে গোল হয়ে বসে গান করছেন। সব মিলিয়ে মন্দিরে পুজো দেওয়ার, আরতি দেখার একটা সুন্দর পরিবেশ। পাশেই প্রসাদ নেওয়ার কাউন্টার।

দ্বারকা থেকে নৌকো করে কিছুটা সমুদ্রের মধ্যে যেতে হয় বেট দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে পুজো দিতে। এই নৌকোযাত্রাটা বিভীষিকাময়। সাধারণত নৌকোর বহন-ক্ষমতার অনেক বেশি যাত্রী নেয়। যাই হোক কোনওমতে নৌকো থেকে নেমে মন্দিরচত্বরে ঢুকে দেখি আরতি হচ্ছে। এই মন্দিরটা অত পরিষ্কার নয়। পান্ডাও আছে, তবে তারা অল্পেই সন্তুষ্ট। পরদিন ঠিক হল সকালে বেরিয়ে আগে গান্ধিজির জন্মস্থান পোরবন্দর হয়ে শাসনগির দেখে তারপর সোমনাথ যাব।

পোরবন্দরে মহাত্মাজির শিশুবেলা কেটেছে। ওঁর পৈতৃক বাড়িটি সরকার দেখাশোনা করে। পড়ার ঘরটি খুব ছোট্ট কিন্তু খোলামেলা। মহাত্মার জন্মভিটায় দাঁড়িয়ে জাতির জনকের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে রওনা হলাম গিরের উদ্দেশে।

ভারতের পশ্চিমে একটা অনুচ্চ পাহাড়ঘেরা অঞ্চল নিয়ে গির অরণ্য, ভারতের একমাত্র অরণ্য যেখানে সিংহদের বাস। জায়গাটি ছোট ছোট গাছ দিয়ে ঘেরা, মাঝে মাঝে কাঁটাঝোপ আছে। বেশিরভাগটাই বড় বড় ঘাসে ঢাকা। বেলা তিনটের সময় চেকপোস্ট পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় জানলাম সন্ধ্যা অবধি ঢোকা যায়। বনদপ্তরের নিজস্ব এ সি এবং নন এ সি বাস ছাড়াও নিজস্ব জিপ নিয়ে ভেতরে ঢোকার অনুমতি পাওয়া যায়। তবে জিপ শহর থেকে নিয়ে আসতে হয়। ওখানে কোনও ব্যবস্থা নেই। যাই হোক, আমরা যখন টিকিট কাটলাম তখন এ সি বাসটাই ছিল। ছোট্ট বাসে সিটনম্বর অনুসারে বসা জনা পনেরো ট্যুরিস্ট। আধঘণ্টার সফর। পাঁচিলঘেরা জায়গা ছাড়িয়ে বিশাল লোহার গেট পেরিয়ে ভেতরে একটু ঢুকতেই বাস দাঁড়িয়ে গেল। বাসের ডানদিকে ময়ূর পেখম মেলে দাঁড়িয়ে। মনের সুখে ছবি তুললাম সবাই। তারপর দেখা মিলল নীলগাইয়ের। অসংখ্য হরিণকে বাসের দু-ধারে খেলা করতে দেখলাম। মিনিট দশেক পরে বাসটা বাঁদিকে বেঁকে একটা গাছের নীচে দাঁড়াল। সামনে সিংহ পরিবার। দুটি বড়, একটি মাঝারি সিংহ বসে আছে। সবাই চুপ, শুধু ক্যামেরার শাটার টেপার আওয়াজ। বড় সিংহটাকে হাই তোলা ছাড়া আর বিশেষ কিছুতেই উৎসাহী মনে হল না। মাঝারিটাই উঠে বসে মাথা নাড়িয়ে নানারকম কসরত দেখাল। সিংহীও একবার পাশ ফেরা ছাড়া আমাদের বিশেষ পাত্তা দিল না। মনের সুখে সিংহ দেখার পর বাসটা আবার সোজা চলতে লাগল। বিভিন্ন জায়গায় সাইনবোর্ডে পশুদের নাম লেখা অর্থাৎ ওদের জোন ভাগ করা আছে। ফিরে এসে গির বনদপ্তরের অফিসে গিয়ে কিছু স্মারক কিনলাম। ওখানে থাকার ব্যবস্থাও আছে। যোগাযোগ করতে হবে গির বনদপ্তরের সঙ্গে।

সোমনাথে পৌঁছতে সাতটা বেজে গেল। আমাদের বুকিং সরকারি অতিথিনিবাস ভেরাবলে। ভেরাবল আর সোমনাথ পাশাপাশি শহর। ওখানে জিনিসপত্র রাখতে রাখতে কেয়ারটেকার জানাল সোমনাথের মন্দিরে সন্ধ্যারতি শুরু হওয়ার সময় হয়েছে। ওটা দেখতেই নাকি লোকেরা আসে। এছাড়া মন্দিরচত্বরে আরতির পর আলো আর ধ্বনির মাধ্যমে মন্দিরের ইতিহাসও জানা যায়। অতএব আর দেরি না করে চললাম মন্দিরের উদ্দেশে। দূর থেকে ঘণ্টার আওয়াজ শুনে বুঝলাম আরতি শুরু হয়েছে। এই মন্দিরে কড়া পাহারা। নানা বিধিনিষেধ আছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মন্দিরের ভেতরে দক্ষ হাতে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত। কোনও বিশৃঙ্খলা নেই। আপনা থেকে ভক্তিভাব জাগে।

আরবসাগরের তীরে অবস্থিত সোমনাথ মন্দির বহুবার বহু দস্যুর হাতে লুণ্ঠিত হয়েছে, আর ততবারই ভক্তরা আবার নতুন করে গড়ে তুলেছেন। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই সহ অনেক নামী গুজরাটি ব্যক্তিত্ব এর অছি পরিষদের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন বা আছেন। সোমনাথ মন্দির থেকে সোজা দক্ষিণে রওনা হলে আন্টার্কটিকায় গিয়ে পৌঁছনো যাবে, মধ্যে কোনও স্থলভাগ নেই। এত কথা জানতে হলে শুনতে হবে, দেখতে হবে মন্দিরচত্বরের আলো ও ধ্বনির খেলা। মন্দির থেকে রাত দশটা নাগাদ ফিরে এলাম অতিথিনিবাসে।

পরদিন সকালে একটা টাঙা ভাড়া করে গেলাম বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের সমাধিস্থল দেখতে। ওখান থেকে সোমনাথের মন্দির চত্বরটা আবার একবার ঘুরে দেখে ফিরে এলাম অতিথিনিবাসে। সারা দিনরাত ভেরাবল আর দ্বারকায় শুঁটকি মাছের গন্ধে পাগল-পাগল অবস্থা।

দুপুরবেলা ওখান থেকে রওনা হলাম কেন্দ্রশাসিত রাজ্য দিউয়ের উদ্দেশে। আরবসাগরের ওপরে দিউ একটা ছোট্ট দ্বীপ। গুজরাটের সঙ্গে সরাসরি সড়কপথে যোগাযোগ আছে উনা নামে একটা জায়গার মাধ্যমে। ভেরাবল থেকে ঘণ্টা আড়াই সময় লাগে দিউ যেতে। ঘোগলা, নাগোয়া, জলন্ধর, গোমতীমাতা এই চারটে সৈকত নিয়ে দিউ। একসময় পর্তুগিজদের অধীনে ছিল। রাস্তা দারুণ সুন্দর। দু-পাশে বড় বড় গাছের সারি। না জানলে মনে হতে পারে বিদেশে এসেছি। মানুষজন বা গাড়ি খুব কম। সব সৈকতেই স্নান করা যায়। এর মধ্যে নাগোয়াতেই কিছু লোক তাও দেখা যায়, অন্যগুলো একদম ফাঁকা। দিউতে দেখার বলতে চার্চ, সি শ্যাল মিউজিয়াম, চার্চের নিজস্ব একটা সংগ্রহশালা, ফোর্ট, লাইটহাউস, সানসেট পয়েন্ট ইত্যাদি। একদিনেই দেখা হয়ে যায় সব। দিউয়ের সমুদ্রে নানা ধরনের সি স্পোর্টস-এর ব্যবস্থা আছে। বেলা একটার সময় বিশাল নাগোয়া সৈকতে বড়জোর জনা পঞ্চাশেক লোক। পুরীর মতো ঢেউ নেই। কতদূর যাওয়া যাবে চিহ্নিত করা আছে। সব থেকে বড় কথা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমাদের স্নানের সময় দেখলাম একজন সামান্য যা নোংরা পড়েছিল, তাও কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

দিউতে খাবার ধরণটা গুজরাটি, তবে মাছ, মাংস পাওয়া যায়। আমাদের হোটেলটা ছিল দিউয়ের মূল কেন্দ্রে। ওখান থেকে নাগোয়া সৈকত গাড়ি করে যেতে হয়। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট দেখিনি, দিউতে রাত একটার সময়ও সপরিবারে হেঁটে স্থানীয় লোকেদের বাড়ি ফিরতে দেখেছি। আবার রাতে পুলিশকে বাইকে করে টহল দিতেও দেখেছি। স্থানীয় মানুষদের পুলিশের ওপর আস্থা আছে বলেই মনে হল।

আটদিনের গুজরাট ও দিউ সফরে দেখা হল না অনেক কিছুই। তবে যা দেখেছি, তাতেই মন ভরে গেছে।

সামোয়া দ্বীপ

পলিনেশিয়ার সামোয়া দ্বীপে

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

রবার্ট লুইস স্টিভেনশন সামোয়া দ্বীপে বেড়াতে এসে ভাইলিমা গ্রামটিকে ভালোবেসে ফেলেন। জীবনের শেষ পাঁচ-ছ বছর এই গ্রামেই বাস করেন তিনি। সামোয়া দ্বীপে চারটি দিনের দিনলিপি।

মস্ত বড় বিল বোর্ডটা জুড়ে লেখা তালোফা। আপিয়া ফায়েওলো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমেছি দিনের শেষে। মাউরি ভাষায় শব্দটির অর্থ হল স্বাগত, জেনেছি অকল্যান্ডের ইউথ হোস্টেলের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে।

এবারের ভ্রমণসূচিতে রেখেছি পলিনেশিয়ার নিউজিল্যান্ড, সামোয়া ও কুক আইল্যান্ডস আর মেলানেশিয়ার ফিজি, সলোমনস এবং ভানুয়াতু। এখন নিউজিল্যান্ড থেকে চলেছি সামোয়া।

প্রশাসনিক কর্তৃত্ব বিচারে সামোয়া দ্বিখণ্ডিত, এক অংশ স্বয়ংশাসিত, আরেক অংশ আমেরিকার আশ্রিত। স্বাধীন অংশকে বলা হয় ওয়েস্টার্ন সামোয়া। এই অংশে আছে দশটি দ্বীপ যার আয়তন ১০৯৩ বর্গমাইল। তার মধ্যে দুটি বড় দ্বীপ উপলু ও সাভি। বাকি আটটি ছোট ছোট দ্বীপ। রাজধানী আপিয়া উপলু দ্বীপে অবস্থিত। আর আমেরিকা আশ্রিত অংশে আছে সাতটা দ্বীপ যার মোট আয়তন ৭৬ বর্গমাইল, রাজধানী পাগোপাগো। সাতটি দ্বীপের মধ্যে পাঁচটিতে জনবসতি আছে, অন্য দুটিতে নেই।

আপিয়া বিমানবন্দরে অভিবাসন দপ্তরের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছি লাইনে। এদেশে আসার জন্য আগাম ভিসা সংগ্রহ করে আনার দরকার হয়নি, বিমানবন্দরে পৌঁছে এই দেশে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যাবে।

ছোট হলঘরের একধারে চারজন গাইয়ে গিটার সহযোগে গান গাইছে। তাদের পরনে দেশীয় পোশাক— কনুই পর্যন্ত লম্বা হাতার জামা আর আজানুলম্বিত ঘাগরা। ইতিপূর্বে অন্য কোনও দেশে পর্যটকদের বিনোদনের এই অভিনব ব্যবস্থা দেখিনি।

এদেশে প্রবেশের ছাড়পত্র সহজেই পাওয়া গেল। কোনও প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাবাদ নেই। নিতান্তই ছোট্ট বিমানবন্দর। ব্যাগেজ ক্লেইমের বেল্ট নেই। হাতে হাতে যে যার স্যুটকেস তুলে নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই সামনে পাওয়া গেল অনুসন্ধান দপ্তর। ছোট ছোট দুটি পাশাপাশি ঘরের একটা বিদেশি টাকা বিনিময় ব্যাঙ্ক, আরেকটায় হোটেল অনুসন্ধান। দুটি ঘরের মাঝখানে কোনও দেওয়াল বা বিভাজন নেই। দুই তরুণী পাশাপাশি বসে খুনসুটি করছে। আমাকে দেখে যতটা সম্ভব মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য রচনা করে দুজনেই আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

'তালোফা'।

শব্দটার অর্থ জেনেছি। কিন্তু এর প্রত্যুত্তরে কী বলতে হয় তা তো জানা হয়নি। সুতরাং প্রত্যাভিবাদন না জানিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে ডলার ভাঙানো যাবে?'

'হ্যাঁ যাবে। কত ডলার ভাঙাবেন বলুন।

বললাম, 'সেটা তো ঠিক করতে পারছি না।

আপিয়া বিমানবন্দরে ◻ লেখক

এখানে কীরকম লাগবে বুঝতে পারছি না। তোমাদের দেশের টাকার নাম কী?

একজন বলল, 'আমাদের টাকার নাম, তালা। এক ইউ এস ডলার সমান ২.৬০ তালা। আপনি কতদিন থাকবেন বলুন, আমরা হিসেব করে বলে দিচ্ছি আপনাকে কত ডলার ভাঙাতে হবে।'

বললাম, 'চারদিন থাকব। মানে তিন রাতের জন্য হোটেল ভাড়া নিতে হবে।'

মেয়েটি বলল, 'তার মানে আপনি থাকবেন ১৫, ১৬, ১৭ তারিখ। ১৮ তারিখ চলে যাবেন?

আমি বললাম, 'না, না। ১৫ তারিখ তো গতকাল গিয়েছে। আজ তো ১৬ তারিখ। ১৬, ১৭, ১৮ এই তিন রাত থাকব। ১৯ তারিখ চলে যাব।'

ওরা দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর একজন বলল, 'আপনি ভুল করছেন। আজ ১৬ তারিখ নয়, আজ ১৫ তারিখ।'

আমি ধন্ধে পড়লাম। এরকম ভুল আমার কী করে হবে! নিউজিল্যান্ডে আসা, সেখানে এক রাত থাকা, তারপর এখানে আসা সবই তো ঠিকঠাক চলছে। কোথাও তো দিনতারিখের বিভ্রাট ঘটেনি। ঘোর আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'আমি ভুল করছি না, তোমরাই ভুল করছ। এই দেখে না আমার বোর্ডিং পাস। এখানে তারিখ দেওয়া আছে ১৬ তারিখ।' পকেট থেকে বোর্ডিং পাসটা বের করে এগিয়ে দিলাম ওদের দিকে।

ওরা দুজনে বোর্ডিং পাসটা হাতে নিয়ে বলল, 'এটা তো অকল্যান্ড থেকে দেওয়া। অকল্যান্ডে আজ ১৬ তারিখ, আমাদের এখানে ১৫ তারিখ।'

কী বলে! আমি চমকে উঠলাম। অকল্যান্ডে ১৬ তারিখ আর এখানে ১৫ তারিখ! তার মানে! অকল্যান্ড থেকে এখানে উড়ে আসতে সময় লেগেছে মাত্র চারঘণ্টা। তা ছাড়া দিন বাড়তে পারে, কমে গেল কী করে! টিকিটের গোছা থেকে অকল্যান্ড-আপিয়া টিকিটটা বের করলাম। অকল্যান্ড থেকে উড়ানের সময় ১৬ জুলাই অপরাহ্ণ একটা, আর আপিয়া পৌঁছনোর সময় অপরাহ্ণ পাঁচটা, তার পাশে তারিখ লেখা ১৫ জুলাই। তাইতো!!! ওরা তো ঠিকই বলেছে।

চমকের ঘোর কাটিয়ে একটু ধাতস্থ হতেই মেয়েদুটির কাছে যেন শরমে মরে যাই। দিনের গোলমাল হচ্ছে আন্তর্জাতিক তারিখরেখার জন্য। এই ভুল হবে আশঙ্কা করেই তো আমার নোটবইতে পৃথিবীর ম্যাপটা এঁকে এনেছি। সে কথা একেবারেই বিস্মৃত হয়ে গেলাম কী করে!

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম, 'আমারই ভুল হয়েছে। তোমরা কিছু মনে কোরো না। এবার বলো আমায় কত ডলার ভাঙাতে হবে।'

দুজনে মিলে অনেকক্ষণ ধরে ক্যালকুলেটরের বোতাম টেপাটেপি করে হিসেব কষে বলল, 'আপনি ১৭৫ ইউ এস ডলার ভাঙালে পাবেন ৪৫৫ তালা। এতে আপনার তিন রাত চারদিন হয়ে যাবে।'

ওদের কথামতো ডলার দিয়ে তালা নিয়ে বললাম, 'এবার হোটেল ঠিক করে দাও। কম দামের হোটেল হলেই চলবে।'

হোটেল ঠিক হল, দিনে ৪৯ তালায় তাতিয়ানা মোটেল।

বাইরে এসে ওরা নিজেরাই একটা ট্যাক্সি ডেকে আমায় বসিয়ে দিল। ভাড়া ৫০ তালা।

হোটেলে পৌঁছতে রাত আটটা হল। পথের

ধারে একতলা বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা বোর্ডে লেখা তাতিয়ানা মোটেল। সাধারণ মানের ঘর। একটা টেবিল আছে, পাখা আছে। আসবাবপত্রের আর কোনও বাহুল্য নেই। ঘরে এসে ছাতু, ডালমুট, পিঁয়াজ, লঙ্কা দিয়ে নৈশভোজ খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙতে দেরি হল। স্নানাদি সেরে শরীরচর্চা করে প্রাতরাশের ঘরে এলাম। ঘরটা অনেক বড়। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল আর চারটে বেঞ্চ পাতা। টেবিলে রাখা আছে রুটি, মাখন, জেলি, বড়া ভাজা, কর্ন ফ্লেক্স, দুধ, কলা, পেঁপে, কফি। ইচ্ছেমতো নিয়ে খাওয়া যায়। একটা টোস্টার আছে। উদরে তিল ঠাঁই না রেখে আকণ্ঠ খেলাম। তারপর ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কাল রাত থেকেই টিপ টিপ অবিরাম বৃষ্টি হয়েই চলেছে।

খুব চওড়া রাস্তা নয়। দুটো গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে। তবে দুধারে পায়ে চলার পথ নেই। জলকাদা বাঁচিয়ে সাবধানে চলতে চলতে একটা বাজারে এসে পড়লাম। বেশ বড় বাজার। পথের ধারে ধারে মুদি মনোহারি দোকান। তারপর তরিতরকারির বাজার। প্রশস্ত শান বাঁধানো খোলা চত্বরে কী যেন বাণ্ডিল বেঁধে বেঁধে রাখা আছে। ওইদিকে এগিয়ে যাই। এক অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য। বড় বড় মানকচুর বাণ্ডিল। সদ্য মাটি থেকে তুলে এনে খানিকটা ডাঁটা-সমেত কেটে চারটে করে একসঙ্গে বেঁধে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা আছে। এর পাশেই আছে কলার কাঁদি। একেক কাঁদি কাঁচা কলা শুইয়ে রাখা আছে। সবজির বাজারে কুমরো, করলা, মেটে আলু, ধুধুঁল নজরে পড়ল। সাদা রঙের গোল গোল অনেক বড় বড় কী একটা দেখে কাছে এগিয়ে যাই। এ যে দেখি ডাব। ওপরের সবুজ খোসা চেঁচে ফেলতেই ডাব যেন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে! এখন রং আর সবুজ নেই, সাদা। খোসা ছাড়ানো পাকা কলাও বিক্রি হচ্ছে। এরপর মাছের বাজার। এখানে ঝোড়ায় ঝোড়ায় রাখা আছে ঝিনুক, শামুক, কাঁকড়া। ভাগায় ভাগায় বিক্রি হচ্ছে। সামুদ্রিক মাছও আছে কিছু। খরিদ্দারের সংখ্যা কম। তাই কেনাবেচায় ব্যস্ততা নেই। কিন্তু বিক্রেতারা কেউ অলসভাবে বসে নেই। মহিলারা বসে বসে ঝোড়া বুনছে, আসন বুনছে। পুরুষেরাও কিছু একটা তৈরি করছে।

সবশেষে হাতে তৈরি শিল্পদ্রব্যের আর মেয়েদের সৌখিন সাজের জিনিসের বাজারে এলাম। সরু লম্বা গলিপথের দুধারে প্রচুর দোকান। বেশিরভাগ জিনিস গাছের পাতা, গাছের বাকল, পাখির পালক দিয়ে তৈরি। ছোট ছোট হাতপাখার চলন খুব। পূর্ব-এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো। এখান থেকেই এদেশের স্মারক হিসেবে গাছের বাকল দিয়ে তৈরি একটা হাতপাখা, চুলের কাঁটা আর পাখির পালক দিয়ে তৈরি নাচের গয়না কিনে ফলের বাজারে ফিরে এলাম। দেড় তালা দিয়ে একটা ডাব খেলাম, তার শাঁসটুকুও খেলাম। পেট ভরে গেল।

বৃষ্টি থেমেছে। বাজারের বাইরে বাসস্ট্যান্ড। প্রচুর বাস চারদিকে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনও নম্বর নেই, বাসের গন্তব্যস্থলের নাম লেখা আছে। অপেক্ষমাণ যাত্রীরা বাজারের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে বাসে ওঠা শুরু করল। কোন বাস কোন দিকে যায় আর কতদূর যায় আমার জানা নেই। সুতরাং বাছাবাছির কোনও ব্যাপার নেই। ভিড় কম দেখে একটা বাসে উঠে বসলাম।

গ্রামের ভেতর দিয়ে বাস চলেছে। ছোট ছোট গ্রাম, দুটো একটা স্কুল, খেলার মাঠ দেখতে দেখতে চলেছি। একটা লম্বা প্রাচীরঘেরা বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে গাছের ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ল প্রাচীরের গায়ে লেখা মিউজিয়াম। প্রাচীরের ভেতর সুন্দর বনবীথি। নেমে পড়লাম বাস থেকে।

এখন সম্পূর্ণ নামটা পড়া যাচ্ছে— রবার্ট লুইস স্টিভেনশন মিউজিয়াম। মস্ত বড় লৌহ ফটকে কোনও রক্ষী দেখতে না পেয়ে ঢুকে পড়লাম। লম্বা সরু পিচ-বাঁধানো পথের দু-ধারে ফুলের গাছ। পথটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই শুরু হয়েছে একটা বড় মাঠ।

মাঠ পেরিয়ে এলাম মিউজিয়ামে। লম্বা বারান্দায় কিছু ভাস্কর্য রাখা আছে।

এই বাড়িটা সম্পূর্ণই রবার্ট লুইস স্টিভেনশনের স্মৃতি জড়ানো।

১৫ তালা প্রবেশ-দক্ষিণা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম।

'রবার্ট লুইস স্টিভেনশন স্কটল্যান্ডের অধিবাসী ছিলেন। এডিনবার্গে তাঁর জন্ম।

এদেশে বেড়াতে এসেছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে ভাইলিমা গ্রামে এসে পড়েন। এই দেশটাকে, বিশেষ করে এই গ্রামটাকে তাঁর খুব ভালো লেগে যায়। তাই আর ফিরে যাননি। এখানেই বসবাস শুরু করলেন। জীবনের শেষ পাঁচ-ছ বছর তিনি এখানেই কাটিয়েছেন। বাড়িটাকে নিজেই সাজিয়েছেন। তাঁর সংগ্রহ করা সব বই দিয়ে একটা গ্রন্থাগার তৈরি করেছেন। গ্রামবাসীদের গল্প শোনাতেন। নিজের গল্প এত বলতেন যে তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল 'তুশিতালা' যার অর্থ হল 'গল্প বলিয়ে।'

ঘরের ভেতর ঢুকলাম। কবির বসার ঘর। কিছু আসবাবপত্র আছে। সুন্দর সুন্দর কয়েকটা ছবি রাখা আছে।

দোতলায় উঠলাম। পথনির্দেশক এক ঘর থেকে আরেকঘরে নিয়ে যেতে যেতে বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিলেন... এটা কবির শয়নঘর... এটা রান্নাঘর ... এটা গ্রন্থাগার। স্টিভেনশন একাধারে কবি ও ঔপন্যাসিক ছিলেন। এখানেই আছে তাঁর লেখা বহুল পরিচিত বই ডঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড-এর পাণ্ডুলিপি।

নীচে নেমে আসতে একজন বললেন, 'লেখকের সমাধিক্ষেত্র এখানেই আছে। বাড়ির পিছনদিকে ওই যে পাহাড় দেখছেন ওর ওপরেই ওঁর সমাধিক্ষেত্র। দেখে আসতে পারেন।'

রাস্তায় এসে একটা বাসে উঠলাম। দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাজার থেকে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলাম মোটেলে।

পরদিন সকালের জলযোগ সেরে বেরলাম। বাজারে এসে বাসে উঠলাম। কোথায় চলেছি জানা নেই। সমুদ্রের ধারে একটা বড় স্টপেজে বাস থামল। স্কুলের ছেলেমেয়েদের ভিড় এখানে, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে আছে চারদিকে। নেমে পড়লাম। একেবারে সাগরকূলে। বেলাভূমি থেকে অনেক উঁচু করে শান বাঁধানো পাড়। কিছু ছেলেমেয়ে পাড়ে বসে গল্প করছে।

কাছে একটা মাছের বাজার। নৌকো থেকে তুলে এনে বাজারে আড়তে রাখা হচ্ছে বড় বড়

'রবার্ট লুইস স্টিভেনশন স্কটল্যান্ডের অধিবাসী ছিলেন। এডিনবার্গে তাঁর জন্ম। এদেশে বেড়াতে এসেছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে ভাইলিমা গ্রামে এসে পড়েন। এই দেশটাকে, বিশেষ করে এই গ্রামটাকে তাঁর খুব ভালো লেগে যায়। তাই আর ফিরে যাননি। এখানেই বসবাস শুরু করলেন। নিজের গল্প এত বলতেন যে তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল 'তুশিতালা' যার অর্থ হল 'গল্প বলিয়ে।'

মাছ। এক যুবক-মাছ বিক্রেতার গয়নার সাজ দেখে ক্যামেরা খুলে তার কাছে এগিয়ে যাই। তার দুকানে অসংখ্য ফুটো, ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত। দুকানে ঝুলছে যেন দুলের মালা। আমি তার ছবি নিলাম। ছেলেটি আপত্তি করল না।

বাজার ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম। অনেকটা দূরে দেখা যাচ্ছে একটা সুন্দর বাড়ি। এমন সুন্দর বাড়ি, কিছু একটা হবে তো নিশ্চয়ই। এগিয়ে যাই বাড়িকে নজরে রেখে।

এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করে জানলাম ওটা সরকারি অফিস। ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স।

এগিয়ে গেলাম বাড়ির দিকে। বাধা নেই কোথাও। কেউ কিছু জিজ্ঞেসও করছে না। সন্ধান নিতে নিতে একতলা থেকে দুতলা, এ ঘর থেকে ও ঘর করতে করতে একেবারে তথ্য আধিকারিকের ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল একজন।

চেয়ারে বসে আছেন এক মধ্যবয়সি মহিলা।

প্রাথমিক পরিচয় সারার পর প্রশ্ন করলাম, 'আপনাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে একটু জানতে চাই।'

ভদ্রমহিলা শুরু করলেন, 'আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, ফিলিপিনস, এসব অঞ্চলের অধিবাসীরা খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে এসে বসবাস শুরু করে। তারপর মিশনারিরা আসে এবং দেশের অধিবাসীদের ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করে। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় খ্রিস্টধর্মের প্রভাব সবথেকে বেশি। খ্রিস্টান ছাড়া আর কোনও ধর্মাবলম্বী আমাদের দেশে নেই।'

আমার পরের জিজ্ঞাসা, দেশের অর্থনীতি এবং রাজনীতি সম্পর্কে কিছু জানাবেন?'

তিনি বললেন, '১৮৯৯ সালে সামোয়ায় জার্মান উপনিবেশ স্থাপন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের নির্দেশক্রমে নিউজিল্যান্ড সামোয়ার শাসনক্ষমতা দখল করে। ১৯৬২ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রথম স্বাধীন সংসদীয় রাজতন্ত্রে পরিণত হল। ১৯৭০ সালে কমনওয়েলথের সদস্য হয়েছে। বহির্বিশ্বের যথেষ্ট প্রভাব থাকা সত্ত্বেও সামোয়াবাসীদের জীবনধারা বা সংস্কৃতি এখনও স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল।'

'আপনাদের সামাজিক জীবন?'

'আমাদের সমাজজীবনে অতীতের ঐতিহ্য এখনও প্রবহমান। ধনীক দেশের আধুনিকতা আমাদের সমাজজীবনকে গ্রাস করতে পারেনি। একটি পরিবারের পরিসর বৃদ্ধি পেলেও যৌথ পরিবারে বাস করতে পছন্দ করি আমরা। প্রত্যেক পরিবারে একজন করে প্রধান থাকে। তাকে বলা হয় মাতাই। মাতাই পুরুষ হতে পারে, মহিলাও হতে পারে। মাতাইকে গ্রামের সব মানুষ মান্য করে এবং সম্মান করে। প্রত্যেক পরিবারের প্রধানদের অর্থাৎ মাতাইদের নিয়ে গঠিত হয় গ্রামের কাউন্সিল। প্রত্যেক গ্রামে একটা করে ভিলেজ কাউন্সিল আছে। এই ভিলেজ কাউন্সিলের ওপর গ্রামের সবকিছু দেখাশোনার দায়িত্ব থাকে। যেমন, কমিউনিটি সেন্টার, ছাত্রাবাস, মহিলাদের কাজকর্ম সবকিছুই দেখাশোনা করে ভিলেজ কাউন্সিল। মেয়েদের কাজকর্ম, সুযোগসুবিধা, অভাব-অভিযোগ দেখাশোনার জন্য প্রত্যেক গ্রামে একটা করে মহিলা কমিটিও আছে। এই মহিলা কমিটির প্রভাব এবং ক্ষমতা দুই-ই খুব বেশি। কাউন্সিলের প্রধান রাজার মতোই ক্ষমতা ভোগ করে। গ্রামের প্রধানের অপরাধীকে শাস্তিদানের আইনসম্মত অধিকার আছে। এব্যাপারে পুলিশ

'এটার নাম ওকা। তারো (কচু), ফুয়াটা (ব্রেড ফ্রুট) আর কলা সিদ্ধ করে তার সঙ্গে শুয়োরের মাংস, নারকেল মিশিয়ে কচুপাতায় মুড়ে রান্না হয়েছে। তারপর লেবুর রস, লঙ্কা আর পিঁয়াজ দেওয়া হয়েছে। খুব ভালো খেতে।'

হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু পরিবার গ্রামের প্রধানের বিচারে খুশি না হলে স্বেচ্ছায় আদালতে যেতে পারে। অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে একটা জেলা। প্রত্যেক জেলা থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হয় একেকজন সংসদ প্রতিনিধি। তিনটে রাজনৈতিক দল আছে। দুজন রাষ্ট্রপ্রধান। একজনের মৃত্যু হলে অপরজন আজীবন দেশ শাসন করবে। তারপর পার্লামেন্ট ৫ বছরের জন্য আবার রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করবে। সংসদে মোট ৫২ সদস্য নির্বাচিত হয়। এই নির্বাচিত সদস্যরা মন্ত্রিসভা গঠন করে। মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচিত করে।'

'দেশের জনসংখ্যা?'

দেশের মোট জনসংখ্যা ১৮৬০০০। আপিয়া শহরের জনসংখ্যা ৩৫০০০। শিক্ষিতের হার প্রতি ১০০ জনে ৮০ জন। বেকার নেই বললেই চলে, ১০০ জনে মাত্র ২ জন। আমাদের দেশের শিক্ষার মাধ্যম ইংরিজি।'

ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে একটা বাজারে এসে পড়লাম। চওড়া বুলেভার্ড। লাল রঙের সিমেন্ট বাঁধানো চলার পথ। পথের দুধারে দোকানপাট। মাঝে মাঝে বড় বড় পাম গাছ। গাছের নীচে বেঞ্চ পাতা। একটি বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। অনেক পথ হাঁটা হয়েছে। একটু বিশ্রাম নিয়ে ঘরে ফিরব।

জামাকাপড়, জুতো, সৌখিন জিনিসপত্র দিয়ে দোকানগুলোর কাচের আলমারি সাজানো। আমার ডানপাশের দোকানগুলোর মধ্যে একটি রেস্টুরেন্ট, টেবিল চেয়ার সাজিয়ে খোলা বারান্দায় বেশ খানিকটা জায়গা দখল করে বসেছে। বাজার খরিদ্দারে জমজমাট। সন্ধে হয়ে গিয়েছে। পথে আলো জ্বলছে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম তাতিয়ানায়।

পরদিন সকালেই বেরিয়ে পড়লাম। আজ এদেশে শেষদিন। শহর ছেড়ে গ্রামের পথে ঢুকলাম। গ্রামের বাড়িগুলি একেবারে নতুন ধরনের। মোটা মোটা লম্বা শালদণ্ডের ওপর অনেক উঁচু গোল বা গম্বুজাকৃতির পাতার ছাউনি দেওয়া বাড়ির চাল। চারপাশে বেড়া দেওয়া। ইটের বা মাটির দেওয়াল নেই। চলতে চলতে এসে পড়লাম সমুদ্রপাড়ে। সমুদ্রের পাড় বরাবর বাঁধানো পথ। পথের ধারে সারি সারি নারকেল গাছ। ঘন নীল সমুদ্র একেবারে শান্ত।

সন্ধে হয়ে এল। রাত দশটায় ট্যাক্সি আসবে। এবার ফেরা দরকার। আর লাঞ্চ ব্যাগ খুলব না, এদেশের খাবার খাব— এরকম ভেবে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম।

'বসুন। কী খাবেন বলুন।'

বললাম, 'আমার কোনও পছন্দ নেই। আপনার পছন্দের একটা খাবার দিন।'

অল্প সময়ের মধ্যেই এসে গেল এক থালা খাবার।

'কী জিনিস এটা?'

'এটার নাম ওকা। তারো (কচু), ফুয়াটা (ব্রেড ফ্রুট) আর কলা সিদ্ধ করে তার সঙ্গে শুয়োরের মাংস, নারকেল মিশিয়ে কচুপাতায় মুড়ে রান্না হয়েছে। তারপর লেবুর রস, লঙ্কা আর পিঁয়াজ দেওয়া হয়েছে। খুব ভালো খেতে।'

খাওয়া সেরে চলে এলাম মোটেল তাতিয়ানায়। ট্যাক্সি এল এগারোটায়। বিমানবন্দরে পৌঁছে এয়ারপোর্ট ট্যাক্স দিয়ে অবশিষ্ট তালার বিনিময়ে ফিজি ডলার নিয়ে চেক-ইন সেরে একেবারে ডিপার্চার গেটে গিয়ে বসলাম। প্লেন উড়ল সকাল ৩টে বেজে ১৫ মিনিটে। এখন চলেছি অকল্যান্ড হয়ে কুক আইল্যান্ডস।

ভ্রমণশব্দছক

১		২			৩		৪
					৫		
	৬						
৭							
৮				৯		১০	
	১১					১২	

এবারের বিজয়ী উত্তরদাতা :

অরিজিৎ ঘোষ

৬৭/জি, গাঙ্গুলিবাগান, মহেশ, হুগলি-৭১২ ২০২

এবারেও অনেক সঠিক উত্তর এসেছে। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। কয়েকজন নির্ভুল উত্তরদাতা: তপনকান্তি রুদ্র, প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য, অমল দাশগুপ্ত, অজন্তা ঘোষ, কৃষ্ণেন্দু নিয়োগী, সীতারাম রায়, রৌনিক চ্যাটার্জি, অর্চনা ঘোষ, মানস চক্রবর্তী, মঞ্জুলিকা রায়, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ পোদ্দার, টুলু রায়, পীযূষ ধর, বিষ্ণু তিয়ারি ও নিশীথকুমার সাহা।

পাশাপাশি

১। ব্রহ্মকমল— স্বর্গীয় ফুল
সাহেবের মুখে শোনো নির্ভুল

৫। আছে বক্সায় ছুঁয়ে অরণ্য
প্রবাহিত নদী শীর্ণ, বন্য

৬। গোয়া সুধন্য বিচ ও সাগরে
রাজধানী তার যদি মনে পড়ে

৭। প্রতিবেশী দেশ ভারত-সীমায়
প্রাচীরের খ্যাতি আকাশ ছোঁয়ায়

৮। হিন্দিতে পাখি, শেষে খানা পেলে
জীব-জানোয়ার উদ্যানে মেলে

৯। ভ্রমণে সঙ্গী, দূর কাছে করে
পিকস বা অন্য সঠিক নজরে

১১। রূপনারায়ণ মেশে গঙ্গায়
শীতে পিকনিক হাওড়া জেলায়

১২। খোঁজ অরণ্য, দামি কাঠ গাছে
পাতার পাত্রে পরিচিতি আছে

ওপর-নীচ

১। চিলিকার তীরে যদি যেতে বলি
নামোচ্চারণে বোঝাবে কদলি

২। বালির সাগর, মরু-প্রান্তর
সাহেবি ভাষায় শব্দান্তর

৩। জঙ্গলে উঁচু ওয়াচটাওয়ার
বঙ্গবাণীতে পরিচিতি তার

৪। বীরভূম জেলা, বোলপুর পাশে
কবিগুরু-স্মৃতি আকাশে বাতাসে

৬। কেরলে শৈলশহর, তাছাড়া
ওয়াইল্ড লাইফও আছে— পিপ্পারা

৮। সাগরের মতো বিশাল কায়ায়
মিষ্টি জলের লেক ওড়িশায়

৯। রুপার মাইনস ঘাটশিলা ছুঁয়ে
শুরুতে বর্ণ 'য' গেছে বিভুঁইয়ে

১০। সাঁচি স্তূপের পাশে দেখে নাও
বেতোয়া-বেসের সঙ্গমে যাও

রবি দাস

জুন সংখ্যার সমাধান

বি	পা	শা		আ	ন্দা	মা	ন
ষ্ণু		স্তি		র		হে	
পু		নি	কো	ব	র		গ
র		কে			স	বু	জ
	মা	ত	লা				নে
সো	লা	ন		তা	র	স	র
লা	না		জ	ল	ঙ্গি		
ং		কো	টা		ত	র	ঙ্গ

পুরস্কার

*পুরস্কারবিজয়ী আগামী এক বছরের **ভ্রমণ** পাবেন বিনামূল্যে। এ-মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আসা নির্ভুল উত্তরগুলি থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। পুরস্কারবিজয়ী যদি আগে থেকেই **ভ্রমণ**-এর গ্রাহক হন, তবে তাঁর মনোনীত আত্মীয়-বন্ধু এই সুযোগ পাবেন। উত্তরের সঙ্গে স্পষ্ট অক্ষরে নিজের নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখতে ভুলবেন না। ফ্যাক্স মারফত উত্তর গ্রাহ্য হবে না। পাঠাবার ঠিকানা:*

ভ্রমণ শব্দছক

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯

কোথায় যাবেন, শুধু জানান

আমরাই পাঠিয়ে দেব সব তথ্য

এখানে ১০০টি বেড়ানোর তালিকা দেওয়া হল। এগুলির মধ্যে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবছেন কি? আপনার পছন্দের জায়গাটির নাম ও সঙ্গে দেওয়া ক্রমিক সংখ্যা কুপনে উল্লেখ করুন। পূরণ করা কুপনটি এবং উপযুক্ত ডাকটিকিট লাগানো আপনার নাম-ঠিকানা লেখা একটি খাম পাঠিয়ে দিন আমাদের দপ্তরে। আমরা ডাকে পাঠিয়ে দেব আপনার পছন্দের জায়গার খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং অন্তরঙ্গ ভ্রমণ-পরামর্শ। আপনার বেড়ানো হয়ে উঠুক আরও আনন্দের।

ভ্রমণ সেপ্টেম্বর ২০১২

নীচের কুপনটি পূরণ করে কেটে পাঠান এবং সঙ্গে ডাকটিকিট লাগানো আপনার নাম-ঠিকানা লেখা ২৭×১২ সেমি মাপের একটি খাম পাঠান এই ঠিকানায়: কোথায় যাবেন, শুধু জানান, ভ্রমণ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-১৯। আমরা ডাকে পাঠিয়ে দেব আপনার পছন্দের জায়গার খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং অন্তরঙ্গ ভ্রমণ-পরামর্শ।

আমার পছন্দের জায়গাটির নাম ও ক্রমিক সংখ্যা [ ] [ ]

নাম: .... বয়স: ....

ঠিকানা: ....

....

.... ফোন নং: ....

১. ভূস্বর্গ কাশ্মীর

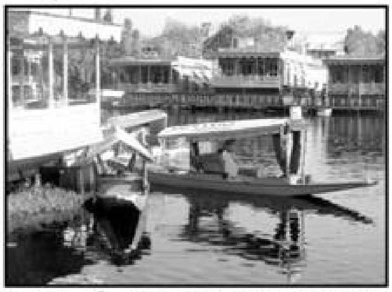

খরস্রোতা নদী, পাইনের ঘন জঙ্গল আর বরফে ঢাকা পাহাড় মিলে পহেলগাঁও ভূস্বর্গ কাশ্মীরের এক অনুপম নিসর্গ। শ্রীনগরের ডাল লেকে সকাল থেকে সন্ধে শিকারা নিয়ে ভেসে বেড়ানো আর খুব ভোরে ডাল লেকের সবজিবাজার দেখার অভিজ্ঞতা অসামান্য।

২. দাচিগাম

কাশ্মীরের দাচিগাম অরণ্যে বার্জ, ওক, ফার, পপলার, হ্যাজেলনাট, চেস্টনাট গাছের ভিড়। ওক ফল পেকে গেলে খেতে আসে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার। শ্রীনগর থেকে দাচিগাম অরণ্যের দূরত্ব ২২ কিলোমিটার।

৩. লাদাখের বন্যপ্রাণ

লাদাখের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর প্রভাবে বহু রকমের বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণ বাস করে। সাধারণত জুন মাস থেকে শুরু হয় লাদাখ ভ্রমণ। দেখা যায় হিমালয়ান মারমট, তিব্বতি বুনো গাধা, লাদাখি পিকা। পাখিদের মধ্যে আছে ব্ল্যাক নেকড ক্রেন, চুকার, বারহেডেড গুজ, হিমালয়ান স্নো কক, হোয়াইট উইঙ্গড রেডস্টার্ট ছাড়াও বহু পাখি।

৪. কারসোগ উপত্যকা

হিমাচলের কারসোগ উপত্যকার পাহাড়ে-মন্দিরে ছড়িয়ে আছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্পকথা। এখান থেকে দেখা যায় পিরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণী, জালোরি পাস, হনুমানটিব্বা, নারকান্ডার-হাটু পিক।

৫. স্পিতি উপত্যকার ডাংখার হ্রদ

হিমাচল প্রদেশের স্পিতি উপত্যকায় পাহাড়ের ওপর প্রাচীন ডাংখার গুহা। অপরদিকে নীলচে সবুজ জলের ডাংখার হ্রদ। প্রাচীন স্পিতির রাজধানী ছিল ডাংখার। কাজা থেকে সাচিচিলিং, সেখান থেকে ৭ কিলোমিটার চড়াই ভেঙে ডাংখার। ডাংখার থেকে দেড়ঘণ্টা হেঁটে ডাংখার হ্রদ।

৬. সিমলা থেকে কুনজুম পাস হয়ে মানালি

সিমলা থেকে কুনজুম পাস হয়ে মানালি যাওয়ার ভালো সময় জুন থেকে সেপ্টেম্বর। রোমাঞ্চকর এই যাত্রায় রুক্ষ পাহাড়ি পথ, নদী, তুষারধবল পাহাড়শ্রেণী হবে আপনার সঙ্গী।

৭. ডালহৌসি-খাজিয়ার

হিমালয়ের কোলে ডালহৌসি শহরটি সাহেবদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল। পাইন, ওক, দেওদারের জঙ্গল আর উত্তরে বিরাজমান তুষারাবৃত ধৌলাধার রেঞ্জের অপরূপ শোভা ডালহৌসির প্রধান সম্পদ। ডালহৌসি থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে সবুজ উপত্যকা আর হ্রদ নিয়ে সুন্দরী খাজিয়ার।

৮. সিমলা-সারাহান-কল্পা

তুষারে ঢাকা কিন্নর-কৈলাসের নীচে এক সৌন্দর্যময় গ্রাম কল্পা। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত যাওয়া যায়। জুলাই-আগস্টে এই অঞ্চলে বিশেষ বৃষ্টি পড়ে না। সিমলা থেকে রওনা হয়ে সারাহানে এক রাত থেকে কল্পায় থাকুন দু'টি রাত।

৯. দেরাদুন-মুসৌরি-ধনৌলটি

উত্তরাঞ্চলের রাজধানী শহর দেরাদুন। দেরাদুন থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরে হিলস্টেশন মুসৌরির রূপ-রস-গন্ধ আস্বাদ করতে হলে এখানে কয়েকটা দিন না কাটালেই নয়। মুসৌরি থেকে ধনৌলটি ২৮ কিলোমিটার।

১০. কেদারনাথ-বদ্রীনাথ

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি হল কেদারনাথ। মন্দাকিনী নদীর তীরে কেদারনাথ তীর্থক্ষেত্র। এই শৈবতীর্থের উচ্চতা ৩,৫৮৮ মিটার। অলকানন্দা নদীর তীরে ৩,১৩৩ মিটার উচ্চতায় পঞ্চবদ্রীর মূল বদ্রী বদ্রীবিশাল বা বদ্রীনাথ।

১১. হরিদ্বার-হৃষীকেশ-দেবপ্রয়াগ

হরিদ্বার থেকে বাস-অটো-গাড়িতে ঘণ্টাখানেকে পৌঁছনো যায় হৃষীকেশ। চারধামের পথ হরিদ্বার থেকে

শুরু হয়ে পাহাড় বেয়ে এগিয়েছে এই হৃষীকেশ হয়েই। সবুজ পাহাড়-জঙ্গলঘেরা সুরু উপত্যকার মধ্য দিয়ে তুঁতে রঙের পুণ্যতোয়া গঙ্গা বয়ে চলেছে সমতলের দিকে। হৃষীকেশ থেকেই ঘুরে আসতে পারেন অলকানন্দা-ভাগীরথীর পুণ্যসঙ্গম দেবপ্রয়াগ থেকে।

১২. গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী

উত্তরাখণ্ডের চার ধামের অন্যতম দুটি হল গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী। গঙ্গোত্রী পর্যন্ত যানবাহন চললেও যমুনোত্রীর পথে শেষ ৮ কিলোমিটার হেঁটে বা ঘোড়া, ডান্ডি, কান্ডিতে যেতে হবে।

১৩. দেওরিয়াতাল

হরিদ্বার থেকে শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, উখিমঠ হয়ে সারি। সেখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে দেওরিয়াতাল। উচ্চতা ৮,২০০ ফুট। এখান থেকে ভাতৃঘুন্টা, কেদারডোম, খর্চাকুণ্ড, মন্দাকিনী শৃঙ্গ দেখা যায়। তালের জলে এইসব শৃঙ্গের প্রতিফলন দেখতেই আসা। থাকার জন্য দেওরিয়াতালের পাশে আছে তাঁবু।

১৪. যোধপুর-ওশিয়াঁ-বাড়মের

থর মরুভূমির প্রধান প্রবেশদ্বার যোধপুর। ব্লু সিটি নামেও সমধিক পরিচিত। যোধপুরের উত্তর-পূর্বে ছোট্ট মরুগ্রাম ওশিয়াঁ। অসোয়াল জৈন সম্প্রদায়ের কাছে ওশিয়াঁ একটি তীর্থস্থান। রুক্ষ পাহাড় ঘেরা ছোট শহর বাড়মের। জয়সলমির থেকে দূরত্ব ১৩৫ কিলোমিটার।

১৫. বিকানির-জয়সলমির

৭-৮ দিনের ছুটিতে রাজস্থান গেলে থর মরুভূমির দুই শহর বিকানির আর জয়সলমির বেড়াতে যেতে পারেন।

১৬. শেখাবতী

উত্তর রাজস্থানের শেখাবতী প্রাসাদ, দুর্গ, মন্দির নিয়ে খোলা আকাশের নীচে যেন এক আর্ট গ্যালারি। এই জনপদের অলিতে-গলিতে হাভেলির কারুকার্য নজর কাড়ে। দেওয়ালচিত্রগুলি অসামান্য।

১৭. কচ্ছের ক্ষুদ্র রন

কচ্ছের ক্ষুদ্র রনের খ্যাতি বুনো গাধার জন্য। এছাড়া ফ্লেমিংগো, ডেময়জেল ক্রেন ইত্যাদি পাখিরা ভিড় জমায়। এখানকার রাবারি, মেঘাওয়াল আদিবাসীদের সূচিশিল্প দেখার মতো।

১৮. সুরাট-বরোদা-পাওয়াগড়-আমেদাবাদ

তাপ্তি নদীর তীরে সুরাট গুজরাটের ব্যস্ত শহর। বস্ত্র আর হিরে ব্যবসার জন্য এই শহরের দেশজোড়া খ্যাতি। সুরাট, বরোদা ঘুরে পাওয়াগড়ের মনোরম পরিবেশে দু-দিন কাটাতে ভালো লাগবে। সবরমতী নদীর ধারে আমেদাবাদ শহর ইতিহাসের নানা ঘটনার সাক্ষী।

১৯. ভেলাভেদার

কৃষ্ণসারদের জাতীয় উদ্যান ৩৪.৫২ বর্গকিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট ভেলাভেদার। দূরত্ব আমেদাবাদ থেকে ২০০ কিলোমিটার এবং ভাবনগর থেকে ৬৫ কিলোমিটার। এখানে দেখে নিন ব্ল্যাকবাক ন্যাশনাল পার্ক।

২০. সাপুতারা

প্রায় চারহাজার ফুট উচ্চতায় সাপুতারা গুজরাটের একমাত্র শৈলশহর। চারপাশে বাগানে ঘেরা সরোবরে বোটিং করা যায়। সহ্যাদ্রি পাহাড়ের কোলে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখা যায়। ৬০ কিলোমিটার দূরে আছে গিরা জলপ্রপাত এবং ওখাই বটানিক্যাল গার্ডেন।

২১. সোমনাথ-পোরবন্দর-দ্বারকা-ভুজ

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম সোমনাথের শিবমন্দির। সোমনাথের মতো দ্বারকাও আরবসাগর তীরের এক বিখ্যাত তীর্থভূমি। শ্রীকৃষ্ণ এখানে মথুরা থেকে রাজ্যপাট স্থানান্তরিত করেছিলেন। দ্বারকার মুখ্য আকর্ষণ দ্বারকাধীশ মন্দির। ভুজ বিখ্যাত নানাধরনের হস্তশিল্পের জন্য। ভুজের প্রাণকেন্দ্র হামিরসর সরোবর।

২২. মুরুড-হার্নে

কোঙ্কণ উপকূলে রত্নগিরি জেলার যমজ সৈকত মুরুড ও হার্নে। মুরুড বিচের সাম্প্রতিকতম আকর্ষণ ডলফিন দেখা। হার্নে মূলত মৎস্যবন্দর। সাগরের বুকে দেখা যায় সুবর্ণদুর্গ। দেখা যেতে পারে আনজার্লে, লাডঘর বিচ। যাওয়া যেতে পারে দাপোলি।

২৩. মহারাষ্ট্রের তারকার্লি

কোঙ্কণ উপকূলের অনন্যসুন্দর সাগরবেলা তারকার্লি। চারদিকে ঝাউবনের হাতছানি। সোনালি বালুকাবেলা। স্নান করার জন্য আদর্শ সি-বিচ। ৭ কিলোমিটার দূরে মালভান। সমুদ্রের বুকে দেখা যায় সিন্ধুদর্গ কেল্লা। কাছাকাছি দেখে আসা যায় ভেঙ্গুরেলা, মোছেমোর, শিরোডা সাগরবেলা।

২৪. পুনে-মহাবলেশ্বর

চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, যাদব, বাহমনি রাজবংশের রাজত্বের পরে ১৭ শতকে পুনে অধিকার করে মারাঠারা। মহারাষ্ট্রের এই শহর সংস্কৃতির পীঠস্থান। বছরভর মনোরম আবহাওয়া থাকে মহাবলেশ্বরে। মহাবলেশ্বরে ছড়িয়ে আছে নানা ফুল, ফল, অর্কিডের গাছ। স্ট্রবেরি ফলের জন্য বিখ্যাত এই শৈলশহর।

২৫. মহারাষ্ট্রের তাড়োবা

নাগপুর থেকে ১৩০ কিলোমিটার এবং চন্দ্রপুর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে তাড়োবার জঙ্গল। এখানে দেখা যায় বাঘ, চিতা, বুনো কুকুর, হরিণ, সম্বর, গাউর, ভল্লুক ছাড়াও বহু ধরনের পাখি। মঙ্গলবার বন্ধ থাকে তাড়োবার জঙ্গল।

২৬. হরিহরেশ্বর-শ্রীবর্ধন

মহারাষ্ট্রের সোনালি সাগরবেলা হরিহরেশ্বর। সাগরবেলা ছাড়া এখানকার দ্রষ্টব্য কালভৈরবের মন্দির, হরি ও হর পর্বত। ১৯ কিলোমিটার দূরের অপর সাগরবেলা শ্রীবর্ধন।

২৭. মুম্বই-আলিবাগ-মুরদ-জঞ্জিরা

হাওড়া থেকে মুম্বই যাতায়াতের সময় বাদ দিয়ে পাঁচ-সাত দিনে ঘুরে নেওয়া যায় মুম্বাই, আলিবাগ, কাশিদ, মুরুদ-জঞ্জিরা। আলিবাগ ও মুরুদ ভ্রমণের মাঝে দেখতে পারেন আকসি বিচ, নগাঁও বিচ, বিড়লা মন্দির ও নন্দগাঁও গণেশ মন্দির। মান্ডাওয়া-আলিবাগ রোডের ওপর অবস্থিত আরেক সুন্দর সৈকত কিহিম।

২৮. ঔরঙ্গাবাদ-অজন্তা-ইলোরা

ঔরঙ্গাবাদের পশ্চিমে আছে খাম নদী। ঔরঙ্গজেবের প্রথম সম্রাজ্ঞীর সমাধি-সৌধ বিবি-কা-মকবরার স্থাপত্য ও মহম্মদ বিন তুঘলকের স্মৃতিবিজড়িত দৌলতাবাদ দুর্গ এখানকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান। ঔরঙ্গাবাদ থেকে অজন্তা, ইলোরা বেড়ানো যায়।

২৯. মালসেজ ঘাট

পশ্চিমঘাট পাহাড়ের একটি পাস সবুজে সবুজ মালসেজ ঘাট। পুষ্পবতী নদী আর বাঁধের জলে শীতে হাজার-হাজার পরিযায়ী পাখির সঙ্গে ভিড় জমায় ফ্লেমিঙ্গোর ঝাঁক। উপচে পড়া জলপ্রপাতের সৌন্দর্য দেখতে

মালসেজ ঘাট আসতে হবে বর্ষাকালে। ৪০ কিলোমিটার দূরে শিবাজির জন্মস্থান শিভনেরি।

৩০. আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন

আগ্রায় দু-দিন থেকে মুঘল আমলের আগ্রা দুর্গ আর বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল দেখে যেতে পারেন মথুরা-বৃন্দাবন। কালো নদী যমুনা আর সাদা পোশাকের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নিয়েই বৃন্দাবন।

৩১. লখনউ

অতীতের লক্ষ্মণাবতী আজকের লখনউ। আজও শহরের প্রতিটি পরতে জড়ানো অতীতের নবাবি স্মৃতি।

৩২. বারাণসী

তীর্থদর্শন এবং ভ্রমণ, এক যাত্রায় দুই উদ্দেশ্য সফল করার পক্ষে বারাণসী বা কাশী এক আদর্শ স্থান। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসলে আবহমানকালের ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করা যায়।

৩৩. ভূপাল-সাঁচি-বিদিশা-পাঁচমারি

ভূপাল থেকে কন্ডাক্টেড ট্যুরে বা নিজেদের ব্যবস্থাপনায় সাঁচি হয়ে বিদিশা বেড়িয়ে নেওয়া যায়। সাঁচি বিখ্যাত প্রায় ২০০০ বছরের পুরনো বৌদ্ধস্তূপের জন্য। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তৈরি হয়েছিল এই স্তূপগুলি। সাতপুরা পাহাড়ের কোলে পাঁচমারি। চমৎকার আবহাওয়া আর মনমাতানো সবুজ পাহাড়ি প্রকৃতি পাঁচমারির প্রধান সম্পদ।

৩৪. কানহা, বান্ধবগড় ও জব্বলপুর

কানহা ও বান্ধবগড় অভয়ারণ্য খোলা থাকে অক্টোবর থেকে জুন মাস পর্যন্ত। দিনে দুবার জিপ সাফারির আয়োজন করা হয়। জব্বলপুরের প্রধান আকর্ষণ মার্বেল রকস।

৩৫. পেঞ্চ অরণ্য

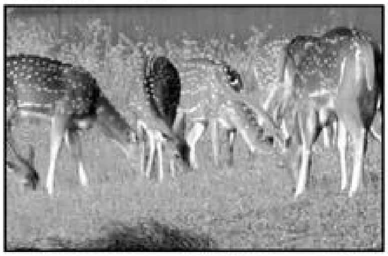

মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ— এই দুই রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত পেঞ্চ অভয়ারণ্য। বাঘ ছাড়াও দেখা যায় নানা প্রজাতির হরিণ, গাউর, নীলগাই, ঢোল ইত্যাদি। প্রচুর পাখিও দেখা যায়। সকাল-বিকেল জঙ্গল সাফারি হয়।

৩৬. রাঁচি-নেতারহাট-বেতলা

কলকাতা থেকে রাঁচি হয়ে যেতে হবে নেতারহাট। নেতারহাট পাহাড় থেকে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের শোভা মনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। নেতারহাট থেকে মহুয়াটাঁড় হয়ে যেতে হবে বেতলা অরণ্য।

৩৭. দেওঘর-দুমকা-মলুহাটি-ম্যাসাঞ্জোর

একদিনে দুমকা থেকে মলুহাটি এবং ম্যাসাঞ্জোর ঘুরে আসা যায়। সেক্ষেত্রে সকালের দিকে ম্যাসাঞ্জোর আর বিকেলের দিকে মলুহাটি যাওয়া সুবিধাজনক। বিকেলে পশ্চিমের আলোয় মলুহাটির মন্দিরের দেওয়াল অসাধারণ লাগে।

৩৮. ঘাটশিলা-গালুডি

সুবর্ণরেখা নদীর তীরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘাটশিলা এবং গালুডি। দেখা যেতে পারে ফুলডুংরি পাহাড়, বুরুডি লেক, বিভূতিভূষণের বাড়ি, গালুডি ড্যাম।

৩৯. চিলিকা-মংলাজোরি

ওড়িশার পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগর ছুঁয়ে চিলিকা হ্রদ। চেনা-অচেনা দ্বীপ, পাহাড় আর নীল জলের ছবি এখানে অসাধারণ মনে হয়। হ্রদের ধারে একেকটা পান্থনিবাস ছোট্ট ছুটির আদর্শ ঠিকানা হতে পারে। চিলিকা হ্রদের উত্তরপ্রান্তে পাখির দেশ মংলাজোরি। শীতে এখানে ভিড় জমায় দেশি-বিদেশি হাজার হাজার পাখি। বালুগাঁও স্টেশন থেকে দূরত্ব টাংগি হয়ে ৩৫ কিলোমিটার।

৪০. পুরী

বেশিরভাগ বাঙালির বেড়ানোর হাতেখড়ি হয় পুরী ভ্রমণ দিয়ে। এরপর কতবারই পুরী যেতে হয়, তবু পুরী কখনও পুরনো হয় না। এর প্রধান কারণ যদি হয় পুরীর সমুদ্র আর জগন্নাথদেবের মন্দির, অপর কারণটি হল পুরীকে কেন্দ্র করেই স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসা যায় অদূরবর্তী অন্যান্য বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্রগুলি।

৪১. গোপালপুর অন সি

ওড়িশার গঞ্জাম জেলায় নারকেল-ঝাউয়ের সারি, ব্যাকওয়াটার, লেগুন আর বালিয়াড়ি ঘেরা ছোট্ট সৈকতশহর গোপালপুর।

৪২. সাতকোশিয়া

পাহাড়ি গর্জের মধ্য দিয়ে মহানদী সাতক্রোশ পথ অতিক্রম করে এসেছে বলেই এখানে মহানদীকে নিয়ে এই ঘন অরণ্যাঞ্চলের নাম হয়েছে সাতকোশিয়া গর্জ। বনভূমিতে ঘুরে বেড়ায় বাঘ, হরিণ, হাতি, বাইসন, ভালুক, লেপার্ড ইত্যাদি বন্যপ্রাণী।

৪৩. ভিতরকণিকা

ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী নদীর সঙ্গমে জল-জঙ্গলে ঘেরা ভিতরকণিকা অভয়ারণ্য পাখিদের স্বর্গরাজ্য। প্রায় ২৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে জলপথ। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য।

৪৪. পাড়ুয়া

বিশাখাপত্তনম-কিরন্ডুল রেলপথে পাড়ুয়া। আরাকু উপত্যকা থেকে দূরত্ব ৩৩ কিলোমিটার। এখানকার জালাপুট রিজার্ভয়ারের বুকে মেঘ-রোদ্দুরের মায়াবী কারিকুরি দেখে মন ভরে যায়। দেখে আসা যায় রানিদুদুমা, মালিপাহাড়, ওমকাডেল্লি, দেওমালি।

৪৫. আন্দামানের দ্বীপে দ্বীপে

পোর্টব্লেয়ার থেকে জাহাজে চেপে হ্যাভলক দ্বীপ। হ্যাভলকের সমুদ্রে, সৈকতে, লোকালয়ে দিনদুয়েক কাটিয়ে জাহাজে রঙ্গত। সেখান থেকে মায়াবন্দর। মায়াবন্দর থেকে ডিগলিপুর দ্বীপ এভিস।

৪৬. কাভারাত্তি-কালপেনি-মিনিকয়

লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণে চাররাত পাঁচদিনের সমুদ্রম প্যাকেজে দেখানো হয় কাভারাত্তি, কালপেনি ও মিনিকয়। দ্বীপে দ্বীপে কায়াকিং, স্নরকেলিং, গ্লাসবটম বোট রাইডিং করা যায়। লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণের অনুমতি দেয় স্পোর্টস (SPORTS)।

৪৭. কুলিক পাখিরালয়

মালদা শহর থেকে কুলিক পাখিরালয় মাত্র ৭৩ কিলোমিটার। কুলিক নদী বয়ে গেছে পাখিরালয়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৮৫ সালে জাতীয় উদ্যানের স্বীকৃতি পেয়েছে কুলিক। শীতে প্রচুর পরিযায়ী পাখি ভিড় জমায়।

৪৮. জয়ন্তীর জঙ্গলে
আলিপুরদুয়ার থেকে শামুকতলা, ময়নাবাড়ি, হাতিপোতা হয়ে জয়ন্তী ঘুরে আসা এক অনন্য অভিজ্ঞতা। ডুয়ার্সের অরণ্য, নদী, চা-বাগান এই অচেনা পথে সঙ্গ দেবে।

৪৯. উত্তরবঙ্গের সামসিং-ঝালং-বিন্দু
শিলিগুড়ি থেকে চালসা হয়ে সামসিং যাওয়ার পথে চোখে পড়বে একের পর এক নামকরা চা-বাগান, কর্মীদের আবাসন, পাহাড়ি মানুষদের ছোট ছোট গ্রাম আর ঘন সবুজ জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের বিস্তার। চালসা থেকে ঝালং ৩৫ কিলোমিটার। ঝালংয়ের অদূরেই সুন্দরী বিন্দু।

৫০. উত্তরবঙ্গের মংপং
শিলিগুড়ি থেকে সেবক ২২ কিলোমিটার। তারপর করোনেশন ব্রিজ পেরিয়ে, ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ৭ কিলোমিটার গেলেই মংপং।

৫১. দার্জিলিং

মেঘ-পাহাড়ের লুকোচুরি আর টয়ট্রেনে যাত্রা— এই নিয়ে চির-চেনা দার্জিলিং।

৫২. কোচবিহার

জমকালো প্রাসাদ, সুশীতল দিঘি, প্রাচীন মদনমোহন মন্দির নিয়ে কোচবিহার এক সুন্দর সাজানো শহর।

৫৩. কালিম্পং-লাভা-লোলেগাঁও

কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে কালিম্পং। কালিম্পং থেকে বাসে বা ভাড়াগাড়িতে ঘন সবুজ পাহাড়ি গ্রাম লাভা আর লোলেগাঁও। আরেকটু এগিয়ে নির্জন রিশপ।

৫৪. উত্তরবঙ্গের মূর্তি
মূর্তিতে আছে উত্তরের পার্বত্যভূমি থেকে নেমে আসা খরস্রোতা, স্বচ্ছসলিলা মূর্তি নদী। গভীর জঙ্গল, চা-বাগান, আদিবাসীদের গ্রাম আর থাকার জন্য অনিন্দ্যসুন্দর এক বনবাংলো।

৫৫. ধুপঝোরা
গোরুমারা অরণ্য-সংলগ্ন ধুপঝোরা অরণ্য। মাল জংশন থেকে দূরত্ব ২৮ কিলোমিটার এবং চালসা থেকে ১০ কিলোমিটার। সকাল-বিকেল জঙ্গল সাফারির ব্যবস্থা আছে। থাকার জন্য রয়েছে গাছবাড়ি।

৫৬. জলদাপাড়া-খয়েরবাড়ি

চা-বাগানে ঘেরা হাসিমারা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে মাদারিহাট। সেখান থেকেই জলদাপাড়ার জঙ্গল বেড়াতে হবে। মাদারিহাট থেকে খয়েরবাড়ি নেচার পার্ক অ্যান্ড লেপার্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ১০ কিলোমিটার।

৫৭. রসিকবিল

জল-জঙ্গল-প্রকৃতির মাঝে রসিকবিলের বনবাংলো ছোট্ট ছুটির ঠিকানা। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরের রসিকবিল বর্ষাতেও সুন্দর।

৫৮. পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর
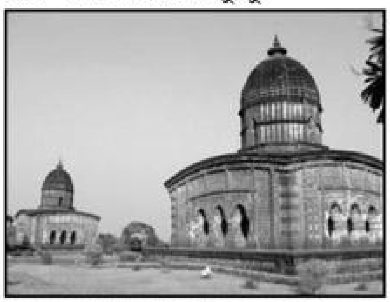

বিষ্ণুপুরের টেরাকোটার মন্দির বাংলার অহঙ্কার। কলকাতা থেকে দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার। কিনতে পারেন বালুচরি, স্বর্ণচরি শাড়ি।

৫৯. বড়ন্তি
আসানসোলের কাছে শাল-পিয়ালের ছায়ায় ঘেরা নির্জন আদিবাসী গ্রাম বড়ন্তি। সপ্তাহশেষের ভ্রমণের জন্য আদর্শ স্থান। বসন্তে সেখানে শিমুল পলাশে আকাশ রাঙা হয়ে থাকে।

৬০. ট্রেনে চেপে দীঘা

হাওড়া থেকে তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস ছাড়ে সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে এবং কান্ডারী এক্সপ্রেস ছাড়ে দুপুর ২টো ১৫ মিনিটে। সম্প্রতি চালু হয়েছে দীঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস। ট্রেনটি হাওড়া থেকে ছাড়ে সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে।

৬১. তাজপুর
দীঘার কাছে পশ্চিমবঙ্গের নতুন সাগরবেলা। রামনগর, বালিসাই, আলমপুর ফিশারিজ হয়ে তাজপুর। চারদিকে ঝাউবন। শান্ত, নির্জন সাগরবেলা তাজপুর। আছে প্যারাসেইলিং, কোস্টাল সাইক্লিং, র‍্যাফটিং-এর ব্যবস্থা।

৬২. সুন্দরবনের জল-জঙ্গল

বঙ্গোপসাগরের কূলে বিনুনির মতো নদী-নালা-খাঁড়ি আর ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ছাওয়া ছোট ছোট ব-দ্বীপ— এই নিয়েই সুন্দরবন। এই জল-জঙ্গলের রাজা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

৬৩. বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জ
ধর্মতলায় শহিদ মিনারের কাছ থেকে ছেড়ে ভূতল পরিবহণের বাস পাঁচ ঘণ্টায় বকখালি পৌঁছয়। দূরত্ব ১৩০ কিলোমিটার। বকখালি থেকে ২ কিলোমিটার দূরে আরেক সৈকত ফ্রেজারগঞ্জ।

৬৪. দক্ষিণবঙ্গের সাগরদ্বীপ
গঙ্গানদীর মোহনাতেই সাগরদ্বীপ। দ্বীপের অপর প্রান্তে ঝাউবনের পিছনেই উত্তাল সমুদ্র। পূর্ণিমার রাতে রুপোলি বালির ঢিবির ওপরে চাঁদের আলোয় গঙ্গাসাগরের রূপ অসামান্য।

৬৫. মন্দারমণি

কলকাতার কাছেই মন্দারমণির সোনালি সৈকত। দুয়েকদিনের ছুটি কাটানোর জন্য আদর্শ।

৬৬. শান্তিনিকেতন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতন। অদূরে বল্লভপুর ডিয়ার পার্ক।

৬৭. বার্সে-উত্তরে-পেলিং

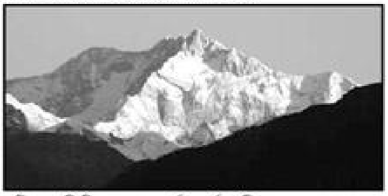

পশ্চিম সিকিমের বার্সে মার্চ-এপ্রিলে নানা রঙের রডোডেনড্রনে রঙিন হয়ে ওঠে। এন জে পি স্টেশন থেকে জোরথাং হয়ে হিলে ৫ ঘণ্টার পথ। হিলে থেকে ৪ কিলোমিটার হাঁটাপথে বার্সে। বার্সে থেকে রিনচেনপং ও হি-বারমিওক দেখে পাহাড়ের কোলে ছোট্ট গ্রাম উত্তরে। উত্তরের খুব কাছেই পেলিং।

৬৮. গুরুদোংমার, আরিতার, রিনচেনপং

উত্তর সিকিমের গুরুদোংমার হ্রদের জলে মার্চের মাঝামাঝি ইতস্তত বরফের চাঁই। গুরুদোংমার গ্যাংটক থেকে ১৯০ কিলোমিটার। অচেনা হ্রদ আরিতার আর রমণীয় রিনচেনপংও মুগ্ধ করে। নিরালা রিনচেনপং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্যান্য গিরিশৃঙ্গ দৃশ্যমান।

৬৯. সিকিমের রাবংলা

রাবংলার আকাশ জুড়ে সপার্ষদ কাঞ্চনজঙ্ঘা। এছাড়া কাছেপিঠের বৌদ্ধগুম্ফা, চা-বাগান, মৈনাম পাহাড়ের আকর্ষণও কম নয়।

৭০. গুয়াহাটি-কাজিরাঙা

গুয়াহাটি থেকে কাজিরাঙা যাওয়ার পথে বাসের বাঁদিকে বসলে জাখালবান্ধা অতিক্রম করার পর কীভাবে জঙ্গল শুরু হচ্ছে তা বেশ ভালোভাবে বোঝা যাবে। কপাল ভালো হলে কোহরা মোড়ে পৌঁছনোর আগেই পথ-সংলগ্ন জঙ্গলে গণ্ডারের দর্শন মিলতে পারে।

৭১. শিলং

শিলং-চেরাপুঞ্জির জলপ্রপাতগুলি বর্ষাধারায় নতুন প্রাণ পায়। শীতে শিলং বেশ ঠান্ডা তবে আবহাওয়া মনোরম।

৭২. মাওলিনং

এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম মাওলিনং। দূরত্ব শিলং থেকে ৯০ কিলোমিটার। খ্রিস্টান অধ্যুষিত গ্রাম মাওলিনং-এ রাত্রিবাসও করা যেতে পারে। এখানে দেখে নিন ব্যালেন্সিং রক এবং লিভিং রুটব্রিজ।

৭৩. বমডিলা থেকে তাওয়াং

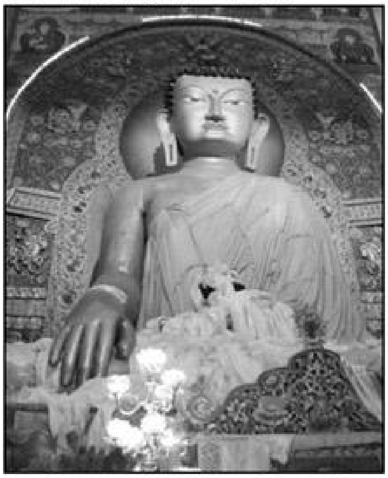

গুয়াহাটি থেকে ভালুকপং, বমডিলা, দিরাং আর বিখ্যাত সেলা পাস (উচ্চতা ১৩,৭২১ ফুট) পেরিয়ে তাওয়াং যাওয়াই এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। তাওয়াংয়ের অসাধারণ প্রাকৃতিক শোভা এবং বিশাল বৌদ্ধমঠের খ্যাতি এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছে গেছে।

৭৪. নামদাফা

কলকাতা থেকে ট্রেনে তিনসুকিয়া বা বিমানে ডিব্রুগড় পৌঁছে সড়কপথে যেতে হবে মিয়াও। সেখান থেকে নামদাফার দিবান বনবাংলো। দিনকয়েক কাটানো যেতে পারে নামদাফার জঙ্গলে পশুপাখি, অচেনা পাখি দেখে। বর্ষা বাদে সারাবছর আসা যায় নামদফায়।

৭৫. ৮ দিন ৭ রাতের ত্রিপুরা প্যাকেজ

ত্রিপুরা পর্যটনের ডিসকভার ত্রিপুরা প্যাকেজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জম্পুই হিল, ঊনকোটি, কমলাসাগর, নীরমহল, মাতাবাড়ি, সিপাহিজলা, আগরতলা।

৭৬. গোয়া

হাওড়া থেকে সরাসরি গোয়া যায় অমরাবতী এক্সপ্রেস। গোয়া বেড়ানোর জন্য গোয়া পর্যটনের সাউথ গোয়া ও নর্থ গোয়া ট্যুর সেরা। দুটি ট্যুরের প্রত্যেকটিতেই মাথাপিছু খরচ ১৪০ টাকা। দিনদুয়েক কোনও নিরালা সৈকতের ধারে কাটাতে ভালো লাগবে।

৭৭. করবেট ন্যাশনাল পার্ক

করবেট ন্যাশনাল পার্কের উত্তরে শিবালিক হিমালয়। জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে গেছে রামগঙ্গা নদী। জাতীয় উদ্যানের মধ্যে বনদপ্তরের পাঁচটি বাংলো আছে।

৭৮. পিথোরাগড়-মুন্সিয়ারি

চির-পাইনে ঢাকা পিথোরাগড় প্রাচীনকালে তিব্বত-ভারত বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। শহরের পশ্চাদপটে হিমালয়ের পঞ্চশৃঙ্গ— চান্দক, থল, ধ্বজ, কেদার ও কুন্দর। পিথোরাগড় থেকে মুন্সিয়ারির দূরত্ব ১২৮ কিলোমিটার।

৭৯. নৈনিতাল-আলমোড়া-বিনসর

রেলপথে কাঠগোদাম বা লালকুঁয়া দিয়ে নৈনিতাল পৌঁছে সেখান থেকে সড়কপথে আলমোড়া। আলমোড়া থেকে ৩১ কিলোমিটার দূরে ২,৪১২ মিটার উচ্চতায় জঙ্গলের মধ্যে বিনসর।

৮০. টনকপুর-শ্যামলাতাল-চম্পাবত-মায়াবতী

টনকপুর থেকে চম্পাবত ৭৫ কিলোমিটার। টনকপুর থেকে বাসে বা ভাড়া গাড়িতে ঘুরে আসতে পারেন শ্যামলাতাল। শ্যামলাতালের খুব কাছেই মায়াবতী আশ্রমের লন থেকে দেখা যায় কুমায়ুন হিমালয়ের বরফাবৃত শৃঙ্গমালা।

৮১. রানিখেত-কৌশানি-চৌকরি

মার্চ থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর এপথে ঘোরার সেরা সময়। বর্ষাকালে এপথে না যাওয়াই ভালো। রানিখেত শহরটি পাহাড়ের ঢালে এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে-কোনও জায়গা থেকেই অবারিত দৃষ্টিপথে ধরা দেয় হিমালয়ের বেশ কিছু বিখ্যাত গিরিশৃঙ্গ। কৌশানি আর চৌকরিতে দু'রাত করে থাকতে ভালো লাগবে।

৮২. কর্নাটকের বন্দিপুর

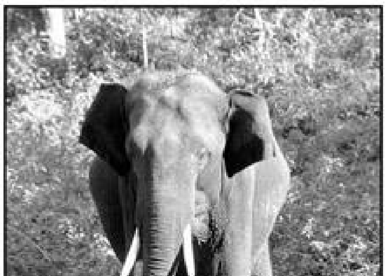

মহীশূর থেকে বন্দিপুর অরণ্য মাত্র ৮০ কিলোমিটার। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে নুগুর, কাবিনি আর ময়ার নদী। বন্দিপুরের বনবাংলোয় দু-তিনদিন থেকে, মারুতি জিপসি নিয়ে অরণ্যভ্রমণ করতে পারেন।

৮৩. বেঙ্গালুরু-মহীশূর

পড়াশুনো বা চাকরির কারণে বেঙ্গালুরুতে থাকেন এখন অনেক বাঙালি। বেঙ্গালুরু শহরে ঘুরে দেখে নিন লালবাগ, বিধান সৌধ, হ্যান্ডিক্রাফটস এম্পোরিয়াম। মহীশূরে দেখুন বুল টেম্পল, টিপুর প্রাসাদ, মিউজিয়াম।

৮৪. হাম্পি-বাদামি-বিজাপুর

তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরের প্রাচীন জনপদ হাম্পিতে ছড়িয়ে আছে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। হাম্পির সৌধগুলি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। চালুক্য রাজধানী বাতাপি অধুনা বাদামির মূল আকর্ষণ গুহামন্দির। প্রাচীন সমৃদ্ধশালী ইতিহাসের শহর বিজাপুর।

৮৫. যোগ জলপ্রপাত

বেঙ্গালুরু থেকে ৩৭৭ কিলোমিটার দূরে কর্নাটকের শিমোগা জেলায় ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত যোগ জলপ্রপাত। শরাবতী নদীর জলে পুষ্ট যোগ জলপ্রপাতে চারটি ধারায় নেমে এসেছে জলধারা— রাজা, রানি, রকেট, রোরার। বর্ষায় যোগ অনন্য।

৮৬. হায়দ্রাবাদ

ইতিহাসের শহর হায়দ্রাবাদ। চারমিনার গেট, গোলকোন্ডা দুর্গ, সালারজং মিউজিয়াম ও আরও নানান ইতিহাসের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে শহর জুড়ে।

৮৭. অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম-আরাকু

দিন কয়েকের ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে লোকে যা চায় তার প্রায় সবকিছুই হাজির রয়েছে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী বন্দরশহর বিশাখাপত্তনমে। অদূরে কৈলাসগিরি এবং ঋষিকোন্ডা বিচ। আরাকু বেড়াতে গিয়ে অতিরিক্ত প্রাপ্তি হবে পাহাড়িপথে ব্রডগেজ ট্রেনে চড়ার এক ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা। এছাড়া পাওয়া যাবে ভারতের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক গুহা বোরাগুহালু চাক্ষুষ করার সুযোগ।

৮৮. নাগার্জুনকোন্ডা

কৃষ্ণা নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে তৈরি হয়েছে নাগার্জুনসাগর জলাধার। সেই জলাধারের বুকে জেগে আছে নাগার্জুনকোন্ডা। এখানকার প্রধান আকর্ষণ নাগার্জুনসাগর থেকে নাগার্জুনকোন্ডা পর্যন্ত নৌবিহার। তিনদিকে নাল্লামালা পাহাড়। নাগার্জুনকোন্ডা থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে ইথিপোথালা জলপ্রপাত।

৮৯. গোদাবরীতে ভেসে পপিকোন্ডালু

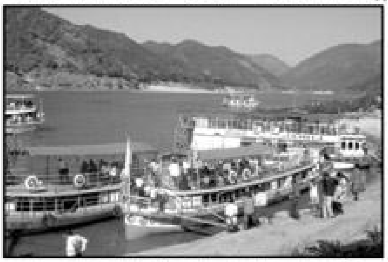

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজামুন্দ্রি থেকে বাস বা গাড়িতে পুরুষোত্তমপট্টনম বা পট্টিসীমা। এখান থেকে গোদাবরীর বুকে ভেসে বেড়ানো। গোন্ডাপোচাম্মা, পেরেন্টাপল্লি ঘুরে দেখে সন্ধ্যে ফেরা পট্টিসীমা। ফিরতে না চাইলে রাতে থাকা যায়।

৯০. বিজয়ওয়াড়া-সূর্যলঙ্কা বিচ

কৃষ্ণা নদীর তীরে বিজয়ওয়াড়া অন্ধ্রপ্রদেশের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। ১২২৩.৫ মিটার লম্বা প্রকাশম বাঁধটি আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য। এছাড়া দেখুন কনকদুর্গা মন্দির, গান্ধিস্তূপ, ভিক্টোরিয়া জুবিলি জাদুঘর, ভবানী আইল্যান্ড। ১০০ কিলোমিটার দূরে নির্জন সূর্যলঙ্কা বিচ।

৯১. তাড়পাত্রি-বেলুম

অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার অল্পচেনা গন্তব্য তাড়পাত্রি আর বেলুম। তাড়পাত্রিতে আছে ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দির এবং বেলুমে প্রাকৃতিক গুহা। তাড়পাত্রি থেকে বেলুমের দূরত্ব ৩১ কিলোমিটার।

৯২. হর্সলে হিলস

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস। সারাবছর আসা যায়। চারদিকে দেবদারু, পলাশ, ইউক্যালিপ্টাস, সেগুন, আমগাছের সারি। হর্সলে পাহাড়ে পৌঁছনোর রাস্তাটি খুব সুন্দর।

৯৩. রায়পুর-সিরপুর-বারনাওয়াপাড়া

ছত্তিশগড়ের বারনাওয়াপাড়া অভয়ারণ্যের সৌন্দর্য এখনও অনাঘ্রাত। জঙ্গলের ধারেই ছত্তিশগড় পর্যটনের রিসর্ট। রায়পুর থেকে সিরপুরের মন্দিরগুচ্ছ দেখে রওনা হতে পারেন বারনাওয়াপাড়া অরণ্যের দিকে।

৯৪. কোচিন-মুন্নার-পেরিয়ার

ভেম্বানাদ হ্রদের তীরে কেরালার বাণিজ্যনগরী কোচিন। কোচিনে এলে ব্যাকওয়াটার ক্রুইজের আনন্দ উপভোগ করবেন। পশ্চিমঘাটের নীলগিরি পর্বতমালার কোলে মুন্নার। সবুজ চা-বাগান, লেক, ঝরনা, নদী, মশলার বাগান আর জঙ্গল নিয়ে অপরূপ শৈলশহর। মুন্নারের কাছেই হাতির বিচরণক্ষেত্র পেরিয়ার অভয়ারণ্য।

৯৫. আলেপ্পি-কুইলন-ভারকালা-ত্রিবান্দ্রাম

আলেপ্পি-কুইলন ব্যাকওয়াটার ক্রুইজে না গেলে কেরালা ভ্রমণের অর্ধেক মজাই মাটি। সবুজ প্রকৃতি আর পাহাড়ি টিলায় সাজানো কেরালার অন্যতম সুন্দর সৈকত ভারকালা। ত্রিবান্দ্রমের সি ভি এন কালারিতে গিয়ে দেখতে পারেন মার্শাল আর্ট কালারিপায়াট্টুর কলাকৌশল।

৯৬. পুডুচেরি

বঙ্গোপসাগরের তীরে ঋষি অরবিন্দের স্মৃতিবিজড়িত পুডুচেরি। ফরাসিদের তৈরি শহর। এখানকার প্রধান আকর্ষণ অরবিন্দ আশ্রম। দেখে নিতে পারেন অরোভিল ও মাতৃমন্দির। শহরে দেখে নিন মনোরম সাগরবেলা। পুডুচেরির নতুন আকর্ষণ চুনাম্বার সৈকত।

৯৭. ইয়েরকাড হোগেনাক্কাল

তামিলনাড়ুর শেভারয় পাহাড়ের ওপর কমলালেবু ও মশলার বাগিচা নিয়ে ইয়েরকাড। নিকটবর্তী বড় শহর সালেম থেকে দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার। অন্য পথে সালেম থেকে হোগেনাক্কাল ১১৪ কিলোমিটার। কাবেরী নদীর ওপর হোগেনাক্কাল প্রপাত দেখতে হয় কেরাকল নৌকোয় চেপে।

৯৮. চেন্নাই-উটি-কোদাইকানাল

দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ে সুন্দর শৈলাবাস উধাগামণ্ডলম বা উটি। টয়ট্রেন, চা-বাগান ও টলটলে জলের হ্রদ নিয়ে ভারতের অন্যতম সেরা পর্যটনস্থল। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার গায়ে কোদাই লেককে ঘিরে শৈলশহর কোদাইকানাল।

৯৯. চেন্নাই-মহাবলীপুরম-কাঞ্চিপুরম

মহাবলীপুরমের খ্যাতি তার সৈকত মন্দিরের জন্য। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে মন্দিরগুলো তৈরি হয় পল্লবরাজাদের হাতে। দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে গড়া পাথর কুঁদে শিল্পকলা আজও আকর্ষণীয়। কাঞ্চিপুরমও মন্দিরনগরী। শাড়ি ও পোশাক শিল্পে কাঞ্চিপুরমের সুখ্যাতি আছে। পুডুচেরিতে দ্রষ্টব্য অরবিন্দ আশ্রম, মিউজিয়াম, বিচ, অরোভিল্লা, মুদালিয়ার কুপ্পাম-এ বোটিং।

১০০. কন্যাকুমারী-মাদুরাই-রামেশ্বরম-ত্রিচি

তিন সাগরের মিলনস্থানে ভারতের শেষ বিন্দু কন্যাকুমারী তীর্থভূমি। কন্যাকুমারী মন্দিরের অদূরে ফেরিঘাট থেকে লঞ্চ ছাড়ছে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল যাওয়ার জন্য। মাদুরাইয়ের জগত জোড়া খ্যাতি মীনাক্ষী মন্দিরের জন্য। মন্দিরময় দ্বীপভূমি রামেশ্বর। কাবেরী নদীর তীরে চোল রাজাদের প্রাচীন রাজধানী তিরুচিরাপল্লি, অধুনা ত্রিচি।

হলিডে হোম

গ্যাংটক

ক্যালকাটা ফরেস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব, অরণ্য ভবন, ব্লক-এল এ-১০এ, সেক্টর-৩, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৯৮ ☎২৩৩৫-২৩২০/৬৬৭২/৭৭৫১, ৯২৩৯২-৬৭৭৫১, ৯৮৩১৭-৬৮৫১৪
এম জি মার্গে অবস্থিত 'রিগওয়া ইন্টারন্যাশনাল'-এ হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারশয্যার দুটি ঘর। ঘরপ্রতি ভাড়া ৪০০ টাকা। যোগাযোগ— ভবানী চক্রবর্তী বা বিকাশ মিত্র বা তাপস পাল।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
সংস্থার মোট দুটি হলিডে হোম। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। প্রথমটি বালুয়াখনিতে সি পি ডব্লু ডি অফিসের বিপরীতে 'হোটেল মিধাবী'তে হলিডে হোমটি। মোট ৪টি ঘর। তিনশয্যার দুটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা এবং চারশয্যার দুটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩২০ টাকা। দ্বিতীয়টি টিবেট রোডে 'হোটেল দি ইম্পিরিয়াল'-এ। মোট চারটি ঘর। তিনশয্যার ২টি ঘরের ভাড়া যথাক্রমে ৪০০ ও ৩৫০ টাকা, চারশয্যার দুটি ঘরের ভাড়া যথাক্রমে ৪৫০ ও ৪০০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

সিমেন্স এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ৪৩, শান্তিপল্লি, রাসবিহারী ই এম বাইপাস কানেক্টর, কলকাতা-৪২ ☎২৪৪৪-৯০৩২/৯০০০/৯০৩০ (এক্সটেনশন-৯০৩২), ৯৭৪৮৪-৯৩৮৮৬
'হোটেল রিজেন্ট' ও 'হোটেল জালিভিউ' তে রয়েছে হলিডে হোম দুটি। ভাড়া ৩৫০-৪৫০ টাকা। যোগাযোগ-রজত চক্রবর্তী।

ঘাটশিলা

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
সংস্থার দুটি হলিডে হোম। প্রথমটি ঘাটশিলার সদর রাস্তায় 'অশ্বত্থ কুঞ্জ'তে। দ্বিশয্যার দুটি ঘর এবং তিনশয্যার চারটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ২০০ টাকা। অপরটি বিভূতিভূষণ স্মৃতি সংসদ, ফুলডুংরির কাছে 'অপরাজিতা'তে। পাঁচশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। চারশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ২২০ টাকা। প্রথমটিতে সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

ভারতের নানা জায়গায় যেসব সংস্থার হলিডে হোম আছে, তাঁরা হলিডে হোম সম্বন্ধে বিশদ তথ্য এই বিভাগে প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন। এই ঠিকানায়:
সম্পাদক, 'ভ্রমণ'
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯

দিঘা

স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানির অ্যান্ড জয়পুর স্টাফ হলিডে হোম, ১৪, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১ ☎২২৩০-১১৮৮/১১৮৯/৩৩৬৪/৩৬৭৭/২২১০-২৮৯০
এবং
৪, সিনাগগ স্ট্রিট (ব্র্যাবোর্ন রোড ব্রাঞ্চ), কলকাতা-১ ☎২২৪২-৬৪৫০/৬১৭০/০০১৫, ২২৩১-৭৭৬১, ৯৯০৩৯৯৮৬৬৮
নিউ দীঘায় ডি ভি সি হাউসের পাশে হোটেল 'প্রান্তিক'-এ হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারশয্যার ২টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। প্রতিটির ভাড়া ২০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ১৫ টাকা। যোগাযোগ— মিতেন্দ্র জোয়ারদার।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-১ ☎২২৪৮-৭৪৭১ (এক্সটেনশন: ৬১২), ৯৪৩৩১-১৪৬৮৩
ওল্ড দীঘায় ফরেস্ট বাংলো রোডে 'নিউ সুবাসিনী ভবন'-এ হলিডে হোমটি। তিনশয্যার ৪টি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ৩০ টাকা। যোগাযোগ—দীপক সান্যাল বা তপনকুমার ঘোষ।

ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস রিক্রিয়েশন ক্লাব, ৩, কয়লাঘাট রোড, রুম নম্বর-৬, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা-১ অথবা, সি এ ও/স্টোর্স সেকশন, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, তৃতীয়তল, ফেয়ারলি প্লেস, ইস্টার্ন রেলওয়ে, কলকাতা-১ ☎২২২২-৪২৯৯/৪৯৬২/৪৩৭৬/৪৯৬৪
নিউ দীঘায় 'স্বপ্নদীপ রেসিডেন্স'-এ হলিডে হোমটি। শিশু সহ মোট চারজনের শয়নোপযোগী মোট ৪টি ঘর। এর মধ্যে দুটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর আছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি ঘরের ভাড়া সপ্তাহান্তে ও ছুটির দিনে ভাড়া ৬০০ টাকা ও অন্যান্য দিনে ৫৫০ টাকা। অপর সাধারণ দুটি ঘরের ভাড়া সপ্তাহান্তে ও ছুটির দিনে ৩০০ টাকা ও অন্যান্য দিন ২৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ যথাক্রমে ৪০ ও ২০ টাকা। যোগাযোগ— অতীনকুমার দাস বা গৌতম দত্ত বা বাসুদেব সিকদার।

ঢাকুরিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব, ৬৮, তনুপুকর রোড কলকাতা-৩১ ☎২৪১৫-৮৫৭৫/৪০৫৫
পুরনো দিঘায় বাজারের কাছে 'আমন্ত্রণ লজ'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার মোট দুটি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ভাড়া ৩০০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— সম্পাদক।

দেওঘর

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
দেওঘরের বিহারীলাল চক্রবর্তী রোডে, ক্লক টাওয়ারের কাছে 'হোটেল মহাদেব প্যালেস'-এ হলিডে হোমটি। সংস্থার মোট তিনশয্যার তিনটি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ৩৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

পুরী

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
সংস্থার মোট দুনটি হলিডে হোম। প্রথমটি স্বর্গদ্বারে হরিদাস মঠ লেনে 'শুভসৌম্য'তে তিনশয্যার মোট ৭টি ঘর। বাথরুম সংলগ্ন একটি বাদে সবকটি ঘরেই রান্নার ব্যবস্থা আছে। ভাড়া যথাক্রমে ১টি ঘর ১৮০ টাকা, ১টি ঘর ২২০ টাকা এবং বাকি ৪টি ঘরের ২টির ভাড়া ৩২০ টাকা ও অন্য দুটির ভাড়া ২৮০ টাকা করে। অপর ঘরটির ভাড়া ৪০০ টাকা। দ্বিতীয় হলিডে হোমটি স্বর্গদ্বারের কাছে সতাসন রোডে 'হোটেল লর্ড'-এ। রান্নার ব্যবস্থা সহ বাথরুম সংলগ্ন মোট ২১টি ঘর। তিনশয্যার ২টি ঘরের ভাড়া ২৩০ টাকা। তিনশয্যার ১৫টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ২৫০ টাকা, চারশয্যার ৪টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩০০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস রিক্রিয়েশন ক্লাব, ৩, কয়লাঘাট রোড, রুম নম্বর-৬, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা-১ অথবা, সি এ ও/স্টোর্স সেকশন, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, তৃতীয়তল, ফেয়ারলি প্লেস, ইস্টার্ন রেলওয়ে, কলকাতা-১ ☎২২২২-৪২৯৯/৪৯৬২/৪৩৭৬/৪৯৬৪
স্বর্গদ্বারে মেরিন ড্রাইভ রোডে 'গোল্ডেন স্যান্ড হলিডেজ'-এ হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারশয্যার

৫টি ঘর। রান্নার ব্যবস্থা আছে। তিনটি ঘরের দৈনিক ভাড়া ৩৫০ টাকা এবং অপর দুটি ঘরের দৈনিক ভাড়া ৩০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অতীনকুমার দাস বা গৌতম দত্ত বা বাসুদেব সিকদার।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স ওয়েলফেয়ার কমিটি, যাদবপুর কলকাতা-৩২ ☎২৪৭৩-৪৯৭১ (এক্সটেনশন: ১১৩, ৭৫১, ২৬২)
নিউ সি হক হোটেলের পাশে 'শ্রী জগন্নাথ লজ'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন চারজনের শয়নোপযোগী ৯টি ঘর। ভাড়া ৪০০-৪৫০ টাকা। রান্নার ব্যবস্থা আছে। গ্যাস কানেকশন ভাড়ার সঙ্গে ধরা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণ দত্ত বা অমিতকুমার মজুমদার বা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্য হুগলি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রায়বাহাদুর এস সি মুখার্জি রোড, চকবাজার, হুগলি ☎২৬৮০-২৩৯৯/৭২০৮, ২৬৮০-০৬৮৪, ২৬৮৩-৩৩৭৭
নিউ মেরিন ড্রাইভ রোডে 'লক্ষ্মীজ্যোতি'তে হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন দ্বিশয্যার দুটি ঘর। রান্নার ব্যবস্থা আছে। প্রতিটির ভাড়া ২৫০ টাকা। যোগাযোগ— সম্পাদক।

ক্যালকাটা ফরেস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব, অরণ্য ভবন, ব্লক-এল এ-১০এ, সেক্টর-৩, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৯৮ ☎২৩৩৫-২৩২০/৬৬৭২/ ৭৭৫১

HOTEL LOTUS EYE PURI
Per Day @ 1250/- (3 Person)
নিউ মেরিন ড্রাইভ রোড,
Beside Light House
হাতের নাগালে সমুদ্র ও বিলাসবহুল ব্যবস্থাপনা, পুজোর আগেই ঘুরতে যাবার মহাপূজো।
Including Deluxe Room, Breakfast+Dinner With Stn. Pick up Free
প্যাকেজটি শুধুমাত্র আগস্ট থেকে ১৮ই অক্টোবর ২০১২ অবধি প্রযোজ্য।
✷ বুকিং শুরু, রবিবার খোলা ✷
• পুজোর ঘর বুকিংও চলছে •
AC Deluxe-1600/-, Non AC Deluxe-1050/-
Hurry Booking-033-40440089/97 :: 8017270143

সারস্বত গৌড়ীয় মঠের বিপরীতে সুধীর স্মৃতি ভবনে হলিডে হোমটি। চারশয্যার মোট পাঁচটি ঘর। তিনটি ঘরের ভাড়া ১৫০ টাকা ও দুটি ঘরের ভাড়া ২২৫ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা।

পেলিং

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারি স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড ১৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১ ☎২২১৩-৫৬১২, ৯৯০৩৮-০০৮৯১
মিডল পেলিংয়ে 'গোল্ডেন আইস'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার ২টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ঘরপ্রতি ভাড়া ৩০০ টাকা। যোগাযোগ— সরোজ চ্যাটার্জি।

সিমেন্স এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ৪৩, শান্তিপল্লি, রাসবিহারী ই এম বাইপাস কানেক্টর, কলকাতা-৪২ ☎২৪৪৪-৯০৩২/৯০০০/৯০৩০ (এক্সটেনশন-৯০৩২), ৯৭৪৮৪-৯৩৮৮৬
মিডল পেলিংয়ে 'হোটেল রিসর্ট স্ট্যালেট'-এ হলিডে হোমটি। মোট ছয়টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। যোগাযোগ— রজত চক্রবর্তী।

রাজগির

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ, ১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১ ☎২২৩০-৬৮৬৭/৬৮৬৮/২৭০১/২৭০২
বাঙালিপাড়ায় 'কেশব আশ্রম'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন চারশয্যার মোট চারটি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ১০০ টাকা। রান্নার বন্দোবস্ত আছে। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— মানস মজুমদার।

ইউকো এক্সচেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১ ☎২২৩০-৩৩৮৩—৮৬
প্রধান বাজারে পুলিশ স্টেশনের কাছে 'যুগলকুঞ্জ'তে হলিডে হোমটি। দোতলায় দুটি ঘর, ভাড়া ১৩০ ও ১৬০ টাকা। চারতলায় দুটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ১১০ টাকা। সবকটি ঘরই শিশু সহ তিনজনের শয়নোপযোগী। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ— কমল পাল বা অরুণ মুখার্জি।

সিমলা

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
সিমলার সদর বাসস্ট্যান্ডের কাছে 'রঞ্জন হোটেল'-এ হলিডে হোমটি। মোট ১১টি ঘর। ৬টি ঘর শিশু সহ তিনশয্যার, ৩টি ঘর শিশু সহ চারশয্যার ও ২টি ঘর শিশু সহ পাঁচশয্যার। ঘরপ্রতি ভাড়া যথাক্রমে ৪০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ৭০০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
দেইজি ব্যাঙ্ক এস্টেটে 'হোটেল মেহমান'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার মোট ৪টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৪৫০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

হরিদ্বার

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
সংস্থার মোট দুটি হলিডে হোম। একটি বিষ্ণুঘাটের কাছে 'হোটেল রাজ ডিলাক্স'-এ। মোট ৬টি ঘর। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। তিনশয্যার ৫টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪০০ টাকা, ছয়শয্যার ১টির ভাড়া ৫৫০ টাকা। দ্বিতীয় হলিডে হোমটি আপার রোডে মোতি বাজারের কাছে 'হোটেল মানসরোবর ইন্টারন্যাশনাল'-এ। মোট ৭টি ঘর। চারশয্যার ৪টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪০০ টাকা ও অপর ৩টি তিনশয্যা ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারি স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১ ☎২২১৩-৫৬১২, ৯৯০৩৮-০০৮৯১
হর-কি-পৌড়ির কাছে 'হোটেল মানসরোবর ইন্টারন্যাশনাল'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার ৩টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ঘরপ্রতি ভাড়া ২৮০ টাকা। যোগাযোগ— সরোজ চ্যাটার্জি।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১ ☎২২৩০-৬৮৬৭/৬৮৬৮/২৭০১/২৭০২
মনসমন্দির রোপওয়ে গেটের বিপরীতে 'হোটেল ময়ূর'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার মোট তিনটি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ১৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— রজতকুমার দাস।

ইউকো এক্সচেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১ ☎২২৩০-৩৩৮৩—৮৬
গুজরানওয়ালা ধর্মশালার পাশে বিড়লাঘাটে 'শিবশক্তি লজ'-এ হলিডে হোমটি। মোট ঘর ১৪টি। দ্বিশয্যার ৬টি ঘর, ভাড়া ২৫০ টাকা। তিনশয্যার ২টি ঘর, ভাড়া ৩০০ টাকা। চারশয্যার ২টি ঘর, ভাড়া ৪০০ টাকা। ছয়শয্যার ২টি ঘর, ভাড়া ৫৫০ টাকা এবং একশয্যার ২টি ঘরের ভাড়া ১৫০ টাকা। কোনও ফেরতযোগ্য জমা নেই। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— কমল পাল বা অরুণ মুখার্জি।

রেলের সময়সূচি

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
দিল্লি-কালকা মেল	১২৩১১	১৯-৪০	১২৩১২	৭-৫৫
অমৃতসর মেল	১৩০০৫	১৯-১০	১৩০০৬	৭-২০
মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ)	১২৩২১	২২-০০	১২৩২২	১১-৪৫
পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া, বারাণসী)	১২৩৮১	৮-২০	১২৩৮২	১৬-৪৫
(ছাড়ে: বুধ, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি)				
পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১২৩০৩	৮-১০	১২৩০৪	১৬-৪৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শুক্র, রবি)				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া)	১২৩০১	১৬-৫৫	১২৩০২	৯-৫৫
(ছাড়ে: রবিবার বাদে প্রতিদিন পৌঁছয়: শনিবার বাদে প্রতিদিন)				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১২৩০৫	১৪-০৫	১২৩০৬	১২-৪০
(ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: শনি)				
যোধপুর/বিকানির এক্সপ্রেস	১২৩০৭	২৩-৩০	১২৩০৮	৪-০০
শতাব্দী (বোকারো-রাঁচি) এক্সপ্রেস	১২০১৯	৬-০৫	১২০২০	২১-১০
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
জনশতাব্দী (পাটনা) এক্সপ্রেস	১২০২৩	১৪-০৫	১২০২৪	১৩-২৫
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩০১১	১৫-২৫	১৩০১২	১১-২৫
হিমগিরি (জম্মু-তাওয়াই) এক্সপ্রেস	১২৩৩১	২৩-৫৫	১২৩৩২	১১-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি)				
সরাইঘাট এক্সপ্রেস	১২৩৪৫	১৫-৫০	১২৩৪৬	৫-১০
দুন (দেরাদুন/কোটদ্বার) এক্সপ্রেস	১৩০০৯	২০-৩৫	১৩০১০	৬-৫৫
উপাসনা (দেরাদুন) এক্সপ্রেস	১২৩২৭	১৩-১০	১২৩২৮	৩-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র)				
কুম্ভ (হরিদ্বার) এক্সপ্রেস	১২৩৬৯	১৩-১০	১২৩৭০	৩-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্রবার বাদে প্রতিদিন; পৌঁছয়: শুক্র, সোমবার বাদে প্রতিদিন)				
উদয়ন আভা তুফান এক্সপ্রেস (শ্রীগঙ্গানগর)	১৩০০৭	৯-৩৫	১৩০০৮	১৯-২০
অমৃতসর এক্সপ্রেস	১৩০৪৯	১৪-০০	১৩০৫০	১৫-৪৫
বাঘ (কাঠগোদাম) এক্সপ্রেস	১৩০১৯	২১-৪৫	১৩০২০	১২-৪০
মিথিলা (রক্সৌল) এক্সপ্রেস	১৩০২১	১৫-৪৫	১৩০২২	৪-০০
কামরূপ (ডিব্রুগড়) এক্সপ্রেস	১৫৯৫৯	১৭-৩৫	১৫৯৬০	৫-৩৫
ব্ল্যাক ডায়মন্ড (ধানবাদ) এক্সপ্রেস	১৩৩১৭	৬-১৫	১৩৩১৮	২১-২৫
হুল এক্সপ্রেস (সিউড়ি)	১৩০৫১	৬-৪৫	১৩০৫২	১৮-২৫
সিউড়ি এক্সপ্রেস (ভায়া প্রান্তিক)	১৩০৫৩	৮-৩৫	১৩০৫৪	২২-৪০
কোলফিল্ড (ধানবাদ) এক্সপ্রেস	১২৩৩৯	১৭-২০	১২৩৪০	১০-২৫
অগ্নিবীণা (আসানসোল) এক্সপ্রেস	১২৩৪১	১৮-২০	১২৩৪২	৮-৪৫
দানাপুর এক্সপ্রেস	১২৩৫১	২০-৩৫	১২৩৫২	৬-৩৫
শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস	১২৩৩৭	১০-১০	১২৩৩৮	১৫-৪০
কবিগুরু (বোলপুর) এক্সপ্রেস (ভায়া ব্যান্ডেল)	১৩০১৫	১০-৪৫	১৩০১৬	১৭-১৫
শহিদ (রামপুরহাট) এক্সপ্রেস	১২৩৪৭	১২-০০	১২৩৪৮	২০-১৫
গণদেবতা (আজিমগঞ্জ) এক্সপ্রেস	১৩০১৭	৬-০৫	১৩০১৮	২১-৪৫
ভূপাল এক্সপ্রেস (ছাড়ে: সোম; পৌঁছয়: বৃহঃ)	১৩০২৫	১৩-২৫	১৩০২৬	১৫-০০
বিভূতি (এলাহাবাদ) এক্সপ্রেস	১২৩৩৩	২০-০০	১২৩৩৪	৭-৩০
চম্বল (গোয়ালিয়র) এক্সপ্রেস	১২১৭৫	১৭-৪৫	১২১৭৬	৬-৪৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুধ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
শিপ্রা (ইন্দোর) এক্সপ্রেস	১৯৩০৬	১৭-৪৫	১৯৩০৫	৬-৪৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শনি)				
চম্বল (মথুরা) এক্সপ্রেস	১২১৭৭	১৭-৪৫	১২১৭৮	৬-৪৫
(ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল)				
শক্তিপুঞ্জ (জব্বলপুর) এক্সপ্রেস	১১৪৪৮	১৪-৩৫	১১৪৪৭	৪-১৫
রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া আসানসোল)	১৮৬২৭	১৪-২৫	১৮৬২৮	১৩-৫০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবি, সোম, মঙ্গল)				
কবিগুরু (আজিমগঞ্জ) এক্সপ্রেস	১৩০২৭	২২-৪০	১৩০২৮	১৩-৫৫
জয়সলমির এক্সপ্রেস	১২৩৭১	৮-২০	১২৩৭২	১৬-৩০
(ছাড়ে: সোম; পৌঁছয়: শুক্র)				
ধানবাদ এ সি দ্বিতল এক্সপ্রেস	১২৩৮৫	৮-৩০	১২৩৮৬	২২-৪০
ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবিবার বাদে				
গর্ভ (গান্ধিধাম) এক্সপ্রেস	১২৯৩৮	২৩-০০	১২৯৩৭	১৩-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম)				
মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩৪৬৫	১৫-১৫	১৩৪৬৬	১২-৫০
(ভায়া আজিমগঞ্জ) (রবি বাদে)				
নতুন দিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৭৩	১৩-০০	১২২৭৪	৬-০০
(ছাড়ে সোম, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, রবি)				
নতুন দিল্লি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১২৩২৩	১৮-৪৫	১২৩২৪	৬-০০
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র)				
গয়া এক্সপ্রেস (ভায়া রামপুরহাট)	১৩০২৩	১৯-৫০	১৩০২৪	৩-৪০
দ্বারভাঙা এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শনি)	১৫২৩৫	১১-০৫	১৫২৩৬	৩-০০
যুব (নতুন দিল্লি) এক্সপ্রেস	১২২৪৯	১৭-১০	১২২৫০	১০-৪০
(ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: সোম)				
জামালপুর এক্সপ্রেস	১৩০৭১	২১-৩৫	১৩০৭২	৫-৩০

শিয়ালদা	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস	১২৩২৯	১৩-১০	১২৩৩০	১৭-২৫
(সাপ্তাহিক) (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহঃ)				
রাজধানী এক্সপ্রেস	১২৩১৩	১৬-৫০	১২৩১৪	১০-১৫
দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৫৯	১৮-৪০	১২২৬০	১২-২৫
(ছাড়ে: সোম, বুধ, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি)				
পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস	২২২০১	২০-০০	২২২০২	৪-০০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস	১৩১৪১	১৩-৪০	১৩১৪২	৪-৩৫
দার্জিলিং মেল	১২৩৪৩	২২-০৫	১২৩৪৪	৬-০০
কাঞ্চনজঙ্ঘা (গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস	১৫৬৫৭	৬-৩৫	১৫৬৫৮	১৯-২৫
গৌড় এক্সপ্রেস	১৩১৫৩	২২-১৫	১৩১৫৪	৫-২০
উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস	১৩১৪৭	১৯-৩৫	১৩১৪৮	৫-১০
অমৃতসর অকাল তখত এক্সপ্রেস	১২৩১৭	৭-৪০	১২৩১৮	১৫-১০
(ছাড়ে: বুধ, রবি; পৌঁছয়: শনি, বুধ)				
মা তারা এক্সপ্রেস (রবি বাদে)	১৩১৮৭	৭-২৫	১৩১৮৮	১৮-৪৫
কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস	১৩১৪৯	২০-৩০	১৩১৫০	৮-১৫
হাটে-বাজারে এক্সপ্রেস	১৩১৬৩	২০-১০	১৩১৬৪	৭-১৫
বারাণসী এক্সপ্রেস	১৩১৩৩	২১-১৫	১৩১৩৪	১০-৫৫
ভাগীরথী (লালগোলা) এক্সপ্রেস	১৩১০৩	১৮-২৫	১৩১০৪	১০-২৫
জালিয়ানওয়ালাবাগ (অমৃতসর) এক্সপ্রেস	১২৩৭৯	১৩-১০	১২৩৮০	১৭-২৫
(ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম)				
পদাতিক এক্সপ্রেস	১২৩৭৭	২২-৫৫	১২৩৭৮	৬-৪৫
রামপুরহাট এক্সপ্রেস	১৩১১৫	১২-৫৫	১৩১১৬	১৪-২০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
গঙ্গাসাগর (জয়নগর) এক্সপ্রেস	১৩১৮৫	১৫-৪০	১৩১৮৬	৬-৫৫
অনন্যা (উদয়পুর) এক্সপ্রেস	১২৩১৫	১৩-১০	১২৩১৬	১৫-১০
(ছাড়ে: বৃহঃ পৌঁছয়: মঙ্গল)				
আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩৫০৩	১৬-৪০	১৩৫০৪	১০-৪৫
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
বালিয়া এক্সপ্রেস	১৩১০৫	১৩-২৫	১৩১০৬	৩-৩৫
আজমির এক্সপ্রেস	১২৯৮৭	২৩-২০	১২৯৮৮	১৫-৫৫

কলকাতা	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
হাজারদুয়ারি (লালগোলা) এক্সপ্রেস	১৩১১৩	৬-৫০	১৩১১৪	২১-২৫
জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস	১৩১৫১	১১-৪৫	১৩১৫২	১৫-৫০

হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১২৩৬৩	৯-০৫	১২৩৬৪	১৯-৪০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
তেভাগা (বালুরঘাট) এক্সপ্রেস	১৩১৬১	১২-৫৫	১৩১৬২	১৪-২৫
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল, বৃহঃ, শনি)				
গুরুমুখী (নাঙ্গাল ড্যাম) এক্সপ্রেস	১২৩২৫	০৭-৪০	১২৩২৬	১৫-১৫
(ছাড়ে: বৃহঃ পৌঁছয়: রবি)				
পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস	১৫০৪৭	১৪-৩০	১৫০৪৮	৪-২৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: সোম, মঙ্গল, বুধ, শনি)				
লালকেল্লা এক্সপ্রেস	১৩১১১	২০-১৫	১৩১১২	৭-৩০
মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস	১৩১৫৫	২০-৫৫	১৩১৫৬	৩-৪৫
(ছাড়ে: রবি, বৃহঃ; পৌঁছয়: মঙ্গল, শনি)				
রাধিকাপুর এক্সপ্রেস	১৩১৪৫	১৯-৩০	১৩১৪৬	৫-৩৫
পাটনা গরিবরথ এক্সপ্রেস	১২৩৫৯	২০-০০	১২৩৬০	৫-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শনি)				
যোগবাণী এক্সপ্রেস	১৩১৫৯	২০-৫৫	১৩১৬০	৩-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
অমৃতসর সুপার এক্সপ্রেস	১২৩৫৭	১২-৩০	১২৩৫৮	১১-০৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শনি পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র)				
গুয়াহাটি গরিবরথ	১২৫১৭	২১-৪০	১২৫১৮	১৫-০০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				
আজমির এক্সপ্রেস (ভায়া ভূপাল)	১৯৬০৫	১৩-১০	১৯৬০৬	১৫-১৫
(ছাড়ে: শনি; পৌঁছয়: শুক্র)				
আজমির এক্সপ্রেস (ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: বুধ)	১৯৬০৭	১১-২৫	১৯৬০৮	১৭-০০
আগ্রা এক্সপ্রেস (ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: শুক্র)	১২৩১৯	১৩-১০	১২৩২০	১৭-২০
প্রতাপ (বিকানির) এক্সপ্রেস	১২৪৯৬	২২-৪৫	১২৪৯৫	১৩-১৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র)				
প্রথম স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম এক্সপ্রেস (ঝাঁসি)	১১১০৫	৭-২৫	১১১০৬	২১-৪৫
(ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: শনি)				
মৈথিলী (দ্বারভাঙা) এক্সপ্রেস	১৫২৩৩	১০-৪০	১৫২৩৪	৩-১০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বৃহস্পতি)				
ত্রিহুত এক্সপ্রেস (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহস্পতি)	১৩১৫৭	২০-৫৫	১৩১৫৮	৩-৪৫
ধনধান্যে (বহরমপুর) এক্সপ্রেস	১৩১১৭	২০-৩০	১৩১১৮	১১-৩৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
গোরখপুর এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র)	১৫০৫১	১৪-৩০	১৫০৫২	৪-২৫
গোরখপুর এক্সপ্রেস	১৫০৪৯	১৪-৩০	১৫০৫০	৪-২৫
(ছাড়ে: বুধ, রবি; পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া/সাঁতরাগাছি	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
চেন্নাই মেল	১২৮৩৯	২৩-৪৫	১২৮৪০	৪-১০
মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর)	১২৮১০	২০-১৫	১২৮০৯	৫-৫০
গীতাঞ্জলি (মুম্বই) এক্সপ্রেস	১২৮৬০	১৩-৫০	১২৮৫৯	১২-৩০
জনশতাব্দী (বরবিল) এক্সপ্রেস	১২০২১	৬-২০	১২০২২	২০-৫০
জ্ঞানেশ্বরী সুপার ডিলাক্স এক্সপ্রেস	১২১০২	২২-৫৫	১২১০১	৩-৩৫
(ছাড়ে: সোম, বুধ, বৃহ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, বৃহঃ, রবি, সোম)				
আমেদাবাদ এক্সপ্রেস	১২৮৩৪	২৩-৫৫	১২৮৩৩	১৩-৩০
লোকমান্য তিলক সমর্সতা এক্সপ্রেস	১২১৫২	২১-১৫	১২১৫১	৮-২৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র, শনি)				
করমণ্ডল এক্সপ্রেস	১২৮৪১	১৪-৫০	১২৮৪২	১১-৫০
ফলকনামা (সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	১২৭০৩	৭-২৫	১২৭০৪	১৭-৪৫
টাটা স্টিল এক্সপ্রেস	১২৮১৩	১৭-৩০	১২৮১৪	১০-২০
ইস্পাত (টিটলাগড়) এক্সপ্রেস	১২৮৭১	৬-৫৫	১২৮৭২	১৮-৪৫
সম্বলপুর-কোরাপুট এক্সপ্রেস	১৮০০৫	২১-৩৫	১৮০০৬	৬-২৫
রাঁচি হাতিয়া এক্সপ্রেস	১৮৬১৫	২২-২০	১৮৬১৬	৬-৩৫
পুরী এক্সপ্রেস	১২৮৩৭	২২-৩৫	১২৮৩৮	৪-৫০
শ্রীজগন্নাথ (পুরী) এক্সপ্রেস	১৮৪০৯	১৯-০০	১৮৪১০	৮-১০
ধৌলি (পুরী) এক্সপ্রেস	১২৮২১	৬-০০	১২৮২২	২০-১৫
পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস (বুধবার বাদে প্রতিদিন)	১২২৭৭	১৪-২৫	১২২৭৮	১৩-৪৫
জনশতাব্দী (ভুবনেশ্বর) এক্সপ্রেস	১২০৭৩	১৩-২৫	১২০৭৪	১২-৪০
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
ইস্ট কোস্ট (হায়দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	১৮৬৪৫	১১-৪৫	১৮৬৪৬	১৬-১০
মহীশূর এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল)	২২৮১৭	১৬-১০	২২৮১৮	১৪-৫০
পুরুলিয়া এক্সপ্রেস	১২৮২৭	১৬-৫০	১২৮২৮	১১-২০
পুনে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস	১২১৩০	২১-৫৫	১২১২৯	৩-৫০
পুনে দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২২২	৮-২০	১২২২১	১৯-৪০
(ছাড়ে: বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, রবি)				
সাঁতরাগাছি-তিরুপতি এক্সপ্রেস	২২৮৫৫	১৬-০৫	২২৮৫৬	২২-১০
(ছাড়ে: রবি পৌঁছয়: মঙ্গল)				
সাঁতরাগাছি-ম্যাঙ্গালোর বিবেক এক্সপ্রেস	২২৮৫১	১৬-০৫	২২৮৫২	১৭-৫০
(ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: সোম)				
সাঁতরাগাছি-নানদেদ এক্সপ্রেস	১২৭৬৮	১৪-৫০	১২৭৬৭	১৯-১৫
(ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: মঙ্গল)				
সাঁতরাগাছি পোরবন্দর কবিগুরু এক্সপ্রেস	১২৯৫০	২১-২৫	১২৯৪৯	৮-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবি)				
তিরুচিরাপল্লি দ্বি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস	১২৬৬৩	১৬-১০	১২৬৬৪	৩-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				
কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম)	১২৬৬৫	১৬-১০	১২৬৬৬	৩-২০
পুরুলিয়া রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস	১২৮৮৩	৬-০০	১২৮৮৪	২১-১৫
ওখা এক্সপ্রেস	১২৯০৬	২২-৫৫	১২৯০৫	৩-৩৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র, শনি)				
যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস (ভায়া তিরুপতি)	১২৮৬৩	২০-৩৫	১২৮৬৪	৬-১০
যশোবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৪৫	১১-০০	১২২৪৬	১৬-০০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি, রবি; পৌঁছয়: সোম, মঙ্গল, বৃহঃ, শুক্র, রবি)				
মুম্বই দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৬২	৮-২০	১২২৬১	১৯-৪০
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, বুধ, বৃহঃ, শুক্র)				
দিঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২৮৪৭	১১-১৫	১২৮৪৮	১৮-৩৫
কাণ্ডারী এক্সপ্রেস	১৮০০১	১৪-১৫	১৮০০২	২১-৫০
তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস	১২৮৫৭	৬-৪০	১২৮৫৮	১৩-৫০
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্রবার)	১২৮৯৫	২০-৫৫	১২৮৯৬	৭-০৫
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোমবার)	১২৮৮৭	২০-৫৫	১২৮৮৮	৭-০৫
মুম্বই এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম)	১২৮৭০	১৪-৩৫	১২৮৬৯	১৯-৩০
অমরাবতী এক্সপ্রেস	১৮০৪৭	২৩-৩০	১৮০৪৮	২২-২৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র, শনি)				
সাইনগর সিরডি এক্সপ্রেস	১২৫৭৪	১৪-৩৫	১২৫৭৩	১৯-৩০
(ছাড়ে: বৃহঃ; পৌঁছয়: রবি)				
পুদুচেরি এক্সপ্রেস (ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: বৃহঃ)	১২৮৬৭	২৩-৩০	১২৮৬৮	২২-২৫
রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া টাটা)	১৮৬১৭	১৫-০৫	১৮৬১৮	১৪-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, শুক্র, শনি)				
পুরী গরিবরথ (ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল, বৃহঃ)	১২৮৮১	২০-৫৫	১২৮৮২	৭-০৫
প্রশান্তি নিলয়ম এক্সপ্রেস	১২৫৭১	১৫-৫০	১২৫৭২	১৪-৫০
(ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: শনি)				

শালিমার	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
সিমলিপাল এক্সপ্রেস	১৮০০৭	১৮-৩৫	১৮০০৮	৯-২০
(ছাড়ে: শনি, সোম, মঙ্গল; পৌঁছয়: রবি, মঙ্গল, বুধ)				
লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস	১৮০৩০	১৫-০০	১৮০২৯	১২-১৫
গুরুদেব (নাগেরকয়েল) এক্সপ্রেস	১২৬৬০	২৩-০০	১২৬৫৯	১৩-৫০
(ছাড়ে: বুধ পৌঁছয়: মঙ্গল)				
তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেস	১৬৩২৪	২২-৪৫	১৬৩২৩	১৩-৫০
(ছাড়ে: মঙ্গল, রবি; পৌঁছয়: সোম, শনি)				
বিশাখাপত্তনম এক্সপ্রেস	২২৮৫৩	১৮-১৫	২২৮৫৪	৩-৩০
(ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহঃ)				
রাজ্যরানি (বাঁকুড়া) এক্সপ্রেস	২২৮৬১	৬-৪০	২২৮৬২	১৮-০০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, শুক্র, শনি)				
আরণ্যক (ভোজুডিহি) এক্সপ্রেস (রবি বাদে)	১২৮৮৫	৭-৪৫	১২৮৮৬	১৯-০০
ভোজপুরি (গোরখপুর) এক্সপ্রেস	১৫০২১	২০-২৫	১৫০২২	১০-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল)				
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: বুধবার)	২২৮৩৫	২১-০০	২২৮৩৬	৭-২০
উদয়পুর এক্সপ্রেস (ভায়া পেন্ড্রা রোড)	১৯৬৫৯	২০-২৫	১৯৬৬০	১০-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবিবার)				
পাটনা দুরন্ত এক্সপ্রেস	২২২১৩	২২-০৫	২২২১৪	৫-৪০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস	২২৮৪৯	১২-২০	২২৮৫০	৯-০৫
(ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোমবার)				

আন্তর্জাতিক ট্রেন (কলকাতা টার্মিনাল থেকে)	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
মৈত্রী এক্সপ্রেস (ছাড়ে: মঙ্গল)	১৩১০৯	৭-১০		
মৈত্রী এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শনি)	১৩১০৮	৭-১০		

রেলের যাবতীয় অনুসন্ধান: ১৩৯। দক্ষিণ-পূর্বরেলের অনুসন্ধান: ২৬৩৮-২২১৭, ২৬৩৭-৭২৯১/৭১৯৬/৭৩৪৮। পূর্বরেলের অনুসন্ধান: ১৩১০। শিয়ালদা অনুসন্ধান: ২৩৫০-৩৫৩৫/৩৫৩৭। হাওড়া অনুসন্ধান: ২৬৩৮-২৫৮১। শালিমার: ২৬৬৮-১১২১

ওয়েবসাইটে রেলের রিজার্ভেশন: ***www.irctc.co.in***

বনের পাতা

হগডিয়ার

তথ্য ও মূর্তি: অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীর ধারের বিস্তৃত ঘাসজমি আর হালকা ঝোপঝাড়ে ভরা জলাজমি হল হগডিয়ারের বাসস্থান। পশ্চিমে পাকিস্তান থেকে পূর্বে মায়ানমার আর উত্তরে দক্ষিণ-পশ্চিম চিন থেকে দক্ষিণে ইন্দোচিন পর্যন্ত হগডিয়ারের দেখা মেলে। মজবুত, লম্বাটে গড়নের শরীরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট চারটি পা আর বিপদের আভাস পেলে লেজ উঁচিয়ে, মাথাটা নিচু করে সামনের দিকে এগিয়ে খানিকটা শুয়োরের মতো দৌড়য় বলে এদের এমন নামকরণ হয়েছে। খুব ভোরে আর শেষ বিকেলে এরা সাধারণত সক্রিয় থাকে। তবে যেসব জায়গায় মানুষের কার্যকলাপ বেশি সেখানে হগডিয়ার প্রধানত নিশাচর। তবে নিরুপদ্রব অঞ্চলে প্রায় সারাদিনই সক্রিয় থাকে। নিকটাত্মীয় চিতল হরিণের মতো দলবদ্ধ থাকার পরিবর্তে এরা একাকী জীবন কাটায়। প্রজনন ঋতু আর খোলা জমিতে খাওয়ার সময় দলবদ্ধ অবস্থায় দেখা গেলেও তা অস্থায়ী।

বাঘ, লেপার্ড, এশীয় বন্য কুকুর আর ময়াল সাপ ছাড়া হগডিয়ারের প্রাকৃতিক শত্রু তেমন একটা নেই। দলবদ্ধ না থাকার জন্য এদের শিকার করা তুলনামূলকভাবে সহজ। ফলে মানুষের হাতে যথেচ্ছ শিকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক জায়গাতেই এদের সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে কমিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তান, চিন, ভারত, নেপাল, ভুটান আর বাংলাদেশে কৃষিজমির ব্যাপক প্রসার আর বিভিন্নরকম বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের ফলে নদী-তীরবর্তী ঘাসজমি অর্থাৎ বাসস্থান ধ্বংসের ফলে হগডিয়ারের সংখ্যা গত কয়েক দশকে পঞ্চাশ শতাংশের কাছাকাছি কমে গিয়েছে। আদি প্রাকৃতিক বাসভূমিতে বিলুপ্তির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকলেও শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া প্রবাসী হগডিয়াররা বেশ মানিয়ে নিয়েছে।

কাঁধের উচ্চতা: ৬১-৭১ সেন্টিমিটার।
ওজন: ৩০-৫০ কিলোগ্রাম।
খাদ্য: ঘাস, পাতা, ফল।

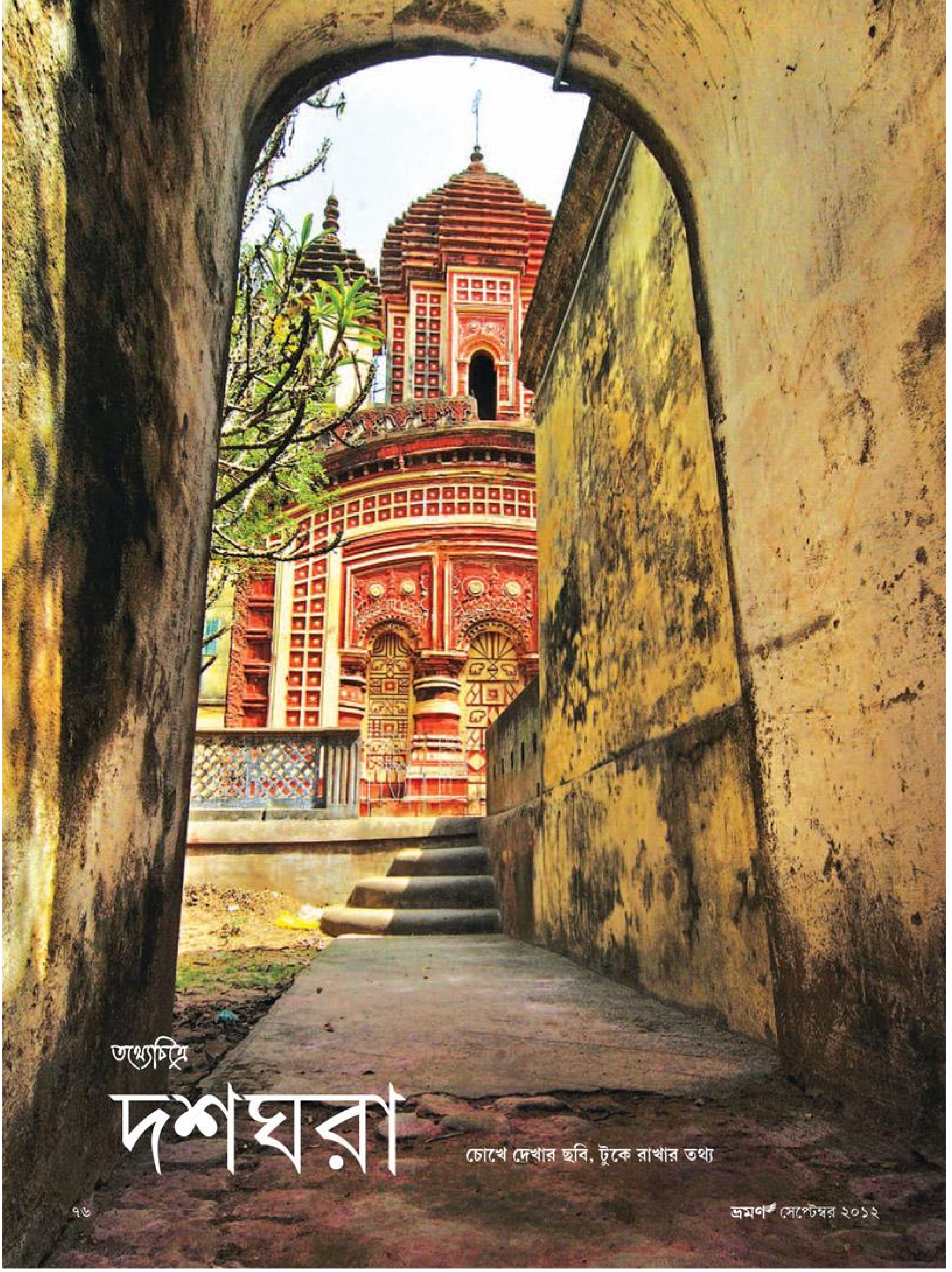

তথ্যেচিত্রে

দশঘরা

চোখে দেখার ছবি, টুকে রাখার তথ্য

হুগলি জেলার ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত বিখ্যাত গ্রাম দশঘরা। তারকেশ্বর রেলস্টেশন থেকে দূরত্ব ১২ কিলোমিটার। অতীতে বারোদুয়ারি রাজার রাজধানী ছিল দশঘরা। শ্রীকৃষ্ণপুর, জাড়গ্রাম, দিঘরা, আগলাপুর, শ্রীরামপুর, ইছাপুর, গোপীনগর, গঙ্গেশনগর, পাড়াম্বো ও নলথোবা নামের দশখানি গ্রাম নিয়ে গঠিত হওয়ায় রাজধানীর নাম হয় দশঘরা।

দশঘরার পুরাকীর্তির নিদর্শনগুলি ছড়িয়ে আছে মূলত বিশ্বাসপাড়া ও রায়পাড়ায়। বিশ্বাসপাড়ার বিশালাক্ষী পুষ্করিণীর ধারে বিশ্বাস পরিবারের প্রথাগত আটচালা শিবমন্দির, চারচালা দোলমঞ্চ, আটকোণা রাসমঞ্চ, দুর্গাদালান, নহবতখানা, বৈঠকখানা ও কাছারিবাড়ি। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগেই এগুলি নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

দুর্গাদালানের পাশেই বিশ্বাসদের কুলদেবতা শ্রীশ্রী রাধাগোপীনাথ জীউর কারুকার্যখচিত গোপীনাথের বিখ্যাত পঞ্চরত্ন মন্দিরের অবস্থান। চালা মন্দির স্থাপত্যরীতির সঙ্গে শিখররীতির মিশ্রণে উদ্ভব হয়েছে 'রত্ন' মন্দিরশৈলীর। রত্ন কথাটির অর্থ চূড়া। অর্থাৎ পাঁচটি চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরকেই বলা হয় পঞ্চরত্ন মন্দির। পাঁচটি চূড়ার মধ্যে মাঝের চূড়াটি অপর চারটির তুলনায় বড়।

১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে সদানন্দ বিশ্বাস মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে শ্রী পৃথ্বীশচন্দ্র বিশ্বাস মন্দিরের প্রাচীনত্বকে সম্পূর্ণ বজায় রেখে মন্দিরটির সংস্কার করেন। গোপীনাথ মন্দিরের টেরাকোটায় মূলত স্থান পেয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন দৃশ্য, বাদ্যবাদকের দল, মৈথুনরত নরনারী, পাখির বাচ্চা খাওয়ানোর দৃশ্য, সমসাময়িক সমাজজীবনের নানান ছবি। গোপীনাথ মন্দিরের টেরাকোটার অলংকরণ এককথায় অনবদ্য। তবে একটি দেওয়াল ছাড়া, আর কোনও দেওয়ালেই টেরাকোটার কাজ আজ আর অবশিষ্ট নেই। গোপীনাথ মন্দিরের সামনে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত একটি চারদিক খোলা খিলানযুক্ত মণ্ডপ আছে।

বিশ্বাসপাড়ার মতো না হলেও রায়পাড়াতেও বেশ কিছু পুরাকীর্তির নিদর্শন আছে। বিপিনকৃষ্ণ রায়ের উদ্যোগেই এই সমস্ত পুরাকীর্তি নির্মিত হয়েছিল। বিপিনকৃষ্ণ রায় ছিলেন কলকাতা বন্দরের স্টিভেডর। ক্লকটাওয়ার সহ সুবিশাল প্রবেশপথ, দাতব্য চিকিৎসালয়, ঘড়ি মিনার, শিবমন্দির ইত্যাদি নির্মাণ করে দশঘরা গ্রামটিকে তিনি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে নির্মিত শিবমন্দিরটি স্থাপত্যের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে শিবমন্দিরটির সংস্কারের কাজ চলছে।

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে দশঘরার দূরত্ব ৭০ কিলোমিটার। হাওড়া থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার অনেক লোকাল ট্রেন আছে। সি এস টি সি-র আরামবাগের বাসও যাচ্ছে শহিদ মিনার থেকে তারকেশ্বর হয়ে। রেলস্টেশনের বিপরীতের বাসস্ট্যান্ড থেকে ২৩ নম্বর বাসে বা ফিডারমোড়-ধনিয়াখালি যাওয়ার ট্রেকারে আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায়

বাজারপাড়া। বাজারপাড়া থেকে ভ্যানরিকশায় বা হেঁটে দেখে নেওয়া যায় বিশ্বাসপাড়া ও রায়পাড়ার পুরাকীর্তির অপূর্ব নিদর্শগুলি।

কোথায় থাকবেন

দশঘরাতে থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই। থাকতে হবে তারকেশ্বরে। তারকেশ্বরে থাকার জন্য রয়েছে **তারকেশ্বর মিউনিসিপ্যাল গেস্টহাউস, ডব্লু বি টি ডি সি-র তারকেশ্বর ট্যুরিস্ট লজ, কানোরিয়া অতিথিভবন, পান্ডা ঠাকুরদের বাড়ি ও ধরমশালা।**

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের ট্যুরিস্ট লজের বুকিংয়ের ঠিকানা:

ট্যুরিজম সেন্টার
৩/২, বি বা দি বাগ (পূর্ব)
কলকাতা-৭০০ ০০১
☎৪৪০১-২৬৫৯/২৬৬০-৬২/২৬৬৫
অনলাইন বুকিং করতে চাইলে ওয়েবসাইট:
www.westbengaltourism.gov.in

তথ্য ও চিত্র: শীর্ষেন্দু গায়েন

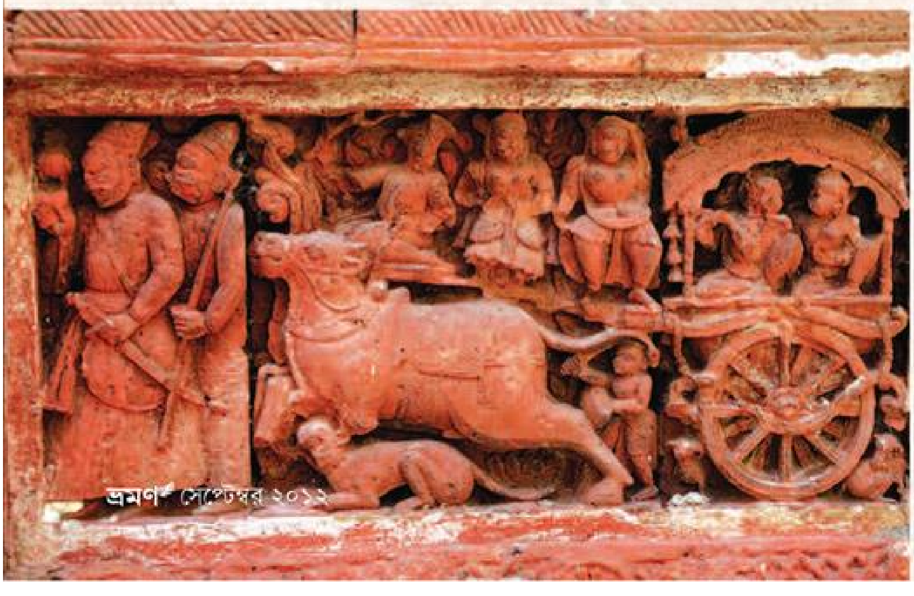

নেটবই

সেজে উঠবে গাজলডোবা

গাজলডোবায় ছবি: অমিত ঠাকুরতা

গাজলডোবার একদিকে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল। অন্য দু-দিকে তিস্তা ব্যারেজ ও তিস্তা খাল। ব্যারাজের ধার থেকে পাহাড়শ্রেণী দৃশ্যমান। শিলিগুড়ি থেকে আসতে সময় লাগে মিনিট চল্লিশ। এখানেই সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে আধুনিক পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা হয়েছে বলে রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর। ২০৭ একর জমিতে গড়ে তোলা হবে এই পর্যটনকেন্দ্র। তৈরি হবে গলফ কোর্স, আয়ুর্বেদিক স্পা, বটানিক্যাল গার্ডেন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। থাকবে বিনোদনের অন্যান্য ব্যবস্থাও। ১৮ একরের একটি জলাশয়কে ঘিরে গড়ে উঠবে লেক রিসর্ট ও সুউচ্চ টাওয়ার রেস্তোরাঁ। শীতকালে গাজলডোবায় পরিযায়ী পাখিদের সমাগম হয়। পাখি দেখতে আগ্রহীদের জন্য ওয়াচটাওয়ারও গড়া হবে। পরিবেশবান্ধব পর্যটনকেন্দ্র হিসেবেই এই এলাকাকে গড়ে তোলা হবে বলে জানা গিয়েছে। চলতি বছরেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। আশা করা যায়, বছরখানেকের মধ্যেই নবরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে গাজলডোবা।

১১ সেপ্টেম্বর ত্রিচুরে মোহিনীআটাম নর্তকীরা ছবি: পি টি আই

পুজোর আগে চালু হচ্ছে ৬টি বন রিসর্ট

এবার পুজোয় জঙ্গল ভ্রমণে আগ্রহীরা থাকতে পারবেন ঝাড়গ্রামের কলাবনির জঙ্গলে রাজ্য সরকারের নবনির্মিত রিসর্টে। লোধাশুলি-ঝাড়গ্রাম ৯ নম্বর রাজ্য সড়কের পাশে বাঁদরভুলায় পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন সংস্থা তৈরি করেছে ৬টি রিসর্ট। শাল জঙ্গলের ভেতর এই রিসর্টগুলিতে পুজোর সময়ে বেড়াতে আসা পর্যটকদের স্থানীয় লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করানোর উদ্যোগও নিচ্ছে রাজ্য পর্যটন দপ্তর। দপ্তর সূত্রে খবর, সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে রিসর্টগুলির নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। অক্টোবরেই উদ্বোধনের ব্যবস্থা করে বুকিং শুরু করার পরিকল্পনাও রয়েছে রাজ্য পর্যটনের। ঝাড়গ্রাম ডি এফ ও অফিসে বুক করা যাবে। তবে ভাড়া কত হবে তা এখনও স্থির হয়নি।

বেলুনে কলকাতা

বেলুনে চড়ে ৪০০ ফুট উচ্চতা থেকে পাখির চোখে শহর দেখার ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে কলকাতায়। দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরে হট এয়ার বেলুন ওড়ানোর পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এখবর জানিয়ে বলেন, এই পরিষেবা দিতে আগ্রহী ও দক্ষ সংস্থার কাছ থেকে দরপত্র চেয়ে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে বছর কয়েকের মধ্যেই রাজস্থানের জয়পুর, কাশ্মীরের শ্রীনগর বা উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালের মতো কলকাতাতেও বেলুনে চড়ে আকাশ থেকে শহর দর্শনের সুযোগ মিলবে। মন্ত্রী জানান, সপ্তাহে সাতদিনই সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই বেলুন সফর করা যাবে। খরচ জনপ্রতি ১০০ টাকার মধ্যে রাখতে চায় সরকার। সঙ্গের ছবিটি শ্রীনগরের।

২৮ বছর পর আফ্রিকান বাঁদরদের নতুন এক প্রজাতি খুঁজে পেলেন গবেষকরা। স্থানীয় নাম লেসুলা (ডান দিকের ছবি)। আউল-ফেসড মাঙ্কির (বাঁ দিকের ছবি) সঙ্গে মিল থাকলেও নয়া প্রজাতির রং একেবারে আলাদা। বিজ্ঞান-পত্রিকা পাবলিক লাইব্রেরি অব সায়েন্স ছবি দুটি প্রকাশ করেছে।

পাকিস্তান ভ্রমণ সহজ হল

অবশেষে স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনা। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর ঐতিহাসিক নিদর্শন বা গিলগিট-বালতিস্তানে কারাকোরামের তুষারশৃঙ্গের রূপ দর্শন বা মরুতীর্থ হিংলাজে পুণ্যযাত্রার সাধ বোধহয় পূরণ হতে চলেছে এবার। সন্ত্রাসের আবহে আর কূটনৈতিক জটিলতায় এতদিন প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে যাওয়ায় ছিল বিবিধ বিধিনিষেধ। কিন্তু দুদেশের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অবশেষে সম্পর্কের বরফ গলল। সম্প্রতি ইসলামাবাদে দুদেশের বিদেশমন্ত্রী দীর্ঘ ৩৮ বছর পর ভিসার যে নতুন নিয়মকানুনে স্বাক্ষর করলেন, তার ফলে এখন থেকে ভারতের পর্যটক বা তীর্থযাত্রীরা পাকিস্তান সফর করার গ্রুপ ভিসা পাবেন। ১০ থেকে ৫০ জনের দল হলে তবেই ভিসা মিলবে। ভিসার আবেদন করতে হবে দেশের কোনও সরকার স্বীকৃত ট্রাভেল এজেন্টের মাধ্যমে। আবেদন জমা পড়ার ৪৫ দিনের মধ্যে তা পাওয়া যাবে কিনা জানিয়ে দেওয়া হবে। ভিসা পাওয়ার ৬ মাসের মধ্যে পাকিস্তানে প্রবেশ করতে হবে। ভিসা মিলবে ৩ মাসের জন্য। পুনর্নবীকরণ করানো যাবে না। তবে, এই গ্রুপ ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে যাওয়া যাবে সেদেশের সর্বাধিক ৫টি গন্তব্যে। নতুন নিয়মে আরও বলা হয়েছে, ১২ বছরের কমবয়সিরা এবং প্রবীণ নাগরিকরা হাতে হাতে ভিসা পাবেন। তার জন্য অবশ্য আগে আবেদন করতে হবে। এই ভিসা দেওয়া হবে আটারি-ওয়াঘা চেকপোস্টে এবং বিমানবন্দরে। এই ধরণের আবেদনকারীদের ভিসার জন্য পুলিশে হাজিরাও দিতে হবে না। এই একই নিয়মকানুন প্রযোজ্য হবে পাকিস্তান থেকে ভারতে আসতে আগ্রহী পর্যটকদের জন্যও। পাকিস্তান ভ্রমণের খোঁজ-খবর নিতে দেখতে পারেন সেদেশের পর্যটন মন্ত্রকের এই ওয়েবসাইট: www.tourism.gov.pk

অরুণাচল প্রদেশের নগাঁওতে নাওগং মহিলা কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনে ১২ সেপ্টেম্বর চিরাচরিত পোশাকে ছাত্রছাত্রীরা। ছবি: পি টি আই

রাজ্য পর্যটনের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ট্রেইল

বাংলার নবজাগরণের অন্যতম দুই পথিকৃৎ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নানান স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে কলকাতা, কাশীপুর, দক্ষিণেশ্বর, আলমবাজার ও বেলুড় অঞ্চলে। সেইসব এলাকা ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য একটি বিশেষ প্যাকেজ ভ্রমণের আয়োজন করেছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন। নাম শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ট্রেইল। বাতানুকূল বাসে ভ্রমণ প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার। সকাল সাড়ে ৭টায় বি বা দী বাগে রাজ্য পর্যটনের ট্যুরিজম সেন্টার থেকে যাত্রা শুরু। সেখানেই ফিরে আসা সেদিন বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ। দেখানো হবে বলরাম ঘোষ, গিরীশ ঘোষ ও ভগিনী নিবেদিতার বাড়ি, মায়ের বাটী, উদ্বোধন, কাশীপুর উদ্যানবাটী, বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির, স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়ি ও রানি রাসমণির বাড়ি। প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্নভোজন সহ এই ভ্রমণের খরচ জনপ্রতি ৭৩০ টাকা। বিশদ জানতে ও বুকিং করতে যোগাযোগ করতে পারেন পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের কার্যালয়ে। ☎২২৪৮-৮৭২১/২২৪৩-৬৪৪০।

রাজ্যের খনি এলাকায় পর্যটন প্রকল্প গড়তে চায় কেন্দ্র

রাজ্যের কয়লাখনি এলাকায় পর্যটন প্রকল্প গড়ে তুলতে রাজ্য সরকারকে সহায়তা দিতে চায় কেন্দ্র। দেশের বন ও পর্যটন মন্ত্রী সুবোধকান্ত সহায় একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বন ও পর্যটন মন্ত্রক দেশের প্রায় ৭০টি খনি এলাকা নির্দিষ্ট করেছে। কয়লা উত্তোলনের পর এগুলিতে বনসৃজন করার ও সেখানে পর্যটনের পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ড সীমান্তের কয়লাখনি অঞ্চলও রয়েছে। মন্ত্রী বিশেষভাবে উল্লেখ করেন চিনাকুড়ি কয়লাখনির কথা। এটি ভূ-গর্ভস্থ কয়লাখনি। এছাড়াও খোলামুখ খনিগুলিকে ঘিরেও পর্যটনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি জানান।

কলকাতায় এবার রেস্তোরাঁ ট্রাম

কলকাতা শহরের পথে এবার দেখা যাবে চলমান রেস্তোরাঁ। সৌজন্যে ট্রাম কোম্পানি। ট্রামের একটি কামরায় থাকবে রেস্তোরাঁ আর অন্যটিতে যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা। তবে এই ট্রামগুলি কোন পথে চলবে তা এখনও ঠিক হয়নি। বেসরকারি কোনও সংস্থাকে রেস্তোরাঁ চালানোর দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারেও ভাবনাচিন্তা চলছে। চলতি বছরেই অভিনব এই ট্রামের পরিষেবা চালু করার ব্যাপারেও আশাবাদী ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি। সংস্থা সূত্রে আরও খবর, আসন্ন শারদোৎসবের সময়েই শহরের পথে বাতানুকূল ট্রাম ও এক-কামরার দ্রুতগামী ট্রাম চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ট্রামগুলি তৈরির কাজ এখন চলছে নোনাপুকুরে সংস্থার ওয়ার্কশপে।

‘একবার ভেবে দেখুন গোটা ভারতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতেই কত রকম যোগ্যতার কত লোকের দরকার। এরকম আরও নানা ক্ষেত্রে, ধরুন কৃষিনির্ভর শিল্প ফুড প্রসেসিংয়ে, লক্ষ লক্ষ কাজ আছে। আপনি ‘কর্মক্ষেত্র’-য় প্রকাশিত যেসব কর্মপরিকল্পনার কথা বললেন, যেমন পাকা তেঁতুল প্যাকেট করা, বা তরমুজের রস বোতলবন্দী করা, কিংবা পাটের জিনিসপত্র বানানো— এগুলো তো গ্রামে গ্রামে শুরু হওয়া দরকার। উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইনফরমেশন টেকনোলজির সুফল এইসব কাজেও প্রয়োগ করা উচিত। সরকারের ভূমিকা এইখানেই। আর পরিকাঠামো জোগানোয়। বাকি সব নিজেদেরই করতে হবে। কাজের জাত বিচার করে যাঁরা বসে থাকবেন তাঁদের জীবন নিয়ে ভাবনায় কোনও ভুল হচ্ছে কি না সেটাই আগে ভাবা দরকার।’

৫ জুলাই, ২০০১-এ বস্টনে একান্ত সাক্ষাৎকারে ‘কর্মক্ষেত্র’-র প্রধান সম্পাদককে সাম পিত্রোদা

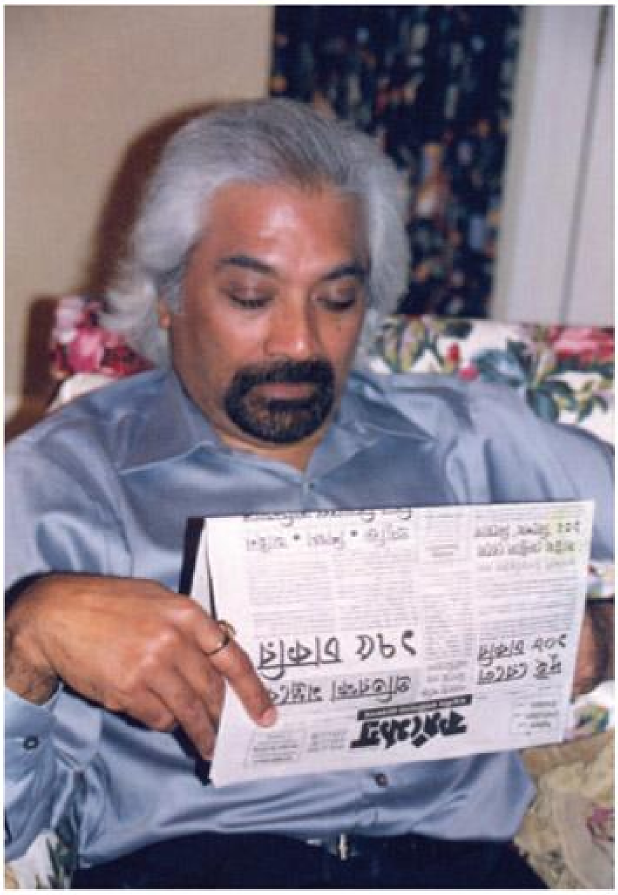

সাম পিত্রোদা: আমেরিকার ওয়ার্ল্ড টেল লিমিটেডের কর্ণধার, আঁত্রেপ্রেনারশিপ ও টেলি-কমিউনিকেশনস্-এ বিশ্ববন্দিত ব্যক্তিত্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। ভারত সরকারের টেলিকম কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। ‘রিসার্জেন্স অব বেঙ্গল’ কর্মসূচির উপদেষ্টা।

কর্মক্ষেত্র

বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

আমার দেখা ভারত

যোধপুরে রাজস্থানী লোকনৃত্য *ছবি তুলেছেন: সপ্তর্ষি সরকার, ১৫৬, লাইট এয়ার ডিফেন্স মিশাইল রেজিমেন্ট (এস পি), নিউ দিল্লি-৯২৬ ১৫৬*

রঙ্গনাথিট্টু পাখিরালয়ে ক্যাটল ইগ্রেট *ছবি তুলেছেন: বৈজয়ন্ত চাকী, ৪০, সেকেন্ড মেন, অমরজ্যোতি লে-আউট, চোলানগর, আর টি নগর পোস্ট, হেব্বল, বেঙ্গালুরু-৫৬০ ০৩২*

এ-মাসে দুজন পুরস্কার-বিজয়ীর মধ্যে ১,০০০ টাকা ভাগ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকে পাবেন ৫০০ টাকা।
পরবর্তী প্রতিযোগিতার জন্য ১৫ অক্টোবরের মধ্যে আমাদের দপ্তরে ছবি পৌঁছতে হবে। ছবি পাঠানোর ঠিকানা:
আমার দেখা ভারত, 'ভ্রমণ', ২৯/১এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯

এই আশ্চর্য পৃথিবীর সঙ্গে আপনার সেতুবন্ধ

ভ্রমণ

বেরিয়ে পড়ার সেরা গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

তিনবছরের গ্রাহক হয়ে হাতে হাতে নিয়ে যান

দুঘন্টার সুপার ডিভিডি:

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিশ্বভ্রমণ

অনলাইন গ্রাহক হতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

'ভ্রমণ'-এর ৯টি সাধারণ সংখ্যা (২০ টাকা), একটি পুজোর গাইড সংখ্যা (৮০ টাকা) ও একটি শারদীয়া সংখ্যা (৮০ টাকা) সহ বছরে মোট ১১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 'ভ্রমণ'-এর দুটি বিশেষ সংখ্যা সাধারণ ডাকের গ্রাহকদের কাছেও ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো হয়।

দুটি বিশেষ সংখ্যা পাঠানোর ক্যুরিয়ার খরচ ধরে সাধারণ ডাকে গ্রাহকমূল্য—

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৩০০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৩৫০ টাকা।

তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৯০০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,০৫০ টাকা।

সব সংখ্যাই ক্যুরিয়ার মারফত পেতে চাইলে

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৪০০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৫০০ টাকা।

তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ১,২০০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,৬৫০ টাকা।

তিনবছরের গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে (নীচের ঠিকানায়) জমা দিয়ে হাতে হাতে নিয়ে যান দুঘন্টার সুপার ডিভিডি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিশ্বভ্রমণ

টাকা বা ড্রাফট ডাকে পাঠালেও ডিভিডি কেবলমাত্র আমাদের অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 94332 17491, 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** subscription@swarnakshar.in

গ্রাহক হবার ফর্ম

Sending □ Rs. 300 □ Rs. 350 □ Rs. 400 □ Rs. 500 □ Rs. 900 □ Rs. 1,050 □ Rs. 1,200 □ Rs. 1,650 towards my subscription to BHRAMAN for □ One year □ Three years by Bank Draft Payable at Kolkata.

Name:..

Address:..

....

....

Bank Draft No.:.................... Date:.................... Bank:....................

Branch:.................... Signature & Date:.................... Phone No.:....................

যে মাসে গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে পৌঁছবে, তার পরের মাস থেকে পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
মানি অর্ডার/ড্রাফট Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে লিখবেন। পাঠাবেন এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019.

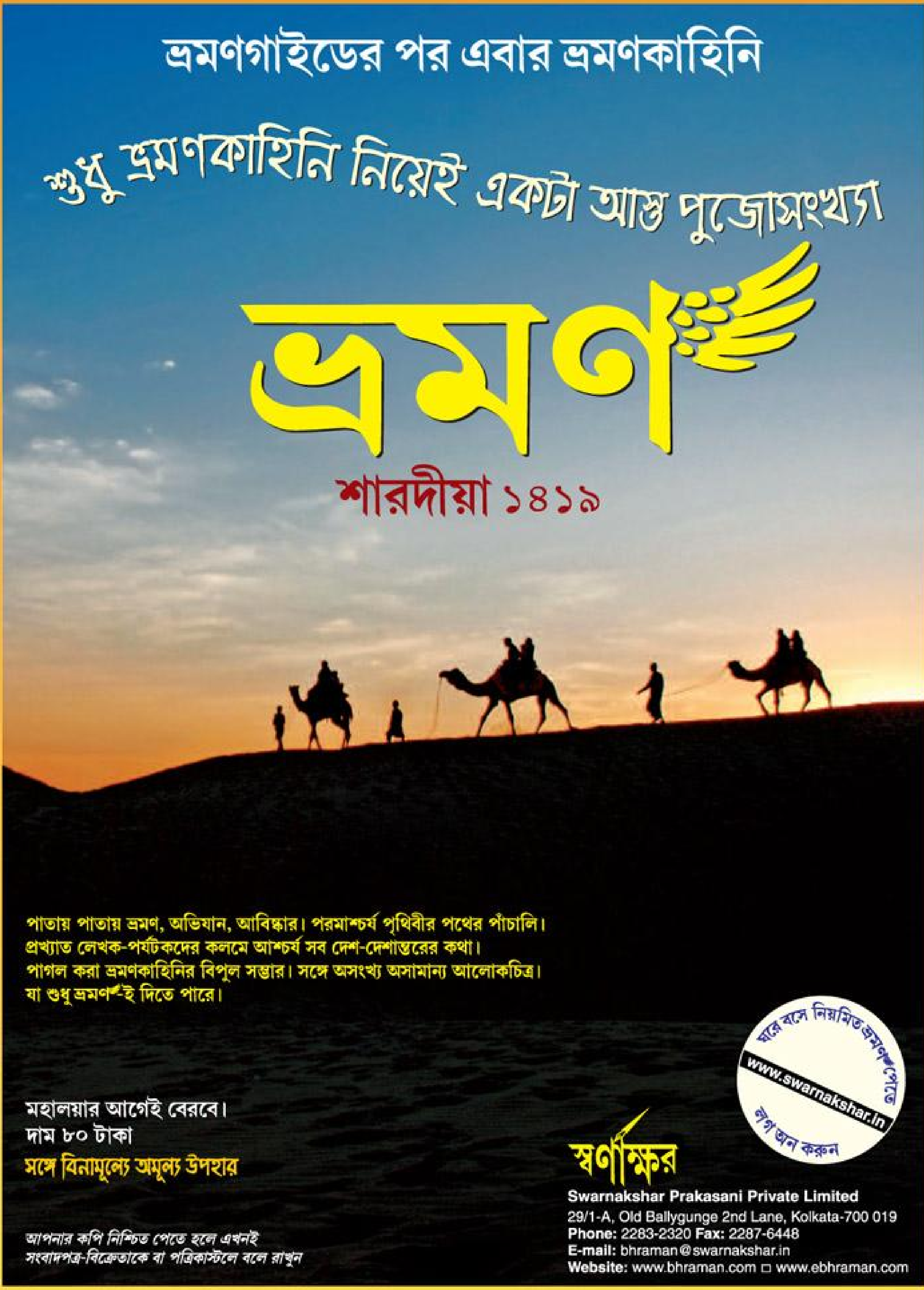

ভ্রমণগাইডের পর এবার ভ্রমণকাহিনি
শুধু ভ্রমণকাহিনি নিয়েই একটা আস্ত পুজোসংখ্যা
ভ্রমণ
শারদীয়া ১৪১৯
পাতায় পাতায় ভ্রমণ, অভিযান, আবিষ্কার। পরমাশ্চর্য পৃথিবীর পথের পাঁচালি।
প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের কলমে আশ্চর্য সব দেশ-দেশান্তরের কথা।
পাগল করা ভ্রমণকাহিনির বিপুল সম্ভার। সঙ্গে অসংখ্য অসামান্য আলোকচিত্র।
যা শুধু ভ্রমণ-ই দিতে পারে।
ঘরে বসে নিয়মিত ভ্রমণ পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন
মহালয়ার আগেই বেরবে।
দাম ৮০ টাকা
সঙ্গে বিনামূল্যে অমূল্য উপহার
স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2283-2320 Fax: 2287-6448
E-mail: bhraman@swarnakshar.in
Website: www.bhraman.com □ www.ebhraman.com
আপনার কপি নিশ্চিত পেতে হলে এখনই
সংবাদপত্র-বিক্রেতাকে বা পত্রিকাস্টলে বলে রাখুন

ভ্রমণ the most read travel magazine in India*
now brings you

BHRAMAN Traveller

A monthly travel magazine in English

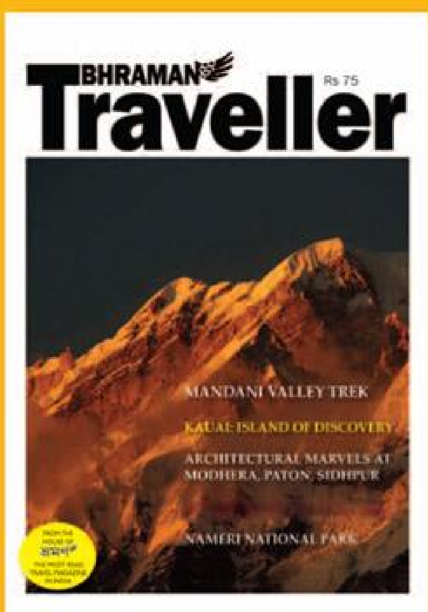

Email: bhramantraveller@gmail.com

To buy the first issue, please send ₹75
by cheque/money order in favour of
Swarnakshar Prakasani Private Limited
and mail to:
Swarnakshar Prakasani Pvt Ltd
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane,
Kolkata 700 019

Please provide your name, complete postal address and mobile/landline number

To subscribe online:
www.swarnakshar.in

Get your copy delivered at your doorstep.
No courier charges

You may also visit
www.bhraman.com
www.ebhraman.com

*INDIAN READERSHIP SURVEY Q4, 2011: AVERAGE READERSHIP OF 3,16,000 PER ISSUE